সহীহ
আত্-তিরমিযী
[দ্বিতীয় খণ্ড]
তাহ্ক্বীক্ব :
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
মুমতায শারী'আহ্ বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
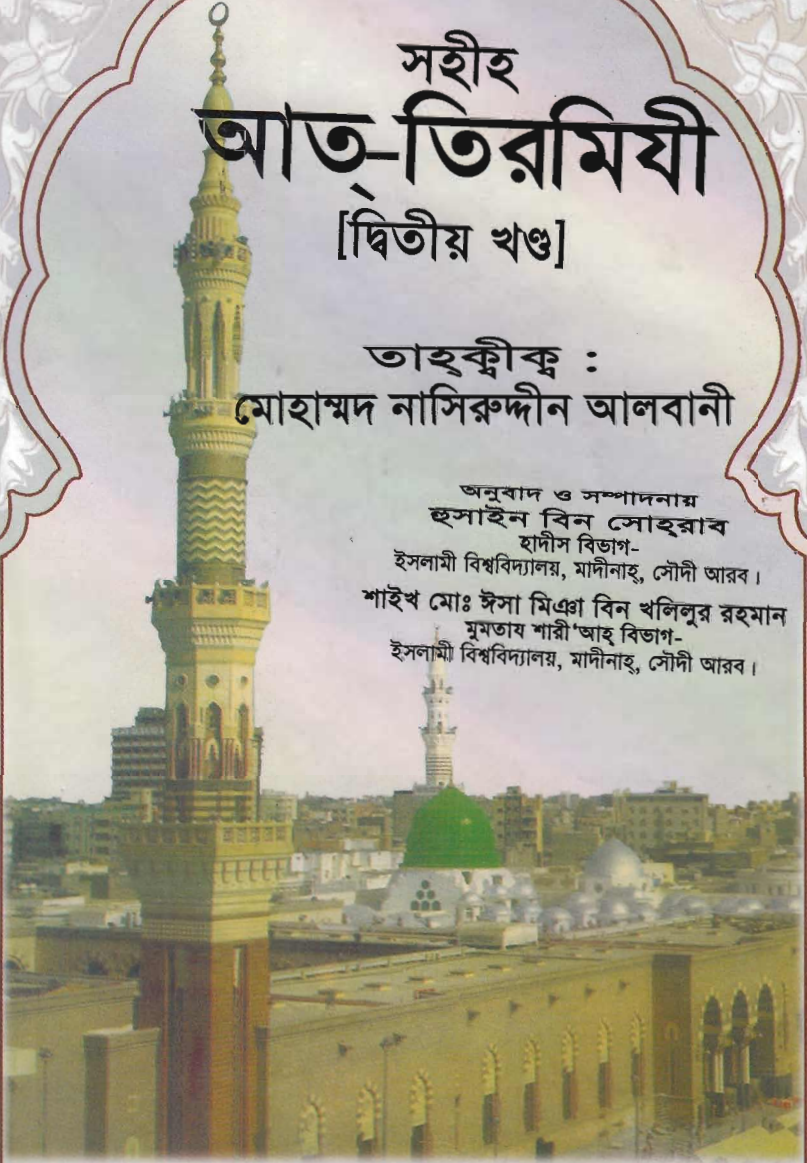
সহীহ্
আত-তিরমিযী
[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল
ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ
আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)

মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহকীক
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
(আবূ আব্দুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

হুসাইন বিন সোহরাব
অনার্স হাদীস
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা সৌদীআরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট
জামঈয়াতু ইহ্ইয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত

সহীহ্

সুনান আত্-তিরমিযী (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল : ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা সাওরাহ্ আত্-তিরমিযী (রাহ্.)

তাহ্ক্বীক্ব :

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (আবূ আব্দুর রাহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায় :

※ হুসাইন বিন সোহরাব

※ শাইখ মো: 'ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, ফোনঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

দ্বিতীয় প্রকাশ

আগষ্ট ২০১০ ঈসায়ী
রামাযান ১৪৩২ হিজরী

মুদ্রণে

হেরা প্রিন্টার্স
হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা।

বাঁধাই

আল-মাদানী বাঁধাই সেন্টার
আল-মাদানী ভবন
১৪২/আই/৫, বংশাল রোড, পাকিস্তান মাঠ, (মুকিম বাজার)

মূল্য : ২৫১/= টাকা মাত্র

Published by **Hossain Al-Madani Prokashoni**
Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition : August- 2010
Price Tk- 251/=. US $: 8

ISBN NO. 984 : 605 : 072 : 0

بسم الله الرحمن الرحيم *

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। সহীহ্ হাদীসের আলোকেই ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে হবে। অতএব মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে সহীহ্ হাদীস জানা ও বুঝা একান্ত অপরিহার্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলমান আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। হাদীসের ভাষা বুঝতে হলে বাঙ্গানুবাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প পথ নেই। এ ক্ষেত্রে যত বেশি সহীহ্ হাদীস বাঙ্গানুবাদ করা হবে ততই মঙ্গল।

পূর্বে হাদীসের প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হলেও অনুবাদকগণের কেহই প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থকে যঈফ মুক্ত করেননি। অতএব সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদের জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার অধিকারী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত সহীহ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ একান্তই কাম্য।

গ্রন্থটি অনুবাদে আমার বন্ধু শাইখ মোঃ ঈসা (লিসান্স মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব) আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর এই প্রশংসনীয় আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাই। তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে মুক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন। এই জন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। আমি তাকে আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাই। আমি সত্যিকার অর্থেই অনুভব করছি যে আমার বন্ধু শাইখ ঈসা এই মহৎ কাজে কতটা শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এই পরিশ্রম সফল ও সার্থক হোক এটাই আমি কামনা করি। শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা-এর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার শুভ ফল বঙ্গানুবাদ সহীহ তিরমিযী প্রকাশ হওয়ায় বহুদিনের সুন্দর একটি চাহিদা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা পোষণ করছি– পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশী বেশী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন ॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

بسم الله الر حمن الر حيم *

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান সাহেবের মন্তব্য

মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অফুরন্ত প্রশংসা যিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী কতৃক তাহকীককৃত সহীহ তিরমিযীর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায় হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবকে সহযোগিতা করার তাওফীক প্রদান করেছেন। অতঃপর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

আমার বন্ধু হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (বহু গ্রন্থ প্রণেতা) নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত সহীহ তিরমিযীর বাংলা অনুবাদে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার যোগ্যতা আমার কতটা আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তবে তার অনুরোধে সাড়া দিতে পেরে আমি আনন্দিত ও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন অনেক বেশী, তেমনি তাদের কাছে সহীহ হাদীসের চাহিদাও অনেক। অথচ এদেশীয় জনগণের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদকৃত সহীহ হাদীসের তীব্র অভাব। সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলমানগণ নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার সহীহ ও সঠিক পথ থেকে সরে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মুসলমানদের কাছে সহীহ হাদীস জানার আগ্রহ বহুদিনের। এই দীর্ঘদিনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমস্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ করে হুসাইন বিন সোহ্‌রাব যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সহীহ হাদীস জানার, মুসলমানদের সহীহ ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশক যে সমস্ত সহীহ হাদীসের কিতাব রয়েছে তন্মধ্যে এই সহীহ্ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এধরনের একটি হাদীসের অনুবাদের আবশ্যকতা পাঠকগণ যে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তার কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সহীহ তিরমিযীর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাকে আরও অধিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক দান করেন। জনাব হুসাইন বিন সোহ্‌রাব দ্বীন-ইসলামের খিদমাত মনে করে নিরলস চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দ্বীনী খিদমাত ক্ববূল করুন। আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সহীহ্ আত্-তিরমিযী'র

ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন কিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিযী গ্রন্থের তাহকীক্ এবং এর মধ্যে নিহিত সহীহ্ ও যঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-আরাবী'র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ জিলক্বাদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সেই পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাযাহ'র তাহকীক করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেইসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাযাহ'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাযাহ'র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এই গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি– সহীহ্ ইবনু মাযাহ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাযাহতে উল্লিখিত নাম্বারযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ্" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ্ আবূ দাউদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এই বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন

ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্ধৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহকীককৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিযীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–

১– সনদ সহীহ্ অথবা হাসান;
২– সনদ দুর্বল;

আর এ দুটি স্পষ্ট ও সহজবোদ্ধ;
৩– সহীহ্ অথবা হাসান।

অর্থাৎ– তিরমিযী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ্; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিছলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন– 'নাহবুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তার শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থতঃ সুনানে তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস সিত্তাহ" এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের

চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ্ অথবা হাসান বা যঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এই সহীহ্করণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এ জন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ্ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত তাহারাতে নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো– ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার যঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহর।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ্'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওজূ বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত তাহারাতে ও কিতাবুস সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো– ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এই হাদীসগুলো মাওজূ) ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন– "এই অধ্যায়ে আলী, যায়িদ ইবনু আরকাম, জাবির ও

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মুয়াল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এই ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি 'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ–

এক. জামিউত্ তিরমিযী
দুই. সুনানুত তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাময়ানী, মিজ্জি, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিজগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি এর সাথে সহীহ্ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামিউস্সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুজ্ জুনুনে" এই নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লামাহ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিযীকে আল-জামিউস সহীহ্ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে, তিনি এই গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহকীক করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিকর"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিজগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিজ ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারু উলুমুল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন– "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ এবং আলখাতীব বাগদাদী তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামিউস্ সহীহ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এই গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুর্সাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব তিরমিযীর শেষে রয়েছে। যার সার সংক্ষেপ এই–

"এই কিতাব জামে'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামিউত্ তরিমিযী নামের এই দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস সহীহ্ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিজ যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়াবে 'আলামিন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন জামি এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান স্থায়ী উপকার, মাস্'আলার মূল সহীহ্ রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওজূ আর তা অধিকাংশই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাকার ইবনুল আরাবী তার রচিত তিরমিযী ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্ ও যঈফ বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এই ঈলমসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালেদী বলেন, "আবূ ঈসা (তিরমিযী) বলেছেন আমি এই কিতাব (আল-মুসনাদ আল-সহীহ্) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো ঃ "না তা কক্ষণও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই–

প্রথমঃ "মুসনাদ সহীহ্" কথাটি যে ইমাম তিরমিযীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালেদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এই কথাটি ইমাম হাকিম এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায়ধরা হতে পারে যদি খালেদী ঐ দুই জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালেদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামিন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দুই গ্রন্থে তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ্ বলেননি। তাছাড়া খালেদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি সাজ শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয়ঃ দুটি কারণে এই উক্তিকে ইমাম তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ক্রুটি যুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু আব্দিল্লাহ আবূ আলী আল খালেদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না' এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামায়ানী আ'নসাব গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন– 'আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিকাহ্ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাময়ানীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তিদরাক করেছেন। আর এটাই ইসতিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিকাহ নন এই কথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এই কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এই ক্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ক্রুটি মুক্ত নয়। কারণ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ হিজরী সালে, দুইজনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দুই জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'জাল।

দ্বিতীয়তঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এই রকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এই শব্দে রয়েছে, "যার ঘরে এই গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ আল-জামি যেন

তার ঘরে নাবী কথা বলছেন”। আর এই ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এই গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ– যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এই কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মুয়াল্লিক এই দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এই ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিযীর জামি সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি সহীহ্' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি তিরমিযী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নিরব থাকে।” বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী– ২০৫০।

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবায়াকে একত্রে সিহাহ সিত্তা বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা

করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-ইরাকী আরো অনেকে। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাঊদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন অতঃপর যেখানে যঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি যঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ তাদের একজন যারা যঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাজাহকেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ্ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাকাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি আমি তিরমিযীর হাদীসগুলোকে সহীহ্ থেকে যঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মাযাহ'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে এই কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

"হে আল্লাহ! প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

লেখক
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
আবূ আব্দুর রহমান

আম্মান, রোববার, রাত্রি
২০ জিলকাদ ১৪০৬ হিজরী

সূচী পত্র

٥- كتاب الزكاة عن رسول الله ﷺ
অধ্যায় ৫ ঃ যাকাত

٦ـ كتاب الصوم عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৬ ঃ রোযা

٧-كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৭ ঃ হাজ্জ

٨ - كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الجنائز عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৮ ঃ জানাযা

٩ - كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ
অধ্যায় ৯ ঃ বিবাহ

١٠ - كتاب الرضاع

অধ্যায় ১০ : শিশুর দুধপান

١١ - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ১১ ঃ তালাক ও লিআন

١٢ - كتاب البيوع عن رسول الله ﷺ.

অধ্যায় ১২ ঃ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ) বলেন ঃ

إذا صح الحديث فهو مذهبى.

যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।

–রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٥- كِتَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৫ : যাকাত

١) بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيْدِ

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ যে সকল লোক যাকাত দিতে অসম্মত সে সকল লোকের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর হুঁশিয়ারি

٦١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ التَّمِيْمِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : جِئْتُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ : فَرَآنِيْ مُقْبِلاً، **فَقَالَ** : «هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ- وَرَبِّ الْكَعْبَةِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِيْ؟! لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ! قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هُمُ الْأَكْثَرُوْنَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، **لَا يَمُوْتُ** رَجُلٌ، فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، **أَعْظَمَ** مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا **نَفِدَتْ**

أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

– صحيح : «التعليق الرغيب» (١/٢٦٧).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ : الأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلاَفٍ.

– صحيح الإسناد مقطوع : يعني موقوف عن الضحاك.

৬১৭। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলাম। তিনি সে সময় কা'বার ছায়াতে বসে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে সম্মুখে আসতে দেখে বলেনঃ কা'বার প্রভুর শপথ! তারা কিয়ামাতের দিবসে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হাযির হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমার কি হল, মনে হয় আমার প্রসঙ্গে তাঁর উপর কোন কিছু নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা নিবেদিত হোক! এধরণের লোক কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অধিক ধনদৌলত আত্মসাৎকারী, কিন্তু যে সব লোক এই, এই ও এই পরিমাণ দিয়েছে সে সব লোক ছাড়া। তিনি সামনে, ডানে ও বামে হাতের ইশারা করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! যে লোক এধরণের উট অথবা গরু রেখে মৃত্যুবরণ করল যার যাকাত সে দেয়নি, কিয়ামাতের দিন সেগুলো পূর্বাবস্থা হতে বেশি মোটাতাজা হয়ে তার নিকটে আসবে এবং নিজেদের পায়ের ক্ষুর দ্বারা তাকে দলিত করবে এবং শিং দ্বারা গুঁতো মারবে। সবশেষের জন্তুটি চলে যাওয়ার পর আবার প্রথম জন্তুটি ফিরে আসবে। মানুষের সম্পূর্ণ বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তির এ ধারা চলতে থাকবে।

– সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (১/২৬৭)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) বলেন, যাকাত অমান্যকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কাবীসা ইবনু হুলব তার পিতা থেকে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ যারের হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ যার (রাঃ)-এর নাম জুনদাব ইবনুস সাকান, কারো মতে ইবনু জুনাদা। দাহ্হাক ইবনু মুযাহিম বলেন, যার দশ হাজার (দিরহাম) রয়েছে সেই অধিক সম্পদশালী।

– সহীহ মাকতু অর্থাৎ যাহ্হাকের উপর মাওকূফ

এই হাদীসের এক রাবী আবদুল্লাহ ইবনু মুনীর মারওয়াযী একজন নিষ্ঠাবান লোক।

٢) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ যখন তুমি যাকাত দিয়ে দিলে, তোমার উপর আরোপিত ফরয আদায় করলে

٦١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : **كُنَّا** نَتَمَنَّىٰ أَنْ يَأْتِيَ الأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، **فَبَيْنَا** نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانَا، فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَبِالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، وَبَسَطَ الأَرْضَ، وَنَصَبَ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، **قَالَ** : فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَكَ زَعَمَ **لَنَا**

أَنَّكَ تَزْعَمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «صَدَقَ»، قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِيْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «نَعَمْ»، قَالَ : فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، قَالَ : فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ، آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «نَعَمْ»، فَقَالَ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، وَلاَ أُجَاوِزُهُنَّ! ثُمَّ وَثَبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنْ صَدَقَ الأَعْرَابِيُّ، دَخَلَ الْجَنَّةَ».

– صحيح : «تخريج إيمان ابن أبي شيبة» <٥/٤> ق.

৬১৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা ইচ্ছা করতাম, আমাদের উপস্থিত থাকা অবস্থায় কোন বুদ্ধিমান বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করুক! এমন সময় এক বেদুঈন হাযির হল। সে তার হাঁটু গেড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের নিকট আপনার প্রতিনিধি এসে বলল, আপনি দাবি করছেন, 'আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল করে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আকাশসমূহ সমুন্নত করেছেন, যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং পাহাড়সমূহ দাঁড় করিয়েছেন, সত্যিই কি আপনাকে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূল করে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আপনি মনে করেন আমাদের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ কি

এই প্রসঙ্গে আপনাকে আদেশ করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। বেদুঈন বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আপনি মনে করেন বছরে এক মাস আমাদের উপর রোযা বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে সঠিক বলেছে। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন! আল্লাহ তাআ'লা কি এই প্রসঙ্গে আপনাকে আদেশ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। সে বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আপনি মনে করেন আমাদের ধনদৌলতের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে সত্য বলেছে। বেদুঈন বলল, সেই সত্তার শপথ, আপনাকে যিনি রাসূল করে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ তাআ'লা কি এই প্রসঙ্গে আপনাকে আদেশ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। সে বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিনিধি বলেছে, আমাদের মাধ্যে যে লোক দূরত্ব অতিক্রম করার (আর্থিক ও দৈহিক) যোগ্যতা রাখে আপনি মনে করেন তার জন্য বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। বেদুঈন বলল, সেই সত্তার শপথ, আপনাকে যিনি রাসূল করে পাঠিয়েছেন! আল্লাহ তাআ'লা কি আপনাকে এই প্রসঙ্গে আদেশ করেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি এগুলোর কোনটিই ছাড়বো না এবং এগুলোর সীমাও পার করব না। তারপর সে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এই বেদুঈন যদি সত্য বলে থাকে তবে সে জান্নাতে যাবে।

– সহীহ, তাখরীজ ঈমান ইবনু আবী শাইবা (৪/৫), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদে হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও আনাস (রাঃ) হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আমি একথা মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, একদল মুহাদ্দিস বলেন, এ হাদীসের একটি আইনগত (ফিক্হী) দিক এই যে, উস্তাদের নিকট পাঠ করা এবং তা তার শুনা উস্তাদের নিকট হতে শুনার মতই গ্রহণযোগ্য। তারা উক্ত হাদীস দলীল হিসাবে উপস্থাপন করে বলেন, এই

বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে (বর্ণনা) উপস্থাপন করল, আর তিনি তার সত্যতা স্বীকার করলেন।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ সোনা-রূপার যাকাত প্রসঙ্গে

٦٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيْ تِسْعِيْنَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ، فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».

– صحيح : «ابن ماجه» (١٧٩٠).

৬২০। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়া ও গোলামের সাদকা (যাকাত) আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু প্রতি চল্লিশ দিরহাম রূপার ক্ষেত্রে এক দিরহাম সাদকা (যাকাত) আদায় কর। কিন্তু একশত নব্বই দিরহামে কোন সাদকা নেই। যখন তা দু'ই শত দিরহামে পৌঁছবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম সাদকা দিতে হবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৯০)

আবূ বাকার সিদ্দীক ও আমর ইবনু হাযম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আমাশ, আবূ আওয়ানা ও অন্যান্যরা আবূ ইসহাকের সনদের ধারাবাহিকতায় আলী (রাঃ)-এর নিকট হতেও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনু উআইনা ও অন্যরাও আবূ ইসহাকের বরাতে আল-হারিসের সূত্রে আলী (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উভয় সূত্রকেই ইমাম বুখারী সহীহ বলেছেন। কারণ, হয়ত আসিম ও হারিস দু'জনের নিকট হতে এটি বর্ণিত আছে।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ উট ও ছাগল-ভেড়ার যাকাত প্রসঙ্গে

٦٢١- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الْهَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ- الْمَعْنَى وَاحِدٌ-، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ، وَكَانَ فِيْهِ : فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِيْ خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِيْ عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِيْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلٰى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ إِلٰى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلٰى سِتِّيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَجَذَعَةٌ إِلٰى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ إِلٰى تِسْعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ، وَفِي الشَّاءِ، فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَشَاتَانِ إِلٰى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ، فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلٰى ثَلَاثِ مِئَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلَاثِ مِئَةِ شَاةٍ، فَفِيْ كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ، شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ

مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ.

– صحيح : «ابن ماجه» (١٧٩٨).

৬২১। সালিম (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, সাদকা (যাকাত) প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখালেন। তাঁর কর্মচারীদের নিকটে এটা পাঠানোর আগেই তিনি মারা যান। তিনি এটা নিজের তরবারির সাথে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবূ বাকার (রাঃ) তা কার্যকর করেন। তিনিও মারা যান। উমার (রাঃ)-ও সে অনুযায়ী কাজ করেন। তারপর তিনিও মারা যান। তাতে লেখা ছিল পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী, দশটি উটের জন্য দুটি বকরী, পনেরটি উটের জন্য তিনটি বকরী এবং বিশটি উটের জন্য চারটি বকরীর যাকাত আদায় করতে হবে। পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটের জন্য একটি বিনতু মাখায (একটি পূর্ণ এক বছরের মাদী উট); এর বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত (ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত) উটের জন্য একটি বিনতু লাবূন (একটি পূর্ণ দুই বছরের মাদী উট); এর বেশি হলে ষাট পর্যন্ত (ছিচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত) উটের জন্য একটি হিক্কাহ (একটি পূর্ণ তিন বছরের মাদী উট); আবার এর বেশি হলে পঁচাত্তর পর্যন্ত (একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত) উটের জন্য একটি জাযাআহ (একটি চার বছরের মাদী উট); আরো বেশি হলে নব্বই পর্যন্ত (ছিয়াত্তর হতে নব্বই পর্যন্ত) উটের জন্য দু'টি বিনতু লাবূন; আরো বেশি হলে একশত বিশ পর্যন্ত (একানব্বই-একশত বিশ) উটের জন্য দু'টি হিক্কাহ এবং যখন একশত বিশের বেশি হবে তখন প্রতি পঞ্চাশ উটের জন্য একটি হিক্কাহ এবং প্রতি চল্লিশ উটের জন্য একটি বিনতু লাবূন যাকাত আদায় করতে হবে।

ভেড়া বকরীর যাকাত হলঃ চল্লিশ হতে এক শত বিশ পর্যন্ত বকরীর জন্য একটি বকরী; এর বেশি হলে দু'শত পর্যন্ত দুটি বকরী; এর বেশি হলে তিনশত পর্যন্ত বকরীর জন্য তিনটি বকরী; তিনশতর বেশি হলে প্রতি একশত বকরীর জন্য একটি করে বকরী যাকাত আদায় করতে হবে। তারপর বকরীর পরিমাণ আবার একশত পর্যন্ত না পৌছালে (পুনরায়) কোন যাকাত দিতে হবে না।

যাকাতের ভয়ে (একাধিক মালিকানায়) বিচ্ছিন্নগুলোকে একত্র করা এবং একত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এক সাথে দুই শরীকের পশু থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশের হিসাব করে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করবে। যাকাতে বৃদ্ধ এবং ক্রটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হবে না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৯৮)

যুহ্‌রী (রাহঃ) বলেন, সাদকা আদায়কারী আসলে (মালিক) বকরীগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করবে। একটি ভাগে থাকবে উন্নত মানের বকরী, অন্য ভাগে থাকবে মধ্যম মানের বকরী এবং আর এক ভাগে থাকবে নিকৃষ্ট মানের বকরী। মধ্যম মানের বকরী হতে সাদকা আদায়কারী যাকাত গ্রহণ করবে। যুহ্‌রী (রাহঃ) গরুর প্রসঙ্গে কিছু বলেননি।

আবূ বাকার সিদ্দীক, বাহ্‌য ইবনু হাকীম পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদা হতে, আবূ যার ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা ইবনু উমারের হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এই হাদীস অনুসারে সকল ফিক্‌হবিদ মত গ্রহণ করেছেন। একদল রাবী মারফূভাবে এ হাদীসটিকে বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র সুফিয়ান ইবনু হুসাইন মারফূ হিসাবে এটাকে বর্ণনা করেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ গরুর যাকাত আদায় প্রসঙ্গে

٦٢٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «فِيْ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ، أَوْ تَبِيْعَةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ».

– صحيح : «ابن ماجه» (١٨٠٤).

৬২২। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ত্রিশটি গরুর যাকাত (দিতে হবে) একটি এক বছরের এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর। চল্লিশটি গরুর যাকাত (দিতে হবে) একটি দুই বছরের বাছুর।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮০৪)

মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আব্দুস সালাম ইবনু হারব খুসাইফ হতে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আবদুস সালাম নির্ভরযোগ্য এবং স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন একজন বর্ণনাকারী। শারীক এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খুসাইফ হতে, তিনি আবূ উবাইদাহ হতে, তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ হতে, আবূ উবাইদা ইবনু আবদুল্লাহ তাঁর পিতার নিকট কোন প্রকার হাদীস শুনেননি।

٦٢٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.

– صحيح : «ابن ماجه» (١٨٠٣).

৬২৩। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে (গভর্ণর করে) প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন ঃ আমি যেন প্রতি ত্রিশটি গরুর ক্ষেত্রে একটি এক বছরের এড়ে বাছুর অথবা বকনা বাছুর; প্রতি চল্লিশটি গরুর ক্ষেত্রে একটি দুই বছরের বাছুর (যাকাত হিসেবে) এবং প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়সের (জিম্মী) লোকের নিকট হতে এক দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) অথবা একই মূল্যের মাআফির নামক কাপড় (জিয্য়া হিসাবে) আদায় করি।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮০৩)

আবূ ঈসা হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি কতিপয় বর্ণনাকারী সুফিয়ানের সূত্রে, তিনি আমাশের সূত্রে, তিনি আবূ ওয়াইলের সূত্রে, তিনি মাসরূকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুআযকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে পাঠালেন। তাঁকে তিনি আদেশ করলেন..........। এ বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ।

٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِاللهِ : هَلْ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِاللهِ شَيْئًا؟ قَالَ : لاَ.

-صحيح الإسناد عن أبي عبيدة، وهو ابن عبد الله بن مسعود.

৬২৪। আমর ইবনু মুররা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ উবাইদাকে আমি প্রশ্ন করলাম, আবদুল্লাহ্‌র নিকট হতে তিনি কি কোন কিছু বর্ণনা করেন? তিনি বললেন, না।

– আবূ উবাইদাহ হতে সূত্রটি সহীহ, আর তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের ছেলে।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ যাকাত হিসাবে উত্তম মাল নেয়া অপরাধ

٦٢٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ : «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ

عَلَيْهِم صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وترد على فقرائهم، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ».

– صحيح : «ابن ماجه» ‹١٧٨٣› ق.

৬২৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুআয (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি তাকে বললেনঃ এমন একটি জাতির নিকটে তুমি যাচ্ছ যারা আহ্‌লি কিতাব। তাদেরকে এমন সাক্ষ্য দিতে আহ্বান কর যে, আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্‌র রাসূল। এটা তারা মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও– অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহ্ তাআ'লা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে ফরয করেছেন। তারা এটাও মেনে নিলে তাদেরকে জানিয়ে দাও– তাদের ধন-দৌলতে আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। তাদের ধনীদের মধ্য হতে এটা আদায় করে তাদের গরীবদের মাঝে বিলি করে দেয়া হবে। যদি তারা এটিও মেনে নেয় তাহলে সাবধান! তাদের উত্তম মাল (যাকাত হিসাবে) নেয়া হতে বিরত থাকবে। নিজেকে নিপীড়িতদের অভিশাপ হতে দূরে রাখ। কেননা, তার আবেদন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৮৩), বুখারী, মুসলিম

সুনাবিহী (রাহঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবূ মা'বাদ (রাহঃ) হচ্ছেন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মুক্তদাস এবং তাঁর নাম না-ফিয।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ কৃষিজাত ফসল, ফল ও শস্যের যাকাত আদায় প্রসঙ্গে

٦٢٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

– صحيح : «ابن ماجه» ‹١٧٩٣› ق.

৬২৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচের কম সংখ্যক উটে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না; পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপাতে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ফসলে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭৯৩), বুখারী, মুসলিম

আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার, জা-বির ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.... نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى.

৬২৭। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি মালিক ইবনু আনাস হতে, তিনি আমর ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী হতে আমর ইবনু ইয়াহইয়া হতে আব্দুল আজীজের হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ সাঈদ হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

আরো কয়েকটি সূত্রে উপরে উল্লেখিত হাদীসটি তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ শস্যে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না। ষাট সা' পরিমাণে এক ওয়াসাক হয়। অতএব, পাঁচ ওয়াসাকে তিনশত সা' হবে। সোয়া পাঁচ রোতলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা' হত। কূফাবাসীদের এক সা' হয় আট রোতল পরিমাণে। পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপার ক্ষেত্রে যাকাত ধার্য হয় না। চল্লিশ দিরহাম পরিমাণে এক উকিয়া হয়। অতএব, পাঁচ উকিয়া পরিমাণে দুই শত দিরহাম হয়। পাঁচ যাওদ অর্থাৎ পাঁচের কম সংখ্যক উটের ক্ষেত্রে যাকাত ধার্য হয় না। উটের সংখ্যা পঁচিশে পৌঁছলে তখন যাকাত হিসেবে এক বছরের একটি মাদী উট আদায় করতে হবে। পঁচিশের কম সংখ্যক উট হলে প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী যাকাত আদায় করতে হবে।

٨) بَابُ مَاجَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ صَدَقَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ ঘোড়া ও গোলামে কোন যাকাত আদায় করতে হবে না

٦٢٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهٖ وَلَا فِيْ عَبْدِهٖ صَدَقَةٌ»

– صحيح: "ابن ماجه" (١٨١٢)، "الضعيفة"(٤٠١٤) ق

৬২৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়া ও ক্রীতদাসের জন্য মুসলমানের কোন সাদকা (যাকাত) আদায় করতে হবে না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮১২), যঈফা (৪০১৪), বুখারী, মুসলিম

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস

বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে আলিমগণ বলেছেন, চারণভূমিতে চরে বেড়ায় এমন ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের উপর যাকাত ধার্য হয় না, যদি সেবা দানের উদ্দেশ্যে তা (ক্রীতদাস) রাখা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এগুলো রাখা হলে তবে এক বছর পার হওয়ার পর এর মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ মধুতে যাকাত আদায় প্রসঙ্গে

٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ التِّنِّيْسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "فِي الْعَسَلِ؛ فِيْ كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ".

– صحيح: "ابن ماجه" (١٨٢٤)

৬২৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতি দশ মশক মধুর ক্ষেত্রে এক মশক যাকাত ধার্য হবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮২৪)

আবূ হুরাইরা, আবূ সাইয়্যারা ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমারের হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে আপত্তি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে মধুর যাকাত প্রসঙ্গে সহীহ সূত্রে বেশি কিছু প্রমাণিত নেই। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বেশির ভাগ মনীষী মধুর উপর যাকাত ধার্যের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ, ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। অন্য আরেক দল মনীষী বলেছেন, মধুর উপর কোন প্রকার যাকাত ধার্য হবে না।

বর্ণনাকারী সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ স্মৃতি শক্তির অধিকারী নন। নাফি হতে সাদাকাহ ইবনু আব্দুল্লাহ্‌র বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: عَدْلٌ مَرْضِيٌّ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ؛ أَنْ تُوضَعَ - يَعْنِي: عَنْهُمْ -.

- صحيح الإسناد.

৬৩০। নাফি (রাহঃ) বলেন, উমার ইবনু আব্দুল আযীয আমাকে মধুর যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি জবাবে বললাম ঃ (যাকাত দেওয়ার মত) মধু আমাদের কাছে নাই যাতে আমরা যাকাত দিব। কিন্তু মুগীরা ইবনু হাকীম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, মধুতে কোন যাকাত নেই। (একথা শুনে) উমার ইবনু আব্দুল আযীয বললেনঃ তিনি (মুগীরা) ন্যায় পরায়ণ, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। অতঃপর তিনি নির্দেশ জারী করলেন যে, মধুতে যাকাত আদায় করতে হবে না।

– সনদ সহীহ্

١٠) بَابُ مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ অর্জিত মালের ক্ষেত্রে বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না

٦٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

– صحيح: "ابن ماجه" (١٧٩٢).

৬৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক সম্পদ অর্জন করল, তার উপর বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৯২)

সাররাআ বিনতু নাবহান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٣٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً؛ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

– صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع.

৬৩২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক সম্পদ অর্জন করল, মালিকের হাতে তা পুরো এক বছর না থাকা পর্যন্ত তাতে যাকাত আদায় করতে হবে না।

– সনদ সহীহ্, মাওকূফ, এটি মারফূ হাদীসের মতই

আবূ ঈসা বলেন, পূর্ববর্তী বর্ণনা হতে এই বর্ণনাটি (সনদের বিচারে) বেশি সহীহ্। ইবনু উমারের নিকট হতে অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী এটি মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তাকে আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ যঈফ বলেছেন এবং তিনি অনেক ভুলের শিকার হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা হতে বর্ণিত আছে যে, মালিকের হাতে বর্ষচক্র পার না হওয়া পর্যন্ত অর্জিত মালের যাকাত আদায় করতে হবে না। মালিক ইবনু আনাস, শাফিঈ,

আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইসহাকের এই মত। কিছু সংখ্যক মনীষী বলেছেন, যাকাত বাধ্যকর হওয়ার সমপরিমাণ সম্পদ কারো নিকটে থাকলে এবং বছরের মধ্যে আরো কিছু পরিমাণ মাল এসে যদি তার সাথে যুক্ত হয় তবে এক্ষেত্রে নতুন–পুরাতন সকল মালেরই যাকাত আদায় করতে হবে। নতুনভাবে আমদানী হওয়া মাল ব্যতীত তার নিকটে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত অন্য কোন মাল না থাকলে এই নতুন অর্জিত সম্পদে বর্ষচক্র অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। তার নিকটে যাকাতের নিসাব পরিমাণ মাল আছে, কিন্তু এখনও এক বছর পুরো হয়নি। এরই মাঝে এর সাথে আরো নতুন মাল এসে যুক্ত হল। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মালের সাথে সাথে এই নতুনভাবে আসা মালেরও যাকাত আদায় করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীগণের এই মত।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ অলংকার ও গহনাপত্রের যাকাত দেওয়া প্রসঙ্গে

٦٣٥– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِيْ زَيْنَبَ– امْرَأَةِ عَبْدِاللّٰهِ–، عَنْ زَيْنَبَ– امْرَأَةِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ–، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

– صحيح بما بعده.

৬৩৫। আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর স্ত্রী যাইনাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে মহিলাগণ! তোমাদের গহনাপত্র দিয়ে হলেও তোমরা দান–খায়রাত কর। কেননা, কিয়ামাত দিবসে তোমাদের সংখ্যাই জাহান্নামীদের মধ্যে বেশি হবে।

– পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ্।

٦٣٦– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ – ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ؛ امْرَأَةِ عَبْدِاللّٰهِ –، عَنْ زَيْنَبَ– امْرَأَةِ عَبْدِاللّٰهِ–، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ..... نَحْوَهُ.

৬৩৬। মাহমুদ ইবনু গাইলান আবূ দাউদ হতে, তিনি শুবা হতে তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ ওয়ায়িল হতে তিনি জায়নাবের ভ্রাতুষ্পুত্র হতে তিনি আব্দুল্লাহর স্ত্রী যাইনাব হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরের হাদীসের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন......। এই বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশি সহীহ্।

আবূ মুআবিয়া সন্দেহে পতিত হয়ে বলেছেন, যাইনাবের ভাইয়ের ছেলের নিকট হতে আমর ইবনু হারিস বর্ণনা করেছেন। অথচ সঠিক হল– আমর ইবনু হারিস যাইনাবের ভাইয়ের ছেলে। আমর ইবনু শুআইব হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছেঃ গহনাপত্রের যাকাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। অবশ্য এ হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে সমালোচনা আছে।

আলিমগণের মধ্যে অলংকারপত্রের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একদল সাহাবা ও তাবিঈ বলেছেন, অলংকারাদির যাকাত আদায় করতে হবে, তা স্বর্ণের কিংবা রূপারই হোক না কেন। সুফিয়ান সাওরী, ও ইবনুল মুবারাকের একই রকম মত। আরেক দল সাহাবা, যেমন ইবনু উমার, আইশা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেছেন, অলংকারাদির উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। কয়েকজন ফিক্হবিদ তাবিঈ হতেও একইরকম বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এরকমই মত প্রকাশ করেছেন।

٦٣٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: "أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟!"، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟"، قَالَتَا: لاَ، قَالَ: "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ".

– حسن بغير هذا اللفظ: "الإرواء" (٣/٢٩٦)، "المشكاة" (١٨٠٩)، "صحيح أبي داود" (١٣٩٦).

৬৩৭। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, দুইজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তাদের দুজনের হাতে স্বর্ণের বালা ছিল। তিনি তাদের উভয়কে প্রশ্ন করেনঃ তোমরা কি এর যাকাত প্রদান কর? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামাতের দিন) তোমাদের আগুনের দু'টি বালা পরিয়ে দিবেন? তারা বলল, না। তিনি বললেনঃ তবে তোমরা এর যাকাত প্রদান কর।

– অন্য শব্দে হাদীসটি হাসান, ইরওয়া (৩/২৯৬), মিশকাত (১৮০৯), সহীহ আবূ দাউদ (১৩৯৬)

আবূ ঈসা বলেন, মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ ও ইবনু লাহীআও আমর ইবনু শুআইবের নিকট হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে হাদীস শাস্ত্রে যঈফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخَضْرَاوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ শাক–সব্জির যাকাত প্রসঙ্গে

٦٣٨– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضْرَاوَاتِ- وَهِيَ الْبُقُولُ-؟ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ".

- صحيح: "الإرواء" (٣/٢٧٩)

৬৩৮। মুআয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব্জি অর্থাৎ তরিতরকারির উপর যাকাত ধার্য প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে চিঠি লিখেন। তিনি (রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ এতে যাকাত ধার্য হবে না।

– সহীহ্, ইরওয়া (৩/২৭৯)

আবূ ঈসা এ হাদীসের সনদ সহীহ্ নয় বলেছেন। সহীহ্ সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ অনুচ্ছেদে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। এ হাদীসটি মূসা ইবনু তালহা তাঁর সনদসূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। আলিমগণও এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, শাক-সব্জি ও তরিতরকারির যাকাত আদায় করতে হবে না। আবূ ঈসা বলেন, হাসান হলেন উমারার ছেলে। তিনি হাদীস বিশারদদের দৃষ্টিতে যঈফ বর্ণনাকারী। শুবা প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন। তাকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ নদী–নালা ইত্যাদির পানির সাহায্যে উৎপন্ন ফসলের যাকাত

٦٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْمَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

يَسَارٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ".

– صحيح: بما بعده.

৬৩৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে যমী ঝর্ণা ও বৃষ্টির পানির সাহায্যে সিক্ত হয় সে যমীতে উশর ধার্য হবে। সেচের সাহায্যে যে যমী সিক্ত হয় তাতে অর্ধেক উশর ধার্য হবে।

– পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ

আনাস ইবনু মালিক, ইবনু উমার ও জা-বির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সুলাইমান ইবনু ইয়াসার ও বুসর ইবনু সাঈদ মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী বর্ণনার তুলনায় সনদের বিচারে এই (মুরসাল) বর্ণনাটি বেশি সহীহ্। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের উপরই সকল ফিক্হবিদ আমল করেন।

٦٤٠– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ.

– صحيح: "ابن ماجه" (١٨١٧) ق.

৬৪০। সালিম (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, এমন ধরণের যমীর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উশর ধার্য

করেছেন যেটি বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার কিংবা নালার পানির সাহায্যে সিক্ত হয়ে থাকে। আর সেচের সাহায্যে যে যমী সিক্ত হয় তাতে অর্ধেক উশর।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮১৭) বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ পশুর আঘাতে দণ্ড নেই এবং রিকাযে (গুপ্তধন) পাঁচ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) নির্ধারিত হবে

٦٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

– صحيح: "ابن ماجه" (٢٦٧٣) ق.

৬৪২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পশুর আঘাতে, খনিতে, এবং কূপে পড়াতেও কোন দণ্ড নেই। রিকাযে পাঁচ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) নির্ধারিত হবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৭৩), বুখারী, মুসলিম

আনাস ইবনু মালিক, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, উবাদা ইবনু সামিত, আমর ইবনু আওফ ও জা-বির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ ন্যায় নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী

٦٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. (ح) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: "الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ: كَالْغَازِي فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ." -

– حسن صحيح: "ابن ماجه" (١٨٠٩).

৬৪৫। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী সৈনিকের সমান (মর্যাদা সম্পন্ন) যে পর্যন্তনা সে বাড়িতে ফিরে আসে।

– হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮০৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনু ইয়ায একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ যাকাত আদায়ে সীমা লংঘনকারী

٦٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ

سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا".

– حسن: "ابن ماجه" (١٨٠٨).

৬৪৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত সংগ্রহে সীমা লংঘনকারী যাকাত আদায়ে বাধা দানকারীর (অস্বীকারকারীর) মতই।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৮০৮)

ইবনু উমার, উম্মু সালামা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদে গারীব বলেছেন। আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী সা'দ ইবনু সিনানের সমালোচনা করেছেন। লাইস ইবনু সা'দ হাদীসের সনদ এভাবে বলেছেনঃ ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব সা'দ ইবনু সিনান হতে তিনি আনাস ইবনু মালিক হতে। আর আমর ইবনুল হারিস সনদ বর্ণনা করেছেন এভাবে, ইবনু লাহীআ ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি সিনান ইবনু সা'দ হতে তিনি আনাস হতে। ইমাম বুখারী বলেছেন, সা'দ ইবনু সিনান সঠিক নয়; বরং সিনান ইবনু সা'দ হবে। তিনি আরো বলেন, যে লোক যাকাত আদায় করে না তার যে গুনাহ হবে, অনুরূপ যে লোক যাকাত আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে সে লোকেরও একইরকম গুনাহ হবে।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رِضَا الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি বিধান করা

٦٤٧– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيْرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ؛ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا".

– صحيح: "ابن ماجه" (١٨٠٢) م مختصرا.

৬৪৭। জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত আদায়কারী (সংগ্রহকারী) তোমাদের নিকটে আসলে তিনি যেন (তোমাদের উপর) সন্তুষ্ট হয়েই ফিরতে পারে (তার সাথে ভাল ব্যবহার কর)।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮০২), মুসলিম সংক্ষিপ্তভাবে

٦٤٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... بِنَحْوِهِ.

৬৪৮। আবূ আম্মার আল-হুসাইন ইবনু হুরাইস সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি দাঊদ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি জারীর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

আবূ ঈসা মুজালিদের হাদীসের (৬৪৭) তুলনায় দাঊদের হাদীসকে (৬৪৮) বেশি সহীহ্ বলেছেন। মুজালিদকে কিছু হাদীস বিশেষজ্ঞ যঈফ বলেছেন এবং তিনি অনেক ভুলের শিকার হন।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ যে লোকের জন্য যাকাত নেয়া (ভোগ করা) বৈধ

٦٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ -قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ-: أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ -، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَمَسْأَلَتُهُ فِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ -أَوْخُدُوْشٌ، أَوْ كُدُوْحٌ-"، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ

اللَّهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ : "خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْقِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ".

– صحيح : "صحيح أبي داود"(١٤٣٨)، "المشكاة" (١٨٤٧)

৬৫০। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের নিকটে যে লোক হাত পাতে (সাহায্য প্রার্থনা করে) অথচ তার এটা হতে বাঁচার মত সম্বল আছে, সে লোক কিয়ামাত দিবসে তার মুখমণ্ডলে এই সাহায্য চাওয়ার ক্ষত নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে সে লোক অন্য কারো নিকটে হাত পাততে পারবে না? তিনি বললেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম বা সমমূল্যের স্বর্ণ।

– সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাঊদ (১৪৩৮), মিশকাত (১৮৪৭)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে শুবা হাকীম ইবনু জুবাইরের সমালোচনা করেছেন।

٦٥١– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ... بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ-: لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ! فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: وَمَا لِحَكِيمٍ لاَ يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.

৬৫১। মাহমূদ ইবনু গাইলান ইয়াহইয়া ইবনু আ-দাম হতে তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি হাকীম ইবনু জুবাইর হতে..... এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শুবার শাগরিদ আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান বলেছেন, যদি হাকীম ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করত একথা শুনে সুফিয়ান তাকে

বললঃ শুবার কি হাকীম হতে বর্ণনা করা উচিত নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সুফিয়ান বলেন, আমি যুবাইদকে উহা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান হতে বর্ণনা করতে শুনেছি।

এ হাদীস অনুযায়ী আমাদের কিছু সঙ্গী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আহ্‌মাদ ও ইসহাক বলেছেন, পঞ্চাশ দিরহাম কোন লোকের মালিকানায় থাকলে সে লোকের জন্য যাকাতের মাল খাওয়া বৈধ নয়। অন্য একদল আলিম এ হাদীস অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তাঁরা এ সুযোগটাকে আরো ব্যাপক রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, পঞ্চাশ দিরহাম থাকার পরও কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনে যাকাত নেয়ার মুখাপেক্ষী হয় তবে সেটা নেয়া তার জন্য বৈধ। ইমাম শাফিঈ, ও অন্যান্য ফিক্‌হবিদের অনুরূপ মত।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ যে লোকের জন্য যাকাতের মাল বৈধ নয়

٦٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ".

– صحيح : "المشكاة" (١٤٤٤)، "الإرواء" (٨٧٧)

৬৫২। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অবস্থাপন্ন সচ্ছল ও সুস্থ-সবল লোকের জন্য যাকাত নেয়া বৈধ নয়।

– সহীহ্, মিশকাত (১৪৪৪), ইরওয়া (৮৭৭)

আবূ হুরাইরা, হুবশী ইবনু জুনাদা ও কাবীসা ইবনু মুখারিক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি শুবাও সা'দ ইবনু ইবরাহীম হতে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসকে তিনি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "অবস্থাপন্ন সচ্ছল লোক এবং শক্তিমান ও সুস্থ দেহের অধিকারী লোকের পক্ষে অন্য কারো নিকটে হাত পাতা জায়িয নয়।"

এ প্রসঙ্গে আলিমগণের অভিমত এটাই যে, যদি শক্তিমান সুঠাম দেহের অধিকারী লোক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং যদি তার নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোর মত সম্বল না থাকে তবে সে লোককে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিছু মনীষীর মতে, ভিক্ষাবৃত্তি প্রসঙ্গে এ হাদীসটি বলা হয়েছে (যাকাত গ্রহণ জায়িয হওয়া বা না হওয়া প্রসঙ্গে নয়)।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِيْنَ وَغَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ ঋণগ্রস্ত লোক এবং আরও যে সব লোকের জন্য যাকাত নেয়া বৈধ

٦٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُه، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِه، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ : "خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٥٦) م.

৬৫৫। আবূ সাঈদ আল–খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ফল কিনে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে অনেক ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের) বললেনঃ একে তোমরা দান-খায়রাত কর। লোকেরা তাকে দান-খায়রাত করল, কিন্তু তা ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ হল না। তারপর ঋণগ্রস্ত লোকের পাওনাদারদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এখন যা পাচ্ছ নিয়ে নাও, (আপাতত) এরচেয়ে বেশি আর পাবে না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৩৫৬), মুসলিম

আইশা, জুয়াইরিয়া ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার–পরিজনদের ও তাঁর দাস– দাসীদের সাদকা (যাকাত) নেয়া মাকরূহ

٦٥٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيُوسُفُ ابْنُ يَعْقُوبَ الضُّبَعِيُّ السَّدُوسِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ؛ سَأَلَ : "أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ؟"، فَإِنْ قَالُوا : صَدَقَةٌ؛ لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قَالُوا : هَدِيَّةٌ؛ أَكَلَ.

– حسن صحيح : عن أبي هريرة ق.

৬৫৬। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (দাদা) বলেন, কোন কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আনা হলে তিনি প্রশ্ন করতেনঃ এটা সাদকা না-কি উপহার? লোকেরা যদি এটাকে সাদকা বলত তবে

তিনি তা খেতেন না এবং লোকেরা যদি এটাকে উপহার বলত তবে তিনি তা খেতেন।

– হাসান সহীহ, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বুখারী, মুসলিম

সালমান, আবূ হুরাইরা, আনাস, হাসান ইবনু আলী, আবূ আমীরাহ, ইবনু আব্বাস, মাইমূন ইবনু মিহরান, ইবনু আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ রাফি ও আবদুর রাহমান ইবনু আলকামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি আব্দুর রাহমান ইবনু আলকামা হতে, আব্দুর রাহমান ইবনু আবূ আকীলার সূত্রেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। বাহ্য (রাঃ)-এর দাদার নাম মুআবিয়া ইবনু হাইদা আল-কুশাইরী। আবূ ঈসা বাহয ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

٦٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ : لَا؛ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ : "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".

- صحيح : " المشكاة" (١٨٢٩)، "الإرواء" (٣/٣٦٥ و ٨٨٠)، "الصحيحة" (١٦١٢).

৬৫৭। আবূ রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মাখযূম বংশের এক লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। সে আবূ রাফি (রাঃ)-কে বলল, আপনি আমার সহযাত্রী হয়ে যান, আপনিও যাতে কিছু পেতে পারেন। তিনি বলেন, না, আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে

তিনি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেনঃ আমাদের (হাশিম বংশের) জন্য যাকাত নেয়া বৈধ নয়। আর কোন বংশের মুক্তদাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

– সহীহ্, মিশকাত (১৮২৯), ইরওয়া (৩/৩৬৫ ও ৮৮০), সহীহাহ (১৬১২)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ রাফি (রাঃ) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। তাঁর নাম আসলাম। রাফির ছেলের নাম উবাইদুল্লাহ্, তিনি আলী (রাঃ)-এর সচিব ছিলেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَىٰ ذِي الْقَرَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ আত্মীয়-স্বজনদের যাকাত দেয়া

٦٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا؛ فَالْمَاءُ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ".

– ضعيف، والصحيح : من فعله ﷺ "ابن ماجه" (١٦٩٩).

وَقَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٤٤).

৬৫৮। সালমান ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কোন লোক ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা, এতে বারকাত আছে। যদি সে খেজুর না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা, পানি হল পবিত্র।

– যঈফ, সঠিক হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম (নির্দেশ নয়), ইবনু মা-জাহ (১৬৯৯)

তিনি আরো বলেছেনঃ গরীবদের দান-খায়রাত করা শুধু দান বলেই গণ্য হয়; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে তা দানও হয় এবং আত্মীয়তাও রক্ষা করা হয়।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮৪৪)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদের স্ত্রী যাইনাব, জা-বির ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। বর্ণনাকারী আর-রাবাব হলেন সুলাই'এর কন্যা উম্মুর রায়িহ্। এ ভাবেই সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেছেন আসিম হতে, তিনি হাফসা বিনতু সীরীন হতে, তিনি আর-রাবাব হতে। আর শুবা বর্ণনা করেছেন আসিম হতে, তিনি হাফসা বিনতু সীরীন হতে, তিনি সালমান ইবনু আমির হতে। শুবা আর-রাবাব-এর উল্লেখ করেন নাই। এর মধ্যে সুফিয়ান সাওরী ও ইবনু উআইনার বর্ণনাটি বেশি সহীহ। ইবনু আউন এবং হিশাম ইবনু হাস্‌সান বর্ণনা করেছেন হাফসা বিনতু সীরীন হতে, তিনি আর-রাবাব হতে, তিনি সালমান ইবনু আমির হতে।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ দানের মর্যাদা

٦٦١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ– وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ–إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ–، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً–؛ تَرْبُوْ فِيْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ، حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ؛ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ– أَوْ فَصِيْلَهُ–".

– صحيح : "ظلال الجنة" (٦٢٣)، "التعليق الرغيب"، "الإرواء" (٨٨٦) ق.

৬৬১। সাঈদ ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আবূ **হুরাইরা** (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক বৈধ উপার্জন হতে দান খায়রাত করে, আর আল্লাহ তাআ'লা হালাল ও পবিত্র মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, সেই দান দয়াময় রাহমান স্বয়ং ডান হাতে গ্রহণ করেন, তা যদি সামান্য একটি খেজুর হয় তাহলেও। এটা দয়াময় রাহমানের হাতে বাড়তে বাড়তে পাহাড় হতেও বড় হয়ে যায়; যেভাবে তোমাদের কেউ তার দুধ ছাড়ানো গাভী বা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকে।

সহীহ্, জিলালুল জুন্নাহ (৬২৩), তা'লীকুর রাগীব, ইরওয়া (৮৮৬), বুখারী, মুসলিম

আইশা, আদী ইবনু হাতিম, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা, হারিসা ইবনু ওয়াহ্ব, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ ও বুরাইদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ সাহায্য প্রার্থনাকারীর অধিকার

٦٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ- وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِيْ، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيْهِ إِيَّاهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنْ لَمْ تَجِدِيْ شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ إِيَّاهُ؛ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا؛ فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (٢/٢٩)، "صحيح أبي داود" (١٤٦٧).

৬৬৫। আবদুর রাহমান ইবনু বুজাইদ (রাহঃ) হতে তার দাদী উম্মু বুজাইদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকটে যে সকল মহিলা বাইআ'ত গ্রহণ করেছিলেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ভিক্ষুক এসে আমার দরজায় দাঁড়ায়, অথচ আমার হাতে তাকে দেওয়ার মত কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ যদি তুমি (পশুর পায়ের) একটি ক্ষুর (খুবই সামান্য জিনিস) ছাড়া তাকে দেওয়ার মত আর কিছু না পাও তবে তাই তার হাতে তুলে দাও।

– সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (২/২৯), সহীহ আবূ দাঊদ (১৪৬৭)

আলী, হুসাইন ইবনু আলী, আবূ হুরাইরা ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, উম্মু বুজাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্ হাদীস।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ তাদের মন জয়ের জন্য দান করা

٦٦٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ؛ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي؛ حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ.

صحيح: م.

৬৬৬। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু (গানীমাতের) মাল দান করেন। তিনি আমার দৃষ্টিতে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য দুশমন ছিলেন। আমাকে তিনি দান করতে থাকলেন। যার ফলে তিনিই আমার নিকটে সৃষ্টিকুলের মাঝে সবচেয়ে পছন্দনীয় লোক হয়ে গেলেন।

– সহীহ্, মুসলিম

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সাফওয়ানের হাদীসটি মা'মার এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে তিনি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা হতে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করেছেন...... এই হাদীসটি অধিক সহীহ্।

'মুয়াল্লাফাতুল কুলূবদের' দান করার ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ আছে। বেশির ভাগ আলিমদের মতে, তাদেরকে দান করা যাবে না। তারা বলেন, এ ধরণের একটা দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল যাদেরকে তিনি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। তারপর তারা ইসলাম মেনে নেয়। এ ধরণের লোকদেরকে বর্তমানে যাকাত হতে দান করার প্রয়োজন নেই। সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসীগণ, আহ্মাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেন। আরেক দল আলিম বলেছেন, যদি এ ধরণের লোক বর্তমানেও থেকে থাকে এবং ইমাম যদি তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তাদেরকে কিছু দান করলে তা জায়িয হবে। ইমাম শাফিঈ এই মত প্রকাশ করেছেন।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَه

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ সাদকা দানকারীর পুনরায় দানকৃত বস্তুর উত্তরাধিকারী হওয়া

٦٦٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؛ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ"، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ؛ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُوْمِي

عَنْهَا"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٥٩ و ٢٣٩٤)م.

৬৬৭। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি সাওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব দাসীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক মাসের রোযা আদায় করা তার বাকী আছে, তার পক্ষ হতে আমি কি রোযা আদায় করতে পারি? তিনি বললেনঃ তার পক্ষে তুমি রোযা আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কখনও তিনি হাজ্জ করেননি। তার পক্ষ হতে আমি কি হাজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, তার জন্য তুমি হাজ্জ আদায় কর।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৫৯, ২৩৯৪), মুসলিম

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। উপরোক্ত সূত্র ব্যতীত এটি বুরাইদার হাদীস হিসাবে জানা যায়নি। হাদীস বিশারদদের মতে আবদুল্লাহ ইবনু আতা সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী। এ হাদীস অনুযায়ী বেশির ভাগ আলিম আমল করার মত ব্যক্ত করেছেন। কোন লোক কিছু সাদকা করল এবং পরে আবার সে তার উত্তরাধিকারী হল, এক্ষেত্রে তার জন্য ঐ সম্পদ বৈধ। অপর একদল মনীষী বলেনঃ সাদকা বা দান-খায়রাত এমন একটি জিনিস যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খরচ করা হয়। এরকম সম্পদ ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত হলে উচিত হচ্ছে ঐ জিনিস পুনরায় সে পথে খরচ করে দেয়া। সুফিয়ান সাওরী ও যুহাইর ইবনু মুআবিয়া-আবদুল্লাহ ইবনু আতার সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ দান-খায়রাত ফিরত নেয়া অতি নিন্দিত

٦٦٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٩٠)ق.

৬৬৮। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পথে ঘোড়া দান করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সে লোক ঘোড়াটিকে বিক্রয় করছে। তিনি তা কিনতে ইচ্ছা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমার দান করা বস্তু তুমি ফিরত নিও না।

- সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৩৯০), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করার কথা বলেছেন।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করা

٦٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟

قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٦٥٦٦)خ.

৬৬৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পক্ষে আমি দান–খায়রাত করলে তার কি কোন কল্যাণে আসবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ। সে বলল, আমার একটি বাগান আছে। আপনাকে আমি সাক্ষী রেখে তার পক্ষ থেকে তা দান করলাম।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (৬৫৬৬), বুখারী

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, মৃত ব্যক্তির নিকটে দু'আ এবং দান-খায়রাত পৌঁছে। এ হাদীসটিকে কিছু বর্ণনাকারী মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। মাখরাফ শব্দের অর্থ হলো ফলের বাগান।

٣٤) بَابٌ فِيْ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ স্বামীর ঘর হতে স্ত্রীর কিছু দান করা

٦٧٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ : "لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ : "ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٢٩٥).

৬৭০। আবূ উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বিদায় হাজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বক্তৃতায় বলতে শুনেছিঃ স্বামীর ঘর হতে তার

পূর্বানুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যেন কিছু দান না করে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! খাবারও কি নয়? তিনি বললেনঃ খাবার তো আমাদের উত্তম সম্পদ।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (২২৯৫)

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস, আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٩٤)ق.

৬৭১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর ঘর হতে স্ত্রী কোন কিছু দান করলে এতে তার সাওয়াব হয়। স্বামীরও সমপরিমাণ সাওয়াব হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণকারীরও সমপরিমাণ সাওয়াব হয়। এতে একজন অন্যজনের কিছু পরিমাণ সাওয়াবও কমাতে পারে না। স্বামীকে উপার্জনের জন্য এবং স্ত্রীকে খরচের জন্য সাওয়াব দেওয়া হয়।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২২৯৪), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٦٧٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ : "إِذَا أَعْطَتِ الْمَرأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، بِطِيْبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ؛ لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".

– **صحيح : بما قبله.**

৬৭২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর ঘর হতে যে মহিলা কোনরূপ অপচয় না করে এবং খুশি মনে কোন কিছু দান করে সে স্বামীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করে। তার সৎ উদ্দেশ্যের জন্য সে সাওয়াব লাভ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী একই পরিমণে সাওয়াব অর্জন করে।

– পূর্ববর্তী হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ্।

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আবূ ওয়ায়িল হতে আমর ইবনু মুররাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে এটা অনেক বেশি সহীহ্। কেননা আমর ইবনু মুররাহ্ তার বর্ণনায় মাসরূকের উল্লেখ করেন নাই।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ সাদাকাতুল ফিত্র (ফিত্‌রা)

٦٧٣– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ – إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ– صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ، حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ، فَتَكَلَّمَ، فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ : إِنِّيْ لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ.

صحيح : "ابن ماجه" (١٨٢٩)ق.

৬৭৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আমরা (মাথাপিছু) এক সা' খাবার অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ অথবা এক সা' পনির (ফিত্‌রা হিসাবে) দান করতাম। আমরা এভাবেই দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু মুআবিয়া (রাঃ) মাদীনায় এসে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লোকদের সাথে আলোচনা করলেন। তার আলোচনার মধ্যে একটি ছিলঃ আমি দেখছি, সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম এক সা' খেজুরের সমান । বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকেরা এটাই অনুসরণ করতে লাগলো। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, কিন্তু আমি পূর্বের মতই দিতে থাকব।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮২৯), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীসের অনুসরণ করে একদল মনীষী বলেন, প্রতিটি জিনিস এক সা' পরিমাণ হতে হবে। একই রকম মত প্রকাশ করেছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যান্যরাও বলেছেন, এক সা' পরিমাণই প্রতিটি জিনিস হতে হবে কিন্তু গম অর্ধ সা' পরিমাণ দিলেই যথেষ্ট। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও কূফাবাসীদের মত এটাই যে, গম অর্ধেক সা' পরিমাণ দিলেই চলবে।

٦٧٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ: عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. قَالَ : فَعدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٢٥)خ.

৬৭৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রত্যেক পুরুষ, নারী, মুক্ত দাস-দাসীর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ যব ফিত্‌রা

হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু পরবর্তীতে লোকেরা অর্ধেক সা' গমকে এর সমপরিমাণ ধরে নিয়েছে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮২৫), বুখারী

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ সাঈদ, ইবনু আব্বাস, হারিস ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু আবূ যুবাবের দাদা, সালাবা ইবনু আবূ সুআইর ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٧٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٢٦)ق.

৬৭৬। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুসলমান মুক্ত অথবা গোলাম, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক নির্বিশেষে সকলের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ যব রামাযান মাসের ফিত্‌রা হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

– সহীহ ইবনু মা-জাহ (১৮২৬), বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। মালিক নাফি হতে, তিনি ইবনু উমার হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আইয়ূবের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তিনি মুসলিমীন শব্দের উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি আরও অনেকে নাফি হতে বর্ণনা করেছেন তবে তারা মুসলিমীন শব্দের উল্লেখ করেননি। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ বলেন, কারো নিকটে কাফির দাস থাকলে তার জন্য ফিতরা আদায় করতে হবে না। সুফিয়ান সাওরী,

ইবনুল মুবারাক ও ইসহাক বলেন, কাফির গোলাম হলেও তার জন্য ফিত্‌রা আদায় করতে হবে।

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ ঈদের নামাযের পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করা

٦٧٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَبُوْ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ.

- حسن صحيح : "صحيح أبي داود" (١٤٢٨)، "الإرواء" (٨٣٢)ق.

৬৭৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন সকালে ঈদের নামায আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে ফিত্‌রা আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

হাসান সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১৪২৮), ইরওয়া (৮৩২), বুখারী, মুসলিম.

হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসানসহীহ গারীব বলেছেন। সকাল বেলা ঈদের নামায আদায় করতে যাওয়ার পূর্বেই ফিত্‌রা আদায় করাকে আলিমগণ মুস্তাহাব বলেছেন।

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ অগ্রিম যাকাত আদায় করা

٦٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ

عتيبة، عَنْ حَجِيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ.

– حسن : "ابن ماجه" (١٧٩٥).

৬৭৮। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁকে এর অনুমতি দিয়েছেন।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৭৯৫)

٦٧٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ : "إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ".

– حسن أيضا.

৬৭৯। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমার (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমরা বছরের শুরুতেই আব্বাসের এই বছরের যাকাত নিয়ে নিয়েছি।

– হাসান

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, হাজ্জাজ ইবনু দীনার হতে ইসরাঈল কর্তৃক বর্ণিত অগ্রিম যাকাত আদায়ের হাদীসটি অমরা এই সূত্র ব্যতীত অবগত নই। (তিরমিযী বলেন) আমার মতে, হাজ্জাজ হতে ইসমাঈল ইবনু যাকারিয়া বর্ণিত হাদীসটি হাজাজ ইবনু দীনার হতে ইসরাঈলের বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি সহীহ্। এটি হাকাম ইবনু উতাইবাহ হতে মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত আছে। আলিমদের মাঝে অগ্রিম যাকাত আদায় করার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। একদল মনীষী অগ্রিম যাকাত আদায় করা উচিৎ নয় বলে

মত ব্যক্ত করেছেন। সুফিয়ান সাওরী এই মতের সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা না করাই আমার মতে উত্তম। বেশিরভাগ মনীষী অগ্রিম যাকাত আদায় করলে তা জায়িয হওয়ার কাথা বলেছেন। এ মতের প্রবক্তা হচ্ছেন শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ ভিক্ষা করা নিষেধ

٦٨٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "لأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ، عَنِ النَّاسِ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً؛ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".

- صحيح : "الإرواء" (٨٣٤)م.

৬৮০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মাঝে কোন লোক সকালে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে করে বহন করে এনে তা হতে প্রাপ্ত উপার্জন হতে সে দান–খায়রাত করল এবং লোকদের নিকটে হাত পাতা হতে বিরত থাকল। তার জন্য এটা অনেক উত্তম অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হতে। আর অন্য লোকের নিকটে চাইলে সে তাকে দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। কেননা, নিচের হাত হতে উপরের হাত (দান গ্রহণকারীর চেয়ে প্রদানকারী) উত্তম। নিজের প্রতিপাল্যদের নিকট হতে (অর্থ ব্যয় ও দান–খায়রাত) শুরু কর।

– সহীহ্, ইরওয়া (৮৩৪), মুসলিম

হাকীম ইবনু হিযাম, আবূ সাঈদ আল-খুদরী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আতিয়্যা আস-সা'দী, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, মাসঊদ ইবনু

আমর, ইবনু আব্বাস, সাওবান, যিয়াদ ইবনু হারিস আস-সুদাঈ, আনাস, **হুবশী** ইবনু জুনাদা, কাবীসা ইবনু মুখারিক, সামুরা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান, **সহীহ্** গারীব বলেছেন। কায়িস (রাহঃ) হতে বায়ান (রাহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে গারীব হাদীস বলে গণ্য করা হয়েছে।

٦٨١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِيْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ".

- صحيح : "التعليق الر غيب" (٢/٢).

৬৮১। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অন্য কারো নিকটে হাত পাতাটা ক্ষতের সমতুল্য (হীন ও শ্রান্তিকর)। সাহায্য প্রার্থী নিজের মুখমণ্ডলকে এর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত (লাঞ্ছিত) করে। কিন্তু শাসকের নিকটে কোন কিছু চাওয়া বা যে লোকের হাত পাতা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই তার কথা ভিন্ন।

– সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (২/২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন ।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٦- كِتَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ৬ : রোযা

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ রামাযান মাসের ফাযীলাত

٦٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِيْ مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ! أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ! أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٤٢).

৬৮২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শাইতান ও দুষ্ট জিন্‌দেরকে রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন ঃ হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে

পাপাসক্ত! বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে।

– সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (১৬৪২)

আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, ইবনু মাসঊদ ও সালমান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٨٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَالْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ؛ إِيْمَانًا، وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

– صحيح: "ابن ماجه" (١٣٢٦)ق.

৬৮৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশা করে যে লোক রামাযান মাসের রোযা পালন করলো এবং (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) রাতে জেগে রইলো, তার পূর্ববর্তী গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশা করে যে লোক লাইলাতুল কাদ্‌রের (ইবাদাতের জন্য) রাতে জেগে থাকে, তার পূর্ববর্তী গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৩২৬), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়াসের সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে গারীব বলেছেন। আমরা আমাশ-আবূ সালিহ-এর সূত্রে বর্ণিত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে শুধুমাত্র আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়াসের মাধ্যমেই জেনেছি। আমি এ হাদীস প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, হাসান ইবনুর রাবী, আবুল আহওয়াস হতে, তিনি আমাশ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে তাঁর

বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রামাযান মাসের প্রথম রাতে...... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। মুহাম্মাদ বলেন, আমার নিকটে এই সনদটি আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়াসের তুলনায় বেশি সহীহ্।

٢) بَابُ مَا جَاءَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২॥ রামাযান মাস আসার পূর্বক্ষণে রোযা পালন করো না

٦٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ بِيَوْمَيْنِ؛ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُم صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم، فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٥٠و ١٦٥٥)ق.

৬৮৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রামাযান মাস আসার একদিন কিংবা দুইদিন পূর্ব থেকে তোমরা (নফল) রোযা পালন করো না। হ্যাঁ, তবে তোমাদের কারো পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী রোযা পালনের দিন পড়ে গেলে সে ঐ দিনের রোযা পালন করতে পারবে। তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে এবং রোযা শেষও কর চাঁদ দেখেই। (২৯ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পুরো কর (চাঁদ দেখতে না পেলে), এরপর ইফ্‌তার কর (রোযা শেষ কর)।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৫০ ও ১৬৫৫), বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ

আলিমগণ আমল করেন। তাদের মতে রামাযান মাস শুরুর অব্যবহিত পূর্বে রামাযানের মর্যাদার লক্ষ্যে রোযা পালন করা মাকরূহ্। তবে কোন নির্ধারিত দিনে রোযা আদায়ের পূর্ব-অভ্যাস কারো থাকলে এবং রামাযানের আগের দিন সেই দিন হলে তবে এদিনে তার রোযা পালনে কোন সমস্যা নেই।

٦٨٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لاَ تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً؛ فَلْيَصُمْهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٥٠) ق.

৬৮৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রামাযান মাস শুরুর এক দিন বা দু'দিন আগে রোযা পালন করো না। হ্যাঁ, তবে যে লোক অভ্যাসমত রোযা পালন করে সে লোক ঐ দিনে রোযা পালন করতে পারে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৫০), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা পালন করা মাকরূহ্

٦٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ : كُلُوا،

فَتَنَحَّى بعضُ القَوم، فقَالَ: إنِّي صَائِمٌ، فقَالَ عمَّار: "مَنْ صَامَ اليَوم الَّذِي يشُكُّ؛ فِيهِ النَّاس؛ فقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ.

– صحيح: "ابن ماجه" (١٦٤٥).

৬৮৬। সিলা ইবনু যুফার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)-এর নিকটে আমরা উপস্থিত ছিলাম। একটি ভুনা বক্‌রী (খাবারের উদ্দেশ্যে) নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন, তোমরা সকলেই খাও। কিন্তু কোন এক লোক দূরে সরে গিয়ে বলল, আমি রোযাদার। আম্মার (রাঃ) বললেন, সন্দেহযুক্ত দিনে যে লোক রোযা পালন করে সে লোক আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফারমানী করে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৪৫)

আবূ হুরাইরা ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈদের মধ্যে বেশিরভাগই আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর এরকমই অভিমত। সন্দেহের দিনে রোযা পালন করাকে তারা মাকরূহ বলেছেন। উক্ত দিনে কেউ রোযা পালন করলে আর তা রামাযান মাস হলে, তথাপিও বেশিরভাগ আলিমের মত অনুযায়ী সে লোককে এই দিনের স্থলে একটি কাযা রোযা পালন করতে হবে।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِحْصَاءِ هِلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ রামাযান মাস নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শাবানের চাঁদের গণনা

٦٨٧– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا

أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ :
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ".

– حسن : "الصحيحة" (٥٦٥).

৬৮৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রামাযানের মাস নির্ধারণের জন্য শাবানের চাঁদেরও হিসাব রাখ।

– হাসান, সহীহা (৫৬৫)

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। এ হাদীস আবূ মুআবিয়ার সূত্র ব্যতীত আর কোন সূত্রে আমরা জানতে সক্ষম হইনি। সহীহ্ রিওয়ায়াত হলঃ মুহাম্মাদ ইবনু আম্র-আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রামাযান মাসকে তোমরা এক দিন বা দু'দিন এগিয়ে সামনে নিয়ে আসবে না। ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর হতে তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল-লাইসীর হাদীসের মতই হাদীস বর্ণিত আছে।

٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْإِفْطَارَ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ করা এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করা

٦٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تَصُوْمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ؛ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَايَةٌ؛ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠١٦)

৬৮৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রামাযানের পূর্বে রোযা রেখ না। তোমরা রামাযানের চাঁদ দেখার পর রোযা রাখা আরম্ভ কর এবং চাঁদ দেখার পর তা ভাঙ্গ। মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না গেলে তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

– সহীহ আবূ দাউদ (২০১৬)

আবূ হুরাইরা, আবূ বাক্‌রা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। তাঁর নিকট হতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ উনত্রিশ দিনেও একমাস পূর্ণ হয়

٦٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ : أَخْبَرَنِيْ عِيْسَى بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ؛ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَثِيْنَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٥٨)

৬৮৯। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা যতবার ত্রিশ দিন রোযা পালন করেছি, এর চেয়ে বেশি উনত্রিশ দিন রোযা পালন করেছি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৫৮)

উমার, আবূ হুরাইরা, আইশা, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, আনাস, জা-বির, উম্মু সালামা ও আবূ বাক্‌রা (রাঃ)

হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঊনত্রিশ দিনেও মাস পূর্ণ হয়।

٦٩٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟! فَقَالَ : "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". -

- صحيح: خ.

৬৯০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা (সপথ) করেন। ঘরের মাচানের একটি কক্ষে তিনি ২৯ দিন থাকেন। লোকেরা বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা (সপথ) করেছিলেন? তিনি বললেনঃ এই মাসটি ঊনত্রিশ দিনের।

–সহীহ, বুখারী। আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨) بَابُ مَا جَاءَ شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ ঈদের দুই মাস কম হয় না

٦٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٥٩) ق.

৬৯২। আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত [illegible], তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই ঈদের মাস রামাযান ও যুলহিজ্জা (একসঙ্গে) কম হয় না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৫৯), বুখারী, মুসলিম

আবূ বাক্‌রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বাক্‌রার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত আছে। ইমাম আহ্‌মাদ এ হাদীসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলেনঃ "একসাথে দুই ঈদের মাস কম হয় না। অর্থাৎ একই বৎসর একটি মাস কম হয়ে গেলে (২৯ দিন হলে) অন্যটি পূর্ণ হবে" (৩০ দিন হবে)। ইসহাক বলেন, কম হবে না অর্থ হচ্ছে উনত্রিশ দিনে মাস হলেও পূর্ণ মাস হিসাবে এটি গণ্য হবে, তাতে কোনরকম অপূর্ণতা নেই। ইসহাক (রাহঃ)-এর মতানুসারে এই দুই মাস একই বছরে কম (২৯ দিনে) হতে পারে।

٩) بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে

٦٩٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ : أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ : رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ : لَكِنْ رَأَيْنَاهُ

لَيْلَةَ السَّبْتِ؛ فَلا نَزَالُ نَصُومُ، حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ يَوْمًا؛ أَوْ نَرَاهُ! فَقُلْتُ: أَلا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ؟! قَالَ: لا؛ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٠٢١) م.

৬৯৩। কুরাইব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুআবিয়া (রাঃ)-এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে উম্মুল ফাযল বিনতুল হারিস (রাঃ) তাকে শামে (সিরিয়ায়) প্রেরণ করেন। কুরাইব (রাহঃ) বলেন, সিরিয়ায় পৌছার পর আমি উম্মুল ফাযল (রাঃ)-এর কাজটি শেষ করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায়ই রামাযান মাসের চাঁদ দেখতে পাওয়া গেল। আমরা জুমু'আর রাতে (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়) চাঁদ দেখতে পেলাম। রামাযানের শেষের দিকে আমি মাদীনায় ফিরে আসলাম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে (কুশলাদি) জিজ্ঞাসা করার পর চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বললেন, কোন্ দিন তোমরা চাঁদ দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, জুমু'আর রাতে চাঁদ দেখতে পেয়েছি। তিনি বললেন, জুমু'আর রাতে তুমি কি স্বয়ং চাঁদ দেখতে পেয়েছ? আমি বললাম, লোকেরা দেখতে পেয়েছে এবং তারা রোযাও পালন করেছে, মুআবিয়া (রাঃ)-ও রোযা পালন করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, কিন্তু আমরা শনিবার (শুক্রবার দিবাগত) রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব ত্রিশ দিন পুরো না হওয়া পর্যন্ত অথবা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আমরা রোযা পালন করতে থাকব। আমি বললাম, মুআবিয়া (রাঃ)-এর চাঁদ দেখা ও তাঁর রোযা থাকা আপনার জন্য কি যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১০২১), মুসলিম

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ যে সব খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ইফ্তার করা মুস্তাহাব

٦٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ؛ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ".

– صحيح : "الإرواء" (٩٢٢)، "صحيح أبي داود" (٢٠٤٠)

৬৯৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামায আদায়ের পূর্বেই কয়েকটা তাজা খেজুর দ্বারা ইফ্তার করতেন। তিনি তাজা খেজুর না পেলে কয়েকটা শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন আর শুকনো খেজুরও না পেলে তবে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।

– সহীহ্, ইরওয়া (৯২২) সহীহ আবূ দাউদ (২০৪০)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। অপর বর্ণনায় আছেঃ শীতের সময় শুকনো খেজুর দ্বারা এবং গ্রীষ্মের সময় পানি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফ্তার করতেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হা সম্মিলিতভাবে পালন করা

٦٩٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٦٠).

৬৯৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন তোমরা সবাই রোযা পালন কর সে দিন হল রোযা। যেদিন তোমরা সবাই রোযা ভঙ্গ কর সে দিন হল ঈদুল ফিত্‌র। আর যেদিন তোমরা সবাই কুরবানী কর সে দিন হল ঈদুল আয্‌হা।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৬০)

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন কোন আলিম বলেন, এক সাথে এবং অধিক সংখ্যকের সাথে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ যখন রাত আসে এবং দিন চলে যায় তখন রোযাদার ইফতার করবে

٦٩٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ،

وَغَابَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرْتَ".

– صحيح: "صحيح أبي داود" (٢٠٣٦)، "الإرواء" (٩١٦) ق.

৬৯৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রাত আসে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অস্তমিত হয় তখন তুমি ইফতার কর।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (২০৩৬), ইরওয়া (৯১৬), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আবূ আওফা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ বিলম্ব না করে ইফতার করা

٦٩٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ. (ح) قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ– قِرَاءَةً–، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ؛ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ".

– صحيح : "الإرواء" (٩١٧).

৬৯৯। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যত দিন পর্যন্ত লোকেরা বিলম্ব না করে ইফ্তার করবে তত দিন পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

– সহীহ, ইরওয়া (৯১৭)

আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, আইশা ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। সূর্যাস্তের পরপরই ইফ্তার করাকে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও অপরাপর আলিম মুস্তাহাব বলে মনে করেন। ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের এরকমই অভিমত রয়েছে।

٧٠٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ؟ قُلْنَا : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَالآخَرُ : أَبُو مُوسَى.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠٣٩) م.

৭০২। আবূ আতিয়্যা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ও মাস্রূক আইশা (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন সাহাবীর মধ্যে একজন ইফ্তার করেন এবং নামায আদায় করেন বিলম্ব না করে আর অন্যজন ইফ্তার করেন এবং নামায আদায় করেন বিলম্ব করে। তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যে কে অবিলম্বে ইফ্তার করেন এবং নামায আদায় করেন? আমরা বললাম, আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রা ঃ)। তিনি বললেন, এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। অপর সাহাবী ছিলেন আবূ মূসা (রাঃ)।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাঊদ (২০৩৯), মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ আতিয়্যার নাম মালিক, পিতা আবূ আমির হামদানী, মতান্তরে ইবনু আমির এবং এটিই অধিকতর সহীহ্।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَأْخِيرِ السُّحُوْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ বিলম্ব করে সাহ্‌রী খাওয়া

٧٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَاهِشَامٌ الدَّسْتَوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ : قُلْتُ : كَمْ كَانَ قَدْرُ ذٰلِكَ؟ قَالَ قَدْرَ خَمْسِيْنَ آيَةً.

– صحيح : ق.

৭০৩। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি **বলেন,** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহ্‌রী **খাওয়া শেষ** করেই আমরা নামায আদায় করতে দাঁড়ালাম। **বর্ণনাকারী বলেন, আমি** তাঁকে প্রশ্ন করলাম, কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল এ **দুটির মাঝে? তিনি** বললেন, পঞ্চাশ আয়াতের সমপরিমাণ (তিলাওয়াতের সময়)।

– সহীহ, বুখারী, মুসলিম

٧٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ ...بِنَحْوِهِ؛ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ آيَةً.

৭০৪। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন হান্নাদ ওয়াকী **হতে,** তিনি হিশাম হতে। তাতে আছে "পঞ্চাশ আয়াত পাঠের সমপরিমাণ"। হুযাইফা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ **ঈসা** যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এরকম মতই ইমাম, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের। বিলম্ব করে সাহ্‌রী খাওয়াকে তাঁরা মুস্তাহাব বলেছেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيَانِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ফজরের (সুবহি সাদিকের) বর্ণনা

٧٠٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "كُلُوْا وَاشْرَبُوْا، وَلاَ يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوْا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ".

- حسن صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠٣٣).

৭০৫। তাল্‌ক ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (ভোররাতে) পানাহার করে যাও। তোমাদের যেন ঊর্ধ্বগামী আলোকরশ্মি খাবার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা পানাহার করে যেতে পার লাল দীপ্তিটুকু প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত।

- হাসান সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (২০৩৩)

আদী ইবনু হাতিম, আবূ যার ও সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা তাল্‌ক ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে এই সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস মোতাবেক আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রোযা পালনকারীর জন্য ফজরের লালচে আলো প্রস্থে বিস্তৃত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার অবৈধ নয়। এটাই বেশিরভাগ আলিমের মত।

٧٠٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيْسَى، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيْ هِلاَلٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ- هُوَ الْقُشَيْرِيُّ-، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ، وَلاَ

الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأُفُقِ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠٣١) م.

৭০৬। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদেরকে যেন সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে বিলালের আযান এবং দিগন্তবৃত্তে প্রকাশিত ভোরের আলো (সুবহে কাযিব), দিগন্তবৃত্তে উদ্ভাসিত বিস্তৃত আলো (সুবহি সাদিক) ব্যতীত।

– সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২০৩১), মুসলিম

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ রোযা থাকা অবস্থায় গীবাত করা প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি

٧٠٧– حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٨٩) خ.

৭০৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্যায় কথাবার্তা (গীবাত, মিথ্যা, গালিগালাজ, অপবাদ, অভিসম্পাত ইত্যাদি) ও কাজ যেলোক (রোযা থাকা অবস্থায়) ছেড়ে না দেয়, সে লোকের পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৮৯), বুখারী

আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ সাহ্রী খাওয়ার ফাযীলাত

٧٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٩٢) ق.

৭০৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্রী খাও, কেননা, সাহ্রী খাওয়ার মধ্যে বারকাত আছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৯২), বুখারী, মুসলিম

আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, ইবনু আব্বাস, আমর ইবনুল আস, ইরবায ইবনু সারিয়া, উতবা ইবনু আবদ ও আবূ দারদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদের ও আহ্লি কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান) রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহ্রী খাওয়া।

٧٠٩- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... بِذٰلِكَ.

- صحيح : "حجاب المرأة المسلمة" (ص ٨٨)، "صحيح أبي داود" (٢٠٢٩) م.

৭০৯। উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কুতাইবা লাইস হতে, তিনি মূসা ইবনু আলী হতে, তিনি তার পিতা (আলী) হতে, তিনি আবূ কাইস হতে, তিনি আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সূত্রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

সহীহ, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা (পৃঃ ৮৮), সহীহ আবূ দাউদ (২০২৯), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেন। এ হাদীসটির বর্ণনাকারী মূসা প্রসঙ্গে মিসরবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইবনু আলী এবং ইরাকবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইবনু উলাই। তিনি হলেন মূসা ইবনু উলাই ইবনু রাবাহ্ আল-লাখ্মী।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ সফরে থাকাবস্থায় রোযা পালন করা মাকরূহ্

٧١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ.

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ؛ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوْا، فَقَالَ : "أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ".-

– صحيح : "الإرواء" (٤/٥٧) م.

৭১০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মক্কা

বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হন। তিনি রোযা রাখেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে রোযা রাখে। কুরাউল গামীমে পৌঁছানোর পর তাঁকে বলা হল, রোযা রাখা লোকদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আপনি কি করেন তারা সেই অপেক্ষায় আছে। আসরের নামায আদায়ের পর তিনি এক পেয়ালা পানি চেয়ে আনালেন এবং তা পান করলেন। তখন লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ফলে তাদের মধ্যেকার কিছু লোক রোযা ভাঙ্গলো এবং কিছু লোক রোযা থাকল। তখনও কিছু লোক রোযা অবস্থায় আছে এ কথা তাঁর নিকটে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ এরা হচ্ছে অবাধ্য নাফরমান।

– সহীহ, ইরওয়া (৪/৫৭), মুসলিম

কা'ব ইবনু আসিম, ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ “সফরের মাঝে রোযা পালন করাটা সাওয়াবের কাজ নয়”।

আলিমদের মধ্যে সফরে থাকাবস্থায় রোযা পালন করা প্রসঙ্গে মতবিরোধ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যদের মতানুযায়ী সফরে থাকা অবস্থায় রোযা পালন না করাই উত্তম। এমনকি কারো কারো মতানুযায়ী সফরে থাকাবস্থায় কোন লোক রোযা পালন করলে তাকে আবার সে রোযা কাযা করতে হবে। সফরে রোযা না পালনের পক্ষে ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক অভিমত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য আরেকদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও আলিম বলেছেন শক্তি–সামর্থ্যবান লোকে যদি সফরে রোযা পালন করে তাহলে তা ভাল এবং তাই উত্তম, রোযা আদায় না করলে তাকেও ভাল বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের এই মত। ইমাম শাফিঈ বলেন, “সফরে থাকাবস্থায় রোযা পালন করা সাওয়াবের কাজ নয়” এবং “এরা নাফরমান” এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে, যে লোকের অন্তর আল্লাহ্র দেয়া অবকাশ (রুখসাত) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় সে লোকের ক্ষেত্রে ঐ কথা

প্রযোজ্য। কিন্তু সফরে রোযা ভেঙ্গে ফেলাকে যে লোক জায়িয মনে করে এবং রোযা রাখার সামর্থ্য থাকায় রোযা পালন করে, তা আমার নিকটে পছন্দনীয়।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ সফরে রোযা পালনের অনুমতি প্রসঙ্গে

٧١١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؛ وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ؟ فقال رسول اللهِ ﷺ : "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٦٢) ق.

৭১১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসলাম গোত্রের হামযা ইবনু আমর (রাঃ) সফরে থাকাবস্থায় রোযা পালন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। আর তিনি প্রায়ই রোযা পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ ইচ্ছা করলে তুমি রোযা পালন করতেও পার আবার ইচ্ছা করলে ভাঙ্গতেও পার।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৬২), বুখারী, মুসলিম

আনাস ইবনু মালিক, আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ দারদা ও হামযা ইবনু আমর আসলামী (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত 'হামযা ইবনু আমর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন' হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧١٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ،

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ : فَمَا يَعِيْبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَه، وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَه.

– صحيح : (١٤٣/٣) م.

৭১২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযান মাসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা সফরে গিয়েছি। কিন্তু রোযাদারকে সফরে রোযা পালনের কারণে কিংবা রোযা ভঙ্গকারীকে রোযা ভেঙ্গেফেলার কারণে কোনরকম দোষারোপ করতেন না।

– সহীহা (৩/১৪৩), মুসলিম

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧١٣– حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِيُّ. (ح) قَالَ : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجَرِيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ؛ فَلَا يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ.

فَكَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً، فَصَامَ؛ فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ؛ فَحَسَنٌ.

– صحيح : أيضا م.

৭১৩। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা সফরে যেতাম। আমাদের

মধ্যে রোযাদার এবং রোযা ভঙ্গকারী উভয়েই থাকতেন। রোযাদারের বিরুদ্ধে রোযা ভঙ্গকারী এবং রোযা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে রোযাদার কোনরকম অভিযোগ করেননি। তারা মনে করতেন, শক্তিশালী লোক রোযা পালন করলে তা ভালই করেছে এবং দুর্বল লোক রোযা পালন না করলে তাও ভাল করেছে

– সহীহ্, মুসলিম

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধদানকারিণী মায়ের জন্য রোযা ভঙ্গের অনুমতি আছে

٧١٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ كَعْبٍ-، قَالَ : أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَوَجَدْتُه يَتَغَدَّى، فَقَالَ : "ادْنُ فَكُلْ"، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ : "ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ - أَوِ الصِّيَامِ -: إِن اللهَ - تَعَالَى - وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ- الصَّوْمَ - أَوِ الصِّيَامَ -". وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي؛ أَنْ لاَ أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ ﷺ.

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (١٦٦٧)

৭১৫। আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব গোত্রের আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। আমি তাঁকে সকালের খাবার খাওয়ারত অবস্থায় পেলাম। তিনি বললেন ঃ কাছে আস এবং খাও। আমি বললাম, আমি রোযা আছি। তিনি বললেন ঃ সামনে আস, আমি তোমাকে রোযা প্রসঙ্গে কথা বলব। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির লোকের রোযা ও অর্ধেক নামায কমিয়ে দিয়েছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের রোযা মাফ করে দিয়েছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনের কিংবা একজনের কথা বলেছেন। আমার আফসোস এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি খাবার খাইনি।

– হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৬৭)

আবূ উমাইয়্যা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আনাস ইবনু মালিক আল-কা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এই একটি মাত্র হাদীস ছাড়া তার (আনাস) সূত্রে বর্ণিত অন্য কোন হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। অন্য একদল আলিম বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাগণ রোযা ভেঙ্গে ফেলবে, পরে এর কাযা আদায় করবে এবং (মিসকীনদের) খাওয়াবে। এরকম অভিমতই প্রকাশ করেছেন সুফিয়ান, মালিক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (রাহঃ)। অন্য আরেকদল আলিম বলেন এরা রোযা আদায় করবে না এবং মিসকীনদের খাবার খাওয়াবে। কাযা রোযা পালন করাটা তাদের উপর জরুরী নয়, ইচ্ছা করলে কাযা আদায় করবে, তাহলে মিসকীন খাওয়াতে হবে না। এরকম অভিমত ইসহাকেরও।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোযা আদায় করা

٧١٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ

الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ؛ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟"، قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : "فَحَقُّ اللّٰهِ أَحَقُّ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٥٨) ق.

৭১৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি মহিলা এসে বলল, আমার বোন মারা গেছে, অথচ তার উপর পরস্পর দুমাসের রোযা কাযা অবস্থায় আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দেখ কোন ঋণ যদি তোমার বোনের উপর থাকত তাহলে কি তুমি সেটা পরিশোধ করতে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার হাক (অধিকার) সবচেয়ে অগ্রগণ্য।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৫৮), বুখারী, মুসলিম

বুরাইদা, ইবনু উমার ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٧١٧– حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ ... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৭১৭। আবূ কুরাইব আবূ খালিদ আল-আহমার হতে, তিনি আ'মাশ হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবূ খালিদ আল-আহ্মার এই হাদীসটি আ'মাশ হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে উত্তম কাজ করেছেন। তিনি আরও বলেন,

আবূ খালিদ ব্যতীত আরো অনেকে আ'মাশ (রাহঃ) হতে আবূ খালিদের মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আবূ মুআবিয়া প্রমুখ এই হাদীসটিকে আমাশ হতে, তিনি মুসলিম আল-বাতীন হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে তাঁরা বর্ণনাকারী সালামা ইবনু কুহাইল, আতা ও মুজাহিদের নাম উল্লেখ করেননি। আবূ খালিদের নাম সুলাইমান ইবনু হাইয়্যান।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنِ اشْتَقَاءَ عَمْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ যে লোক (রোযা থাকাবস্থায়) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে

٧٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اشْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْضِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٧٦).

৭২০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোকের রোযা থাকাবস্থায় বমি হলে সে লোককে ঐ রোযার কাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু কোন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে কাযা রোযা আদায় করতে হবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৭৬)

আবূ দারদা, সাওবান ও ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীসটি ঈসা ইবনু ইউনুসের সূত্র ছাড়া হিশাম ইবনু সীরীন-এর সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। মুহাম্মাদ বুখারী বলেন, আমি ঈসা ইবনু ইউনুসকে একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলে মনে করি না। আবূ ঈসা

বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর সনদগুলো সহীহ্ নয়। আবূ দারদা, সাওবান ও ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করলেন এবং রোযা পালন করা ছেড়ে দিলেন।" এ হাদীসের মর্ম হল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোযা পালন করছিলেন। বমি হওয়াতে তিনি দুর্বল হয়ে পড়ায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। এ বিষয়টি কোন কোন হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, রোযাদার ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তার কোন কাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু কোন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে সে কাযা রোযা আদায় করবে। ইমাম শাফিঈ, সুফিয়ান সাওরী, আহ্মাদ ও ইসহাকের এই অভিমত।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ রোযাদার ব্যক্তি ভুলবশতঃ কিছু পানাহার করলে

٧٢١- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا؛ فَلَا يُفْطِرْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٧٣) ق.

৭২১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ভুলবশতঃ যেলোক (রোযা থাকা অবস্থায়) কিছু খায় বা পান করে সে যেন রোযা ভেঙ্গে না

ফেলে। কেননা, এটা এমন এক রিযিক যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভোজন করিয়েছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৭৩), নাসা-ঈ

٧٢٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، وَخَلَّاسٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

– صحيح : انظر ما قبله.

৭২২। আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ আবূ উসামা হতে, তিনি আউফ হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি খাল্লাস হতে তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ সাঈদ ও উম্মু ইসহাক আল–গানাবিয়্যা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করতে বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক বলেন, ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয় না। ইমাম মালিক বলেন, কোন লোক রামাযান মাসে ভুলবশতঃ পানাহার করলে সে লোককে এর কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতই বেশি সঠিক।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِيْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ রামাযানের রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা

٧٢٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُوْ عَمَّارٍ - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِيْ عَمَّارٍ-، قَالَا : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ،

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكْتُ، قَالَ : "وَمَا أَهْلَكَكَ؟"، قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِيْ رَمَضَانَ، قَالَ : "هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟"، قَالَ : لَا، قَالَ : "فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟"، قَالَ : لَا، قَالَ : "فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟"، قَالَ : لَا، قَالَ : "اجْلِسْ"، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ- وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ-، قَالَ : "تَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا؟! قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ : "فَخُذْهُ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٧١) ق.

৭২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমিতো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি রোযা থাকাবস্থায় স্ত্রীসংগম করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একসাথে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেনঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি বস। লোকটি বসে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক (বড়) ঝুড়িভর্তি খেজুর আসলো। তিনি তাকে বললেনঃ এগুলো নিয়ে দান-খায়রাত করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে দরিদ্র মাদীনার পাথরময় দুপ্রান্তের মাঝে আর কোন লোক নেই। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, (তার কথায়) তিনি হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁত দেখা গেলো। তিনি বললেন ঃ এগুলো নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে খাওয়াও।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৭১), বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার, আইশা ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলিমগণ এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, রামাযান মাসে কোন লোক স্বেচ্ছায় স্ত্রীসংগম দ্বারা রোযা ভেঙ্গে ফেললে প্রত্যেকটি রোযার জন্য তাকে একটি করে দাস মুক্ত করতে হবে অথবা দু'মাস একটানা রোযা পালন করতে হবে অথবা ষাটজন গরীব লোককে খাওয়াতে হবে। কিন্তু পানাহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় কোন লোক রোযা ভেঙ্গে ফেললে তার কাফ্‌ফারা প্রসঙ্গে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একদল আলিম বলেন, তাকে রোযার কাযা ও কাফ্‌ফারা দুটোই আদায় করতে হবে। পানাহারকে তাঁরা স্ত্রীসংগমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। এরকমই অভিমত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও ইসহাকের। অন্য একদল আলিম বলেন, তাকে কাযা রোযা আদায় করতে হবে কিন্তু কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে না। কারণ, স্ত্রীসংগমের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কাফ্‌ফারার উল্লেখ আছে, পানাহারের ক্ষেত্রে এর কোন উল্লেখ নেই। তারা বলেন, স্ত্রীসংগমের সাথে পানাহারের সাদৃশ্য নেই। এরকম অভিমত ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (রাহঃ)-এর। ইমাম শাফিঈ বলেন, যে লোক রোযা ভেঙ্গে ফেলেছিলো সে লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত খেজুর দান করেছিলেন। তাঁর উক্তি "নাও, তোমার পরিবারবর্গকে তা খাওয়াও" বাক্যাংশ বিভিন্ন অর্থ বহন করে। এমনও হতে পারে যে, যে ব্যক্তির সামর্থ আছে তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হয়। কিন্তু এ লোকটি কাফ্‌ফারা আদায় করার মত সামর্থবান ছিল না। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু দান করে তার মালিক বানিয়ে দিলে সে বলল, আমাদের চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত এ এলাকায় অন্য কোন লোক নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নিয়ে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে খাওয়াও"। কেননা, কাফ্‌ফারা বাধ্যতামূলক হয় জীবনধারণের কোন অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই। এরকম অবস্থাসম্পন্ন লোক সম্বন্ধে ইমাম শাফিঈর অভিমত হচ্ছে, সে লোক ঐ মাল ভোগ করতে পারে। আর কাফ্‌ফারা তার দায়িত্বে ঋণ হিসাবে থেকে যাবে। সে যে সময়ে তা দিতে সমর্থ হবে সে সময়েই কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ রোযা থাকাবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমু দেয়া

٧٢٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ فِيْ شَهْرِ الصَّوْمِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٨٣) م، خ نحوه.

৭২৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রোযা থাকাবস্থায় স্ত্রীকে) চুমু দিতেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৮৩), মুসলিম, বুখারী অনুরূপ

উমার ইবনুল খাত্তাব, হাফ্সা, আবূ সাঈদ, উম্মু সালামা, ইবনু আব্বাস, আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রোযা থাকাবস্থায় চুমু দেয়া প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী চুমু দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু যুবকদেরকে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে এই অনুমতি দেননি। আর তাদের মতে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করার বিষয়টি আরো বেশি মারাত্মক। কোন কোন আলিম বলেন, চুম্বনে রোযার সাওয়াব কমে, কিন্তু তাতে রোযা নষ্ট হয় না। তাদের মতে, রোযা পালনকারী নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সে চুম্বন করতে পারে। আর যদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তার আস্থা না থাকে তাহলে সে চুম্বন করবে না, যাতে করে রোযার হিফাযাত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। এরকম মতই সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈর।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ রোযা থাকাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন

٧٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُنِيْ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٨٤) ق.

৭২৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রোযা থাকাবস্থায় আলিঙ্গন করতেন। তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সামর্থবান ছিলেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৮৪), বুখারী, মুসলিম

٧٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٧٨) ق.

৭২৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রোযা থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীকে) চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিলেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৭৮), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ মাইসারার নাম আম্‌র এবং পিতার নাম শুরাহ্‌বীল। 'লিইরবিহি' অর্থ 'তাঁর নিজের উপর'।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ রাত থাকাবস্থায় সংকল্প (নিয়্যাত) না করলে রোযা হয় না

٧٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلاَ صِيَامَ لَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٠٠).

৭৩০। হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফজরের পূর্বেই যে লোক রোযা থাকার নিয়্যাত করেনি তার রোযা (ক্ববূল) হয়নি।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭০০)

আবূ ঈসা বলেন, শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই হাফ্‌সা (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি আমরা মারফূভাবে জেনেছি। এ হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ)-এর উক্তি হিসাবেও বর্ণিত আছে এবং এটিই বেশি সহীহ্। এভাবেই হাদীসটি যুহরী হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত আছে। ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যূব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। কিছু আলিমের মতানুযায়ী এই হাদীসটির অর্থ হচ্ছেঃ রাত থাকতেই অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রামাযানের রোযা অথবা কাযা বা মানতের রোযার ক্ষেত্রে কোন লোক নিয়্যাত না করলে তার রোযা আদায় হবে না। কিন্তু ভোর হওয়ার পরও নফল রোযার নিয়্যাত করা যায়। এরকম মতই ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ নফল রোযা ভেঙ্গে ফেলা প্রসঙ্গে

٧٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ : كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَذْنَبْتُ، فَاسْتَغْفِرْ لِيْ، فَقَالَ : "وَمَا ذَاكَ؟"، قَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً، فَأَفْطَرْتُ، فَقَالَ : "أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِيْنَهُ؟"، قَالَتْ : لَا، قَالَ : "فَلَا يَضُرُّكِ.

- صحيح : "تخريج المشكاة" (٢٠٧٩)، "صحيح أبي داود" (٢١٢٠).

৭৩১। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আমি বসা ছিলাম। তাঁর কাছে কিছু শরবত নিয়ে আসা হল। তা হতে তিনি পান করলেন, তারপর আমাকে তা দিলেন। আমিও তা হতে কিছু পান করলাম। আমি বললাম, আমি তো অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন ঃ তা কিভাবে? আমি বললাম, আমি রোযা রেখেছিলাম, তা ভেঙ্গে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কোন রোযার কাযা আদায় করছিলে কি? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।

– সহীহ, তাখরীজুল মিশকাত (২০৭৯), সহীহ আবূ দাউদ (২১২০)

আবূ সাঈদ ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٣٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ : أَحَدُ ابْنَيْ أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي،

فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا، وَكَانَ اسْمُهُ : جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ جَدَّتِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَى بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا، فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

– صحيح : المصدر نفسه.

৭৩২। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে আসেন এবং পানীয় আনতে বলেন। তা হতে তিনি নিজে পান করলেন, তারপর উম্মু হানীকে দিলেন এবং তিনিও তা পান করলেন। তারপর উম্মু হানী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো রোযা রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নফল রোযা পালনকারী নিজের আমানাতদার। সে ব্যক্তি চাইলে রোযা পূর্ণও করতে পারে আবার ভাঙ্গতেও পারে।

– সহীহ্, প্রাগুক্ত

শুবা বলেন, আমি জা'দাকে বললাম আপনি কি উম্মু হানী (রাঃ) হতে সরাসরি এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বলেন, না। আবূ সালিহ্ ও আমাদের পরিবারের লোকজন উম্মু হানী (রাঃ)-এর মারফতে আমার নিকট তা বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনু সালামা এই হাদীস সিমাক হতে, তিনি উম্মু হানীর দৌহিত্র হারূন হতে, তিনি উম্মু হানী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শুবার রিওয়ায়াতটি অধিক হাসান। মাহমূদ ইবনু গাইলান আবূ দাউদের সূত্রে এটিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে বলেছেন, "রোযা পালনকারী নিজের আমানাতদার"। আবূ দাউদের সূত্রে মাহমূদ ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ সংশয়পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "রোযাদার ব্যক্তি নিজের উপর ক্ষমতাবান অথবা নিজের আমানাতদার"। শুবা হতেও একাধিক সূত্রে দ্বিধা সহকারে এরকমই বর্ণিত আছে। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে বিরূপ বক্তব্য আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যদের মতে নফল রোযা পালনকারী যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কাযা নেই। তবে ইচ্ছা করলে (মুস্তাহাব হিসাবে) সে লোক কাযা আদায় করতে পারে। এ মত সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ, ইসহাক ও শাফিঈর।

٣٥) بَابُ صِيَامِ الْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ রাত্রি চলে যাওয়ার পর নফল রোযা রাখা

٧٣٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ-، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ : "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟"، قَالَتْ : قُلْتُ : لاَ، قَالَ : "فَإِنِّيْ صَائِمٌ".

حسن صحيح : "الإرواء" (٩٦٥)، "صحيح أبي داود" (٢١١٩) م

৭৩৩। উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমার নিকট আসলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে (খাওয়ার) কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেনঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম।

হাসান সহীহ, ইরওয়া (৯৬৫), সহীহ আবূ দাউদ (২১১৯), মুসলিম

٧٣٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ- أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ-، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْنِيْ، فيقول : "أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ؟"، فَأَقُوْلُ : لاَ، فَيَقُوْلُ : "إِنِّيْ صَائِمٌ"، قَالَتْ : فَأَتَانِيْ يَوْمًا، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!

إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ: "وَمَا هِيَ؟"، قَالَتْ : قُلْتُ : حَيْسٌ، قَالَ : "أَمَا إِنِّيْ قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا"، قَالَتْ : ثُمَّ أَكَلَ.

– حسن صحيح : المصدر نفسه.

৭৩৪। মু'মিনদের মাতা আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতেন এবং বলতেনঃ তোমার নিকট সকালের খাবার কোন কিছু আছে কি? আমি বলতাম, না। তিনি বলতেনঃ আমি রোযা রাখলাম। আইশা (রাঃ) বলেন, তিনি একদিন আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিছু উপহার এসেছে আমাদের জন্য। তিনি বললেনঃ তা কি? আমি বললাম, 'হাইস'। তিনি বললেনঃ আমি তো সকাল হতে রোযা রেখেছি। আইশা (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি তা খেলেন।

– হাসান সহীহ্, প্রাগুক্ত

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, তালহা ইবনু সাঈদ হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নন।

(খেজুর, ছাতু ও ঘি এর সংমিশ্রনে তৈরী খাদ্যকে "হাইস" বলে– অনুবাদক)

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ শা'বানকে রামাযানের সাথে মিলানো

٧٣٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٤٨).

৭৩৬। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শা'বান ও রামাযান ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটানা দু'মাসের রোযা পালন করতে দেখিনি।

– সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (১৩৪৮)

আইশা (রাঃ)-এর সূত্রেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٧٣٧– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَارَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ إِلَّا قَلِيْلاً، بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ...

– حسن صحيح : المصدر نفسه.

৭৩৭। আবূ সালামার সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শা'বান মাসের অনুরূপ অন্য কোন মাসে এত বেশি (নফল) রোযা পালন করতে দেখিনি। কিছু অংশ ছাড়া এ মাসের পুরো মাসটাই, বলতে কি সারা মাসটাই তিনি (নফল) রোযা রাখতেন।

– হাসান সহীহ, প্রাগুক্ত

এ হাদীস প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাক বলেছেন, যদি কোন লোক মাসের বেশিরভাগ দিন রোযা পালন করে তবে আরবী বাগধারা অনুযায়ী বলা যায় সে লোক সারা মাসই রোযা পালন করেছে। যেমন আরবরা বলে থাকে, অমুক লোক সম্পূর্ণ রাত (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল। অথচ সে লোক রাতের খাবারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কিছু সময় ব্যয় করেছে। ইবনুল মুবারাক এর প্রেক্ষিতে মনে করেন, হাদীস দু'টির তাৎপর্য একই। হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মাসের বেশিরভাগ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালন করতেন। আবূ ঈসা বলেন, সালিম আবূ নাযর এবং আরও অনেকে আবূ সালামার সূত্রে আইশা হতে মুহাম্মাদ ইবনু আমরের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الثَّانِيْ مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ রামাযান মাসের সম্মানার্থে শা'বান মাসের শেষ অর্ধেকে রোযা পালন করা মাকরূহ্

٧٣٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَلَا تَصُوْمُوْا".

– صحيح : ابن ماجه (١٦٥١)

৭৩৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শা'বান মাসের অর্ধেক বাকী থাকতে তোমরা আর রোযা পালন করো না।

– **সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৫১)**

আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই শব্দে এ সূত্র ছাড়া আর কোন বর্ণনা আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। কোন কোন আলিমদের মতানুযায়ী এই হাদীসটি সে সব লোকের জন্য প্রযোজ্য যে সাধারণতঃ (শা'বানের) রোযা পালন করে না, কিন্তু শা'বান মাসের কিছু দিন বাকী থাকতেই রামাযানের সম্মানার্থে রোযা পালন শুরু করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত অভিমতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি হাদীস আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মারফতেও বর্ণিত আছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (শা'বানের) রোযা রেখে তোমরা রামাযানকে স্বাগত জানাবে না। তবে কারো নির্ধারিত দিনগুলোর রোযার সাথে এই দিনের রোযার মিল পড়ে গেলে ভিন্ন কথা। এ হাদীস হতে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তির রামাযানকে স্বাগত জানানোর জন্য (শা'বানের) রোযা রাখা মাকরূহ্।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ মুহার্‌রামের রোযা

٧٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٤٢) م.

৭৪০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রামাযান মাসের রোযার পরে আল্লাহ্ তা'আলার মাস মুহার্‌রামের রোযাই সবচেয়ে ফাযীলাতপূর্ণ।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৪২), মুসলিম

আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ জুমু'আর দিন রোযা পালন প্রসঙ্গে

٧٤٢- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى، وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

– حسن : "تخريج المشكاة" (٢٠٥٨)، "التعليق على ابن خزيمة" (٢١٤٩)، "صحيح أبي داود" (٢١١٦).

৭৪২। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রত্যেক মাসের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন রোযা পালন করতেন এবং জুমু'আর দিনের রোযা খুব কমই ভাঙ্গতেন।

– হাসান, তাখরীজুল মিশকাত (২০৫৮) তা'লীক আলা ইবনু খুযাইমা (২১৪৯), সহীহ্ আবূ দাউদ (২১১৬)

ইবনু উমার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। জুমু'আর দিন রোযা পালন করাকে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের একদল মুস্তাহাব বলেছেন, জুমু'আর আগের বা পরের দিন রোযা পালন না করে শুধু জুমু'আর দিন রোযা পালন করাকে মাকরূহ্ বলেছেন। আসিম (রাহঃ)-এর বরাতে শুবাও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এটিকে তিনি মারফূভাবে বর্ণনা করেননি (মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন)।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদঃ ৪২ ॥ শুধুমাত্র জুমু'আর দিন রোযা পালন করা মাকরূহ্

٧٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لاَ يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٢٣) ق.

৭৪৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যেন শুধুমাত্র জুমু'আর দিনে রোযা না রাখে জুমু'আর আগের দিন বা পরের দিন রোযা না রেখে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭২৩), বুখারী, মুসলিম

আলী, জাবির, জুনাদা আল-আয্দী, জুওয়াইরিয়া, আনাস এবং আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন। তারা আগের বা পরের দিনের সাথে না মিলিয়ে শুধুমাত্র জুমু'আর দিনে রোযা পালন করাকে মাকরূহ্ বলেছেন। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ শনিবারের রোযা পালন প্রসঙ্গে

٧٤٤- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ، عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ؛ إِلَّا فِيْمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ؛ فَلْيَمْضُغْهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٢٦).

৭৪৪। আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাহঃ) হতে তার বোনের সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের উপর ফরযকৃত রোযা ছাড়া তোমরা শনিবারে আর অন্য কোন রোযা পালন করো না। আঙ্গুরের লতার বাকল বা গাছের ডাল ছাড়া তোমাদের কেউ যদি আর কিছু না পায় (সেদিনের আহারের জন্য) তবে সে যেন তাই চিবিয়ে নেয় (রোযা ভাঙ্গার জন্য)।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭২৬)

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শুধুমাত্র শনিবারের দিনকে রোযা পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়াই মাকরূহ হওয়ার কারণ। কেননা, শনিবারের প্রতি ইয়াহূদীরা বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকে।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা পালন প্রসঙ্গে

٧٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّىٰ صَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٣٩).

৭৪৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি বেশি খেয়াল রাখতেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৩৯)

হাফসা, আবূ কাতাদা, আবূ হুরাইরা ও উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এই সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

٧٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ".

- صحيح : "تخريج المشكاة" (٢٠٥٦) التحقيق الثاني)، "التعليق الرغيب" (٢/٨٤)، "الإرواء" (٩٤٩).

৭৪৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ

তা'আলার দরবারে) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমার আমলসমূহ যেন রোযা পালনরত অবস্থায় পেশ করা হোক এটাই আমার পছন্দনীয়।

– সহীহ্, তাখরীজুল মিশকাত (২০৫৬), তা'লীকুর রাগীব (৮৪/২), ইরওয়া (৯৪৯)

এই অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ আরাফার দিন রোযা পালনের ফাযীলাত

٧٤٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "صِيَامُ يومِ عَرفَةَ: إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٣٠) م.

৭৪৯। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরাফাতের দিনের রোযা সম্পর্কে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৩০), মুসলিম

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আরাফাতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের জন্য এই দিনে রোযা পালন করাকে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মুস্তাহাব বলেছেন।

٤٧) بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ আরাফাতে অবস্থানকালে সে দিনের রোযা পালন করা মাকরূহ্

٧٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ، فَشَرِبَ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢١٠٩)، "التعليق على ابن خزيمة" (٢١٠٢) ق أم الفضل.

৭৫০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। সেদিন তাঁর জন্য উম্মুল ফাদল (রাঃ) কিছু দুধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পান করেন।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (২১০৯), তা'লীক আলা ইবনু খুযাইমা (২১০২), উম্মুল ফাযল হতে বুখারী ও মুসলিম

আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার ও উম্মুল ফাযল (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

ইবনু উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি হাজ্জ করেছি কিন্তু আরাফার দিন তিনি রোযা পালন করেননি; আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি, তিনিও সেদিন রোযা পালন করেননি; উমার (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি, তিনিও সেদিন রোযা পালন করেননি এবং উসমান (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি কিন্তু তিনিও রোযা পালন করেননি।

এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম আমলের কথা বলেছেন। তাঁরা আরাফার দিন দু'আর ক্ষেত্রে শক্তিলাভের জন্য রোযা

পালন না করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। অবশ্য আরাফাতে অবস্থানকালে **কোন** কোন আলিম সে দিনের রোযা পালন করেছেন।

٧٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ؟ فَقَالَ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ، وَلاَ آمُرُ بِهِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ.

- صحيح الإسناد.

৭৫১। ইবনু আবূ নাজীহ্ (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আরাফাতের দিন রোযা পালন প্রসঙ্গে ইবনু উমার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জ করেছি, তিনি সেদিন রোযা পালন করেননি। আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি, ঐ দিন তিনিও রোযা পালন করেননি। উমার (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি, ঐ দিন তিনিও রোযা পালন করেননি। উসমান (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি, ঐ দিন তিনিও রোযা পালন করেননি। এ দিন আমি নিজেও রোযা পালন করিনা, কাউকে রোযা রাখতেও বলি না এবং নিষেধও করি না।

– সনদ সহীহ্

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এই হাদীসটি ইবনু আবূ নাজীহ্, তার পিতা আবূ নাজীহ্ হতে, তিনি জনৈক ব্যক্তি হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ নাজীহ্-এর নাম **ইয়াসার**।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮॥ আশূরার দিন রোযা পালনের উৎসাহ প্রদান করা

٧٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ؛ إِنِّيْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٣٨) م.

৭৫২। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমি আশাপোষণ করি যে, তিনি আশূরার রোযার মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৩৮), মুসলিম

এই অনুচ্ছেদে আলী, মুহাম্মাদ ইবনু সাইফী, সালামা ইবনুল আকওয়া, হিন্দ ইবনু আসমা, ইবনু আব্বাস, রুবাই বিনতু মুআওবিয ইবনু আফ্‌রা, আবদুর রাহমান ইবনু সালামা আল-খুযাঈ, তার চাচার বরাতে এবং আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আশূরার দিন রোযা পালন করতে উৎসাহিত করেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি ছাড়া আর অন্য কোন বর্ণনায় "আশূরার দিনের রোযা এক বছরের (গুনাহের) কাফ্‌ফারা স্বরূপ" এই কথা উল্লেখ আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ীই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ আশূরার দিন রোযা পালন না করার সুযোগ

٧٥٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ؛ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيْضَةُ، وَتَرَكَ عَاشُوْرَاءَ؛ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢١١٠) ق.

৭৫৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরাইশরা জাহিলী যুগে এমন একটি দিনে রোযা রাখত যে দিনটি ছিল আশূরা। সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রোযা পালন করতেন। তিনি মাদীনায় আসার পরও ঐ রোযা পালন করেছেন এবং রোযা পালনের জন্য লোকদেরকেও আদেশ করেছেন। রামাযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর এটাই ফরয হিসাবে রয়ে গেল এবং তিনি আশূরার রোযা ছেড়ে দিলেন। ফলে এই দিনে যে লোক ইচ্ছা করে সে রোযা পালন করতে পারে আর যে ইচ্ছা না করে সে তা ছেড়েও দিতে পারে।

– সহীহ, সহীহ্ আবূ দাউদ (২১১০), বুখারী, মুসলিম

ইবনু মাসঊদ, কাইস ইবনু সা'দ, জাবির ইবনু সামুরা, ইবনু উমার ও মুআবিয়া (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার মত ব্যক্ত করেছেন। এই হাদীস সহীহ্। আশূরার রোযাকে তারা ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তির এই দিনে রোযা রাখার আগ্রহ হলে সে তা রাখতে পারে।

কারণ, বিভিন্ন হাদীসে এই দিনের রোযা প্রসঙ্গে অনেক ফাযীলাতের কথা উল্লেখ আছে।

٥٠) بَابُ مَا جَاءَ عَاشُوْرَاءُ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ কোন্‌টি আশূরার দিন?

٧٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِيْ زَمْزَمَ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِيْ عَنْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ؛ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ أَصُومُهُ؟ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ؛ فَاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قَالَ : فَقُلْتُ : أَهٰكَذَا كَانَ يَصُوْمُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢١١٤) م.

৭৫৪। হাকাম ইবনুল আ'রাজ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি যমযম কূপের সামনে তার চাদরকে বালিশের মত করে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি বললাম, আমাকে আশূরা প্রসঙ্গে কিছু বলে দিন তো, কোন দিনটিতে আমি রোযা রাখব? তিনি বললেন, যখন মুহার্‌রামের চাঁদ দেখতে পাবে তখন হতেই তুমি দিন গুনতে থাকবে। আর রোযা শুরু করবে নয় তারিখ ভোর হতে। আমি বললাম, এভাবেই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

– সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২১১৪), মুসলিম

٧٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢١١٣) م أتم منه.

৭৫৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (মুহাররামের) দশম তারিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার রোযা পালন করতে আদেশ করেছেন।

– সহীহ, সহীহ্ আবূ দাউদ (২১১৩), মুসলিম আরও পূর্ণাঙ্গ রূপে।

আবূ ঈসা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলিমগণের মধ্যে আশূরার দিন প্রসঙ্গে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ (মুহার্রামের) নয় তারিখের কথা বলেন, আবার অন্য একদল দশ তারিখের কথা বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা নয় ও দশ (এই দুই দিন) রোযা পালন কর এবং (এই ক্ষেত্রে) ইয়াহূদীদের বিপরীত কর। এই হাদীস অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ যুলহিজ্জা মাসের (প্রথম) দশ দিন রোযা পালন প্রসঙ্গে

٧٥٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ - قَطُّ -.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٢٩) م.

৭৫৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (যুলহিজ্জা মাসের) দশ দিন রোযা পালন করতে দেখিনি।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭২৯), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী আমাশ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে, তিনি আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটিকে সাওরী প্রমুখ বর্ণনাকারী

মানসূর হতে, তিনি ইবরাহীম... সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দশ দিন কখনও রোযা অবস্থায় দেখা যায়নি। এই হাদীসটিকে আবুল আহওয়াস মানসূর হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনাকারী আসওয়াদের উল্লেখ করেননি। এই হাদীসের সনদে মানসূরের পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ উক্ত মতবিরোধ করেছেন। আমাশের বর্ণনাটিই এই সনদগুলোর মধ্যে অধিক সহীহ্ এবং মুত্তাসিল। ওয়াকী বলেন, মানসূরের নিকট হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবরাহীম অপেক্ষা আমাশ বেশি বিশ্বস্ত সংরক্ষক।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِيْ أَيَّامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ যুলহিজ্জা মাসের দশ দিনের সৎকাজের ফাযীলাত

٧٥٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ- هُوَ الْبَطِيْنُ؛ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ عِمْرَانَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ أَيَّامٍ؛ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ". فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٢٧) خ.

৭৫৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যুলহিজ্জা মাসের এই দশ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর

রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করাও কি (এত প্রিয়) নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদও তার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোন লোক আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদে বের হয় এবং এ দু'টির কোনটিই নিয়ে যদি সে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা (অর্থাৎ সেই শহীদের মর্যাদা) আলাদা।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭২৭), বুখারী

ইবনু উমার, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা পালন করা

٧٥٩– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ ابْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (١٧١٦) م.

৭৫৯। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক রামাযান মাসে রোযা পালন করলো, তারপর শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা পালন করলো, সে লোক যেন সম্পূর্ণ বছরই রোযা পালন করলো।

– হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৭১৬), মুসলিম

জাবির, আবূ হুরাইরা ও সাওবান (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এই হাদীসের ভিত্তিতে শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা পালন করাকে মুস্তাহাব মনে করেন।

ইবনুল মুবারাক বলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালনের মত এটিও মুস্তাহাব। এ রোযা রামাযানের রোযার পরপরই পালনের কথা কোন কোন হাদীসে উল্লেখ আছে। তাই তিনি এই ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসের শুরুর দিকে পালন করাকে বেশি পছন্দীয় মনে করেছেন তিনি আরও বলেছেনঃ শাওয়াল মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিনের রোযা পালন করাও জায়িয আছে।

আবূ ঈসা বলেন, বর্ণনাকারী আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ এই হাদীসটি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম ও সা'দ ইবনু সাঈদের সূত্রে উমার ইবনু সাবিত হতে আবূ আইয়ূব (রাঃ)-এর সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। শুবা (রাঃ) এই হাদীস ওয়ারকা ইবনু উমার হতে সা'দ ইবনু সাঈদ (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সা'দ ইবনু সাঈদ হলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারীর ভাই। একদল হাদীস বিশেষজ্ঞ তার স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

– হাসান বাসরী হতে বর্ণিত আছে যে, তার নিকট শাওয়ালের ছয়টি রোযার উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ তিনি পূর্ণ বৎসরের পরিবর্তে এই মাসের রোযার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সনদ সহীহ্, মাকতু।

٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালন করা

٧٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثَةً : أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ أُصَلِّيَ الضُّحَى.

– صحيح : "الإرواء" (٩٤٦)، "صحيح أبي داود" (١٢٨٦) ق.

৭৬০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে আমার নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নেন। আমি যেন বিত্র আদায়ের পূর্বে না ঘুমাই, প্রত্যেক

মাসে তিন দিন রোযা আদায় করি এবং চাশ্তের নামায নিয়মিত আদায় করি।

– সহীহ্, ইরওয়া (৯৪৬), সহীহ আবূ দাউদ (১২৮৬), বুখারী, মুসলিম

٧٦١– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُد، قَالَ : أَنْبَأنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؛ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْس عَشْرَةَ"،

– حسن صحيح : "الإرواء" (٩٤٧)، "المشكاة" "التحقيق الثاني" (٢٠٥٧).

৭৬১। আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেনঃ হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা পালন করতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে তা পালন কর।

– হাসান সহীহ্, ইরওয়া (৯৪৭), মিশকাত তাহকীক ছানী (২০৫৭)

আবূ কাতাদা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, কুররা ইবনু ইয়াস আল-মুযানী, আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ, আবূ আকরাব, ইবনু আব্বাস, আইশা, কাতাদা ইবনু মিলহান, উসমান ইবনু আবুল আস ও জারীর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ যার (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছেঃ প্রতি মাসে যে লোক তিন দিন রোযা পালন করলো সে যেন সারা বছর রোযা পালন করলো।

٧٦٢– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ صَامَ

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ"، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ -عَزَّ وَجَلَّ- تَصْدِيقَ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِهِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} اَلْيَوْمُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.

– صحيح : "الإرواء" أيضا.

৭৬২। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি মাসে যে লোক তিন দিন রোযা পালন করে তা যেন সারা বছরই রোযা পালনের সমান। আল্লাহ্ তা'আলা এর সমর্থনে তাঁর কিতাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন ঃ "কোন লোক যদি একটি সাওয়াবের কাজ করে তাহলে তার প্রতিদান হচ্ছে এর দশ গুণ" (সূরা ঃ আন'আম– ১৬০)। সুতরাং এক দিন দশ দিনের সমান।

– সহীহ্, ইরওয়া

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শুবা এই হাদীসটি আবূ শিম্‌র হতে ও আবূত তাইয়্যাহ হতে, তারা উভয়ে উসমান হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٧٦٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ؟ قَالَتْ : كَانَ لَا يُبَالِيْ مِنْ أَيِّهِ صَامَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٠٨) م.

৭৬৩। মু'আযাহ (রাহঃ) বলেন, আমি আইশা (রাঃ)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আবার বললাম, কোন্ কোন্ তারিখে

তিনি এই রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, তিনি যে কোন দিন এই রোযা রাখতেন, এই বিষয়ে তিনি কোন সংকোচ করতেন না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭০৮), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ আর-রিশ্ক হলেন ইয়াযীদ আয-যুবাঈ এবং ইনিই ইয়াযীদ ইবনুল কাসিম। ইনি ছিলেন বণ্টনকারী। বসরাবাসীদের ভাষায় 'রিশ্ক' অর্থ বণ্টনকারী।

٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ রোযা পালনের ফাযীলাত

٧٦٤– حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَىٰ الْقَزَّازُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ : كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ؛ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ؛ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ : إِنِّيْ صَائِمٌ".

– صحيح : "التعليق الرغيب" (٢/٥٧–٥٨)، "صحيح أبي داود" (٢٠٤٦).

৭৬৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "প্রতিটি সৎ কাজের প্রতিদান হলো দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রোযা শুধুমাত্র আমার জন্যই এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব।" রোযা জাহান্নাম হতে (বাঁচার) ঢালস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ কস্তুরী ও মিশ্ক আম্বরের গন্ধের

চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। তোমাদের কোন রোযা পালনকারীর সাথে যদি কোন জাহিল মূর্খতা সুলভ আচরণ করে তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

– সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (২/৫৭-৫৮), সহীহ্ আবূ দাউদ (২০৪৬)

মুআয ইবনু জাবাল, সাহ্ল ইবনু সা'দ, কা'ব ইবনু উজরা, সালামা ইবনু কাইসার ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বাশীর (রাঃ)-এর নাম যাহ্ম ইবনু মা'বাদ, খাসাসিয়্যা হলেন তাঁর মাতা। আবূ ঈসা এই সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

٧٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَبَابًا- يُدْعَى الرَّيَّانَ-، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُوْنَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ؛ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ؛ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٤٠) ق دون جملة الظمأ.

৭৬৫। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "রাইয়্যান" নামে জান্নাতে একটি দরজা আছে। রোযা পালনকারীকে এই দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে। যে সব লোক রোযা পালন করে তারা এই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। আর তাতে যে লোক প্রবেশ করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৪০), "পিপাসার্ত হবে না" ব্যাক্যাংশ ব্যতীত - বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান, সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٧٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٣٨) م.

৭৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোযা পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ আছে– একটি আনন্দ যখন সে ইফ্তার করে এবং আরেকটি আনন্দ যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৩৮), মুসলিম

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَوْمِ الدَّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ সারা বছর রোযা পালন করা প্রসঙ্গে

٧٦٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، قَالَ : قِيْلَ :يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ : "لاَ صَامَ، وَلاَ أَفْطَرَ – أَوْ لَمْ يَصُمْ، وَلَمْ يُفْطِرْ ".

– صحيح : "الإرواء" (٩٥٢) م.

৭৬৭। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে সব লোকের কাজগুলো কেমন যে সব লোক সারা বছর রোযা পালন করে? তিনি বললেনঃ তার রোযা পালনও হল না, ইফ্তারও হল না।

– সহীহ্, ইরওয়া (৯৫২), মুসলিম

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর, আবদুল্লাহ্ ইবনু শিখ্খীর, ইমরান ইবনু

হুসাইন ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সারা বছর রোযা পালন করাকে আলিমগণের একদল মাকরূহ্ মনে করেন। আরেক দল আলিম সারা বছর রোযা পালন করা জায়িয মনে করেন। তারা বলেন, ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আয্‌হা ও আইয়্যামে তাশ্‌রীকের দিনও (কুরবানীর দিনের পরবর্তী তিন দিন) যদি কোন লোক রোযা পালন করে তবে সেটা হবে সারা বছর রোযা (যা মাকরূহ্)। যেসব লোক এই দিনগুলোতে রোযা পালন করবে না সে উপরোক্ত মাকরূহ্-এর মধ্যে পড়বে না এবং সে সারা বছর রোযাদার হবে না। একইরকম অভিমত ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) হতেও বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর বক্তব্যও এটাই। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আয্‌হা, আইয়্যামে তাশ্‌রীক এই পাঁচ দিন রোযা পালন করতে নিষেধ করেছেন। সেই পাঁচটি দিন ছাড়া অন্য কোন দিনের রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব নয়।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَرْدِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ অব্যাহতভাবে রোযা পালন করা

٧٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ : كَانَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ، قَالَتْ : وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ شَهْرًا كَامِلًا؛ إِلَّا رَمَضَانَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧١٠) ق.

৭৬৮। আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা পালন প্রসঙ্গে আইশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালন করেই যেতেন, এমনকি

আমরা বলতাম, তিনি তো রোযা পালন করেই যাচ্ছেন। আবার রোযা পালন হতে তিনি বিরত থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি বুঝি আর রোযা পালন করবেন না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রামাযান মাস ব্যতীত সম্পূর্ণ মাস রোযা পালান করেননি।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭১০), বুখারী, মুসলিম

আনাস ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ : كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا؛ إِلاَّ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلاَ نَائِمًا؛ إِلاَّ رَأَيْتَهُ نَائِمًا.

– صحيح : خ (١٩٧٢)، وم (٣/١٦٢) مختصرا دون جملة الصلاة.

৭৬৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কোন মাসে তিনি রোযা পালন করতে শুরু করলে মনে হত যে, তাঁর হয়তো আর রোযা ত্যাগের ইচ্ছা নেই। আবার যখন তিনি রোযা পালন করা ছেড়ে দিতেন তখন মনে হত তিনি হয়তো আর রোযা পালন করবেন না। তুমি যদি তাঁকে রাতে নামায রত অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা করতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে। আর তুমি যদি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা করতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে।

– সহীহ্, বুখারী (১৯৭২), মুসলিম (৩/১৬২), নামাযের ব্যাক্যাংশ বাদে সংক্ষিপ্তভাবে।

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٧٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى".

- صحيح : ق.

৭৭০। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার ভাই দাঊদ (আঃ)-এর রোযা হল সবচেয়ে উত্তম রোযা। তিনি একদিন রোযা পালন করতেন এবং একদিন পালন করতেন না। আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখী হলে তিনি পালাতেন না।

– সহীহ্, বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। বর্ণনাকারী আবুল আব্বাস একজন মক্কার কবি ছিলেন এবং তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি। তার নাম সাইব ইবনু ফার্‌রূখ। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, সবচেয়ে উত্তম (নফল) রোযা হচ্ছে সেই রোযা যা একদিন পরপর পালন করা হয়। বলা হয় যে, এই নিয়মে রোযা রাখা কঠিন।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ দুই ঈদের দিন রোযা পালন করা মাকরূহ্

٧٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ-، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ :

بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ؛ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ، وَعِيْدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَىٰ؛ فَكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ نُسُكِكُمْ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٢٢) ق.

৭৭১। আবদুর রাহ্মান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর মুক্তদাস আবূ উবাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে কুরবানীর দিন দেখতে পেয়েছি যে, খুত্বা দেওয়ার আগে প্রথমে তিনি নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেন, এই দুই ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি রোযা পালন করতে নিষেধ করতে শুনেছি। ঈদুল ফিত্রের দিন হল তোমাদের (সারা মাসের) রোযা ভঙ্গের দিন এবং মুসলিমদের ঈদের দিন। আর তোমরা ঈদুল আযহার দিন তোমাদের কুরবানীর গোশ্ত খাবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭২২), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর মুক্ত দাস আবূ উবাইদের নাম সা'দ। তাকে আবদুর রাহমান ইবনু আযহারের মাওলাও বলা হয়। আবদুর রাহমান ইবনু আযহার হলেন আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর চাচাত ভাই।

٧٧٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامَيْنِ : يَوْمِ الْأَضْحَيٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

– صحيح ابن ماجه (١٧٢١) ق. الإرواء (٩٦٢) الـــررض (٦٤٣)، صحيح أبى داود (٢٠٨٨)

৭৭২। আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'দিন রোযা পালন করতে বারণ করেছেনঃ ঈদুল আয্‌হা এবং ঈদুল ফিত্‌রের দিন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭২১), বুখারী , ইরওয়া (৯৬২), আর রাওয (৬৪৩), সহীহ্ আবূ দাউদ (২০৮৮), মুসলিম।

উমার, আলী, আইশা, আবূ হুরাইরা, উক্‌বা ইবনু আমির ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আমর ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া হলেন ইবনু উমারা ইবনু আবুল হাসান আল-মাযিনী আল-মাদানী। তিনি একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। সুফিয়ান সাওরী, শুবা ও মালিক ইবনু আনাস তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

অনুচ্ছেদঃ ৫৯॥ আইয়্যামে তাশ্‌রীক–এ রোযা পালন করা মাকরূহ্

٧٧٣– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ : عِيْدُنَا– أَهْلَ الْإِسْلَامِ–، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠٩٠)، "الإرواء" (١٣٠/٤).

৭৭৩। উক্‌বা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশ্‌রীকের দিন। এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন।

– সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২০৯০), ইরওয়া (৪/১৩০)

আলী, সা'দ, আবূ হুরাইরা, জাবির, নুবাইশা, বিশ্‌র ইবনু সুহাইম, আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা, আনাস, হামযা ইবনু আমর আল-আসলামী, কা'ব

ইবনু মালিক, আইশা, আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা উকবা ইবনু আমির হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তাশ্‌রীকের দিনগুলোতে রোযা পালন করাকে তারা মাকরূহ্ (হারাম) মনে করেন। কিন্তু তামাত্তু হাজ্জ পালনকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিম এই দিনগুলোতে রোযা পালনের সুযোগ দিয়েছেন– যদি তারা কুরবানীর জানোয়ার না পায় এবং প্রথম দশ দিনের মধ্যে রোযা পালন করতে না পেরে থাকে। এরকম মতই প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। আবূ ঈসা বলেন, ইরাকবাসী মুহাদ্দিসগণ বলেন, (বর্ণনাকারীর নাম) মূসা ইবনু আলী ইবনু রাবাহ্। মিসরবাসীগণ বলেন, মূসা ইবনু উলাই। আবূ ঈসা আরও বলেন, কুতাইবাকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলতে শুনেছেন যে, মূসা ইবনু আলী বলেছেন, আমার পিতার নাম তাসগীররূপে (উলাই) উচ্চারণ কারো জন্য হালাল মনে করি না।

٦٠) بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ রোযা থাকা অবস্থায় রক্তক্ষরণ করানো

٧٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٧٩-١٦٨١)

৭৭৪। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক রক্তক্ষরণ করে এবং যাহার রক্তক্ষরণ করানো হয় তাদের দু'জনের রোযাই নষ্ট হয়ে যায়।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৭৯-১৬৮১)

আলী, সা'দ, শাদ্দাদ ইবনু আওস, সাওবান, উসামা ইবনু যাইদ, আইশা, মা'কিল ইবনু সিনান (বলা হয় ইনি মাকিল ইবনু ইয়াসার), আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, আবূ মূসা ও বিলাল (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা রাফি ইবনু খাদীজ হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল (রাহঃ) বলেন, রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসই এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ্ হাদীস এবং আলী ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) বলেন, সাওবান ও শাদ্দাদ ইবনু আউস হতে বর্ণিত হাদীসই হচ্ছে এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ্ হাদীস। ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর (রাহঃ) আবূ কিলাবা (রাঃ) হতে সাওবান ও শাদ্দাদ ইবনু আওমের দু'টি হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

রোযা অবস্থায় রক্তক্ষরণ করানোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের একটি দল মাকরূহ্ মনে করেন। এমনকি অনেক সাহাবী (রামাযানের) রাতে তা করাতেন যেমন আবূ মূসা আল-আশআরী ও ইবনু উমার (রাঃ)। এরকম মতপ্রকাশ করেছেন ইবনুল মুবারাকও। আবদুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেছেন, কেউ যদি রোযা থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করায় তাহলে তাকে এর কাযা আদায় করতে হবে। এরকম মত দিয়েছেন আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল ও ইসহাকও। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেছেন, রোযা পালনরত অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তক্ষরণ করিয়েছেন। আবার এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ রক্তক্ষরণকারী এবং যে লোকের রক্তক্ষরণ করা হয় তাদের উভয়ের রোযাই বাতিল হয়ে গেল। আমার এ দু'টি হাদীসের মধ্যে একটিও সঠিক বলে জানা নেই। কোন ব্যক্তি যদি রোযা থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করানো হতে দূরে থাকে তাহলে সেটাই আমার মতে বেশি পছন্দনীয়। আর যদি কোন লোক তার রোযা থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করায় সেক্ষেত্রে আমি মনে করি না এতে করে তার রোযা বাতিল হয়। আবূ ঈসা

বলেন, বাগদাদে থাকা অবস্থায় ইমাম শাফিঈর মত ছিল এটাই। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি মিসরে যাওয়ার পর রক্তক্ষরণের অনুমতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং কোনরকম সমস্যা আছে বলে মনে করেননি রোযা থাকাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানোতে। তার এই মতের সমর্থনে তিনি দলীল হিসাবে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও ইহ্‌রাম অবস্থায় বিদায় হাজ্জে রক্তক্ষরণ করিয়েছেন।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ এই বিষয়ে (রক্তক্ষরণের) অনুমতি প্রসঙ্গে

٧٧٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.

– صحيح : بلفظ : "..... واحتجم وهو صائم" خ "ابن ماجه" (١٦٨٢).

৭৭৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রোযা পালন ও ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তক্ষরণ করিয়েছেন।

– সহীহ্, এই অর্থে "রোযা থাকাবস্থায় তিনি রক্তক্ষরণ করিয়েছেন", বুখারী, ইবনু মা-জাহ (১৬৮২)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা সহীহ বলেছেন। আব্দুল ওয়ারিসের বর্ণনার ন্যায় ওহাইবও বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম আইয়্যূব হতে তিনি ইকরিমা হতে মুর্সাল রূপে বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাসের উল্লেখ না করে।

٧٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ،

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ؛ وَهُوَ صَائِمٌ.

- صحيح : المصدر نفسه.

৭৭৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা থাকাবস্থায় রক্তক্ষরণ করিয়েছেন।

– সহীহ্ প্রাগুক্ত

আবূ ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে হাদীসটি হাসান গারীব।

٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ সাওমে বিসাল মাকরূহ্

٧٧٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تُوَاصِلُوْا"، قَالُوْا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "إِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ؛ إِنَّ رَبِّيْ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِيْ".

- صحيح : خ.

৭৭৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সাওমে বিসাল কর না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সাওমে বিসাল করেন। তিনি বললেনঃ আমি তো তোমাদের কারো মত নই। আমাকে আমার প্রতিপালক পানাহার করান।

– সহীহ্, বুখারী

আলী, আবূ হুরাইরা, আইশা, ইবনু উমার, জাবির, আবূ সাঈদ ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত

আছে। আবূ ঈসা আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। সাওমে বিসালকে তাঁরা মাকরূহ্ বলে মত দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধিক দিন সাওমে বিসাল করতেন এবং ইফ্তার করতেন না।

٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ يُرِيْدُ الصَّوْمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ রোযা পালন করতে ইচ্ছা পোষণকারীর নাপাক অবস্থায় ফজর হওয়া

٧٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ- زَوْجَا النَّبِيِّ ﷺ-: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ؛ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، فَيَصُوْمُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٠٣) ق.

৭৭৯। আবূ বাক্‌র ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আইশা ও উম্মু সালামা (রাঃ) জানিয়েছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কোন কোন সময়) কোন স্ত্রীর (সাথে সহবাসের) কারণে নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে যেত। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা পালন করতেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭০৩), বুখারী, মুসলিম

আইশা ও উম্মু সালামা হতে বর্ণিত হাদীসকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও তাবিঈ আমল করেছেন। এ মত

দিয়েছেন সুফিয়ান, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। তাবিঈগণের একটি দল বলেন, সহবাসজনিত কারণে নাপাক অবস্থায় কোন লোকের ফজর হয়ে গেলে সে লোককে এই দিনের রোযার কাযা করতে হবে। তবে প্রথমে বর্ণিত মতটিই অধিক সহীহ।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ রোযা থাকাবস্থায় দাওয়াত গ্রহণ করা

٧٨٠- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ؛ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا؛ فَلْيُصَلِّ". -يَعْنِيْ : الدُّعَاءَ .

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٥٠) م.

৭৮০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হলে সেলোক যেন তা গ্রহণ করে। সে রোযাদার হলে (দাওয়াতকারীর জন্য) যেন দু'আ করে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৫০), মুসলিম

٧٨١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ : إِنِّيْ صَائِمٌ".

– صحيح : المصدر نفسه.

৭৮১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন রোযাদারকে যদি খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযা আছি।

– সহীহ্, প্রাগুক্ত

আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত উভয় হাদীসকেই হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর (নফল) রোযা আদায় করা মাকরূহ্

٧٨٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ "لَا تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ؛ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧٦١) ق دون ذكر رمضان.

৭৮২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা যেন স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া রামাযান মাসের রোযা ব্যতীত একদিনও অন্য কোন (নফল) রোযা পালন না করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৬১), নাসা-ঈ- রামাযানের উল্লেখ ব্যতীত।

ইবনু আব্বাস ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আবূয যানাদ হতে, তিনি মূসা ইবনু আবূ উসমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَأْخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ রামাযানের রোযার কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা প্রসঙ্গে

٧٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا كُنْتُ أَقْضِيْ مَا يَكُوْنُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ؛ إِلَّا فِيْ شَعْبَانَ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

- صحيح : "الإرواء" (٩٤٤)، "الروض النضير" (٧٦٣)، "صحيح أبي داود" (٢٠٧٦)، "تمام المنة"، ق.

৭৮৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি শাবান মাস ব্যতীত আমার রামাযান মাসের কাযা রোযা আদায় করতে পারতাম না (কোন সংগত ওজরবশত), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল।

– সহীহ্, ইরওয়া (৯৪৪), রাওযুন্ নাযীর (৭৬৩), সহীহ্ আবূ দাউদ (২০৭৬), তামামুল মিন্নাহ, বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটিকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাইদ আনসারী (রাহঃ) আবূ সালামা হতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُوْنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ ঋতুবতী মহিলার রোযা কাযা করা ও নামায কাযা না করা প্রসঙ্গে

٧٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عبيدة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٦٣١) ق، وليس عند خ ذكر الصلاة

৭৮৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা মাসিক ঋতুর পর পবিত্র হলে তখন আমাদেরকে তিনি রোযার কাযা আদায়ের হুকুম করতেন কিন্তু নামায কাযা আদায়ের কথা বলতেন না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৬৩১), মুসলিম, বুখারীতে নামাযের কথা উল্লেখ নেই।

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুআযা হতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। এই বিষয়ে তাদের মাঝে কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই অর্থাৎ ঋতুবতী মহিলাকে তার বাদপড়ে যাওয়া রোযার কাযা আদায় করতে হবে কিন্তু নামাযের কাযা করতে হবে না। আবূ ঈসা বলেন, বর্ণনাকারী উবাইদা হলেন ইবনু মুআত্তিব আয যাব্বী আল-কূফী তাঁর উপনাম আবূ আবদুল কারীম।

٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الاِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ রোযাদারের নাকের ভিতরে পানি পৌঁছানো মাকরূহ্

٧٨٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِالْحَكَمِ الْبَغْدَادِيُّ الْوَرَّاقُ، وَأَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ : حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ؟ قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ،

وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ؛ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٠٧).

৭৮৮। লাকীত ইবনু সাবিরা (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ওযূ প্রসঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ ভালোভাবে ওযূ কর, আঙ্গুলগুলোর মাঝে খিলাল কর এবং রোযা পালনকারী নাহলে নাকের গভীরে পানি পৌঁছাও।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪০৭)

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। রোযা পালনকারীর জন্য নাক দিয়ে ঔষধ গ্রহণ করাকে আলিমগণ মাকরূহ্ বলেছেন। এরফলে রোযা ভেঙ্গে যায় বলে তারা মনে করেন। এই মতের পক্ষে উল্লেখিত হাদীস হতে জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

٧١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ ইতিকাফের বর্ণনা

٧٩٠– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.

– صحيح : "الإرواء" (٩٦٦)، "صحيح أبي داود" (٢١٢٥) ق.

৭৯০। আবূ হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রামাযানের শেষদশকেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগপর্যন্ত ইতিকাফ করতেন।

– সহীহ্, ইরওয়া (৯৬৬), সহীহ আবূ দাউদ (২১২৫), বুখারী, মুসলিম

উবাই ইবনু কা'ব, আবূ লাইলা, আবূ সাঈদ, আনাস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٩١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ؛ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِيْ مُعْتَكَفِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٧١) ق.

৭৯১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামায আদায় করে ইতিকাফের জায়গায় প্রবেশ করতেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৭১), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ-আম্রার সূত্রে এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে আমরার সূত্রে ইমাম মালিক (রাহঃ) এবং একাধিক বর্ণনাকারী মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আওযাঈ ও সুফিয়ান সাওরী-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আমরা হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী কোন কোন আলিমের মতে, কোন ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চাইলে ফজরের নামায আদায়ের পর তাকে ইতিকাফের জায়গায় প্রবেশ করতে হবে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীমের এই মত। অপর একদল আলিম বলেছেন, যে দিন হতে কোন ব্যক্তি ইতিকাফ শুরু করতে চায় সে দিনের পূর্বের রাতের সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে যাওয়ার পর যেন সে ব্যক্তি ইতিকাফে বসে। এরকম মতই সুফিয়ান সাওরী ও মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ লাইলাতুল কাদর (কাদরের রাত্রি)

٧٩٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ : "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".

– صحيح : ق.

৭৯২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযান মাসের শেষের দশদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে থাকতেন (ইতিকাফ করতেন)। তিনি বলতেনঃ রামাযান মাসের শেষের দশদিন তোমরা কাদরের রাতকে খোঁজ কর।

– সহীহ্, বুখারী, মুসলিম

উমার, উবাই ইবনু কা'ব, জাবির ইবনু সামুরা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, ইবনু উমার, ফালাতান ইবনু আসিম, আনাস, আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস, আবূ বাক্‌রা, ইবনু আব্বাস, বিলাল ও উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। 'ইউজাবিরু' শব্দের অর্থ 'তিনি ইতিকাফ করতেন'। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ হাদীসের শব্দ হচ্ছেঃ শেষ দশদিনের প্রতি বিজোড় রাত্রে তোমরা লাইলাতুল কাদর খোঁজ কর। লাইলাতুল কাদর প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তা হল একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, ঊনত্রিশ বা রামাযানের শেষরাত্র।

ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, আমার মতে এর অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবেই উত্তর প্রদান করতেন তাঁকে যেভাবে প্রশ্ন করা হত। তাঁর কাছে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে, অমুক রাত্রে কি আমরা তা খোঁজ করব? উত্তরে তিনি বলেছেন, তোমরা অমুক রাত্রে তা খোঁজ কর। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) আরও বলেন, আমার নিকটে একুশ তারিখ সম্পর্কিত রিওয়ায়াতটি হচ্ছে এ বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী। আবূ ঈসা বলেন, উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) শপথ করে বলতেনঃ তা হল সাতাশ তারিখের রাত্রি।

তিনি আরও বলতেন, এর আলামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা আমরা হিসাব করে রেখেছি এবং স্মরণ রেখেছি।

আবূ কিলাবা (রাঃ) বলেন, লাইলাতুল কাদর শেষ দশকের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। আব্দ ইবনু হুমাইদ আবদুর রাযযাক হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি আইয়ূব হতে, তিনি আবূ কিলাবা (রাঃ) হতে এই বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন।

٧٩٣- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ! أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ؟ قَالَ : بَلَي، أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهَا لَيْلَةٌ؛ صَبِيْحَتَهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا، وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهَا فِيْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَلٰكِنْ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ، فَتَتَّكِلُوْا.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٢٤٧) م نحوه.

৭৯৩। যির (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে আমি বললাম, হে আবুল মুনযির! এই যে সাতাশের রাত লাইলাতুল কাদর আপনি সেটা কিকরে জানতে পারলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এই রাত্রের পরবর্তী সকালে সূর্য উদিত হয় ক্ষীণ আলো নিয়ে দীপ্তিহীন অবস্থায়। আমরা সেটাকে গুনে এবং স্মরণ করে রেখেছি। আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-ও জানেন যে, সেটা হচ্ছে রামাযানের রাত্র এবং সাতাশেরই রাত্র। কিন্তু তোমাদেরকে তিনি তা জানাতে পছন্দ করেননি, তোমরা যদি পরে এটার উপর নির্ভর করে বসে থাক।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১২৪৭), মুসলিম অনুরূপ

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٩٤- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِيْ، قَالَ : ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرَةَ، فَقَالَ : مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ إِلاَّ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : "الْتَمِسُوْهَا فِيْ تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِيْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِيْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِيْ ثَلَاثٍ أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ".

- صحيح: "المشكاة" (٢٠٩٢ - التحقيق الثاني).

৭৯৪। আবদুর রাহমান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লাইলাতুল কাদর প্রসঙ্গে একবার আবূ বাক্‌রা (রাঃ)-এর কাছে আলোচনা হল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী শোনার কারণে আমি রামাযান মাসের শেষ দশদিন ব্যতীত অন্য কোন রাত্রে লাইলাতুল কাদরকে খোঁজ করি না। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা কাদরের রাত্রে খোঁজ কর রামাযানের নয়দিন বাকী থাকতে বা সাতদিন বাকী থাকতে বা পাঁচদিন বাকী থাকতে বা তিন দিন বাকী থাকতে অথবা এর শেষ রাত্রে।

– সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (২০৯২)

বর্ণনাকারী বলেন, রামাযানের বিশদিন পর্যন্ত আবূ বাক্‌রা (রাঃ) সারা বছরের মতই নামায আদায় করতেন, কিন্তু তিনি শেষ দশদিন আসলে যতটুকু সম্ভব সাধনা করতেন।

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

(٧٣) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ (লাইলাতুল কাদ্‌র সম্পর্কেই)

٧٩٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

– صحيح: "ابن ماجه" (١٧٦٨) ق، عائشة.

৭৯৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রামাযানের শেষ দশদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে (ইবাদাতে মগ্ন থাকার জন্য) ঘুম থেকে উঠাতেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৬৮), বুখারী, মুসলিম আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٩٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَالاَ يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهَا.

– صحيح: "ابن ماجه" (١٧٦٧).

৭৯৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইবাদাতে) এত বেশি সাধনা করতেন যে, অন্য কোন সময়ে এরকম সাধনা করতেন না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৬৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ শীতকালের রোযা

٧٩٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيْبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ".

– صحيح: "الصحيحة" (١٩٢٢)، "الروض" (٦٩).

৭৯৭। আমির ইবনু মাসউদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শীতকালের রোযা হচ্ছে বিনা পরিশ্রমে যুদ্ধলব্ধ মালের অনুরূপ।

– সহীহ্, সহীহা (১৯২২), আর-রাওয (৬৯)

আবূ ঈসা হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। কারণ, আমির ইবনু মাসউদ (রাহঃ)-এর সাক্ষাৎ ঘটেনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। যার সূত্রে শুবা ও সাওরী হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন ইবরাহীম ইবনু আমির আল-কুরাশীর পিতা।

٧٥) بَابُ مَا جَاءَ {وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ "যেসব লোক রোযা আদায়ের সমর্থ হয়েও.. ." প্রসঙ্গে

٧٩٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَىٰ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ}؛ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّىٰ نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا.

– صحيح: "الإرواء" (٤/٢٢) ق.

৭৯৮। সালামা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলঃ "যেসব লোক রোযা আদায়ের ক্ষেত্রে সামর্থবান হয়েও (না রাখবে) সেসব লোক যেন একজন মিসকীনের আহার দেয়" আমাদের মধ্যে তখন যার ইচ্ছা হত সে রোযা পালন না করে তার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া আদায় করত। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াত "তোমাদের মধ্যে যে লোক রামাযান মাস পায় সে লোক যেন রোযা পালন করে" অবতীর্ণ হলে উপরের আয়াতের (সূরা ঃ বাকারা– ১৮৪) বিধান বাতিল হয়ে যায়।

– সহীহ্, ইরওয়া (৪/২২), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। ইয়াযীদ হলেন, ইবনু আবূ উবাইদ সালামা ইবনু আকওয়ার মুক্তদাস।

٧٦) بَابُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيْدُ سَفَرًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ খাবারের পর কোন লোক সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে

٧٩٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ فِيْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ : سُنَّةٌ؟ قَالَ : سُنَّةٌ، ثُمَّ رَكِبَ.

– صحيح: "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر" (ص ١٣–٢٨).

৭৯৯। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযান মাসে আমি আনাস (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি

সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার সফরের উটটিতে হাওদা বেঁধে দেয়া হল। তিনি সফরের পোশাক পরলেন এবং খাবার নিয়ে আসতে বললেন, তারপর তিনি তা খেলেন। আমি বললাম, এটা কি সুন্নাত? তিনি বললেন, সুন্নাত। তারপর তিনি জন্তুযানে আরোহণ করলেন।

– সহীহ্ (তাসহীহ হাদীসে ইফতারিস সা-য়িম্ কাবলা সাফারিহি বা'দাল ফাজরি (পৃঃ ১৩-২৮)

٨٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৮০০। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযান মাসে আমি আনাস (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। ...... পূর্বোক্ত হাদীসের মতই।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হলেন ইবনু আবূ কাসীর মাদীনী, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি ইসমাঈল ইবনু জাফরের ভাই। আবদুল্লাহ ইবনু জাফর হলেন ইবনু নাজীহ; তিনি আলী ইবনু আব্দুল্লাহ্ মাদীনীর পিতা। তাঁকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন। এ হাদীসটির ভিত্তিতে কোন কোন আলিম বলেন, কোন মুসাফির লোক বাড়ী হতে সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে রোযা ভঙ্গ করে পানাহার করে নিতে পারবে, কিন্তু নামায কসর করতে পারবে না তার গ্রাম বা নগরপ্রাচীর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত। এরকম মতই প্রকাশ করেছেন ইসহাক ইবনু ইবরাহীম হানযালী।

٧٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَىٰ مَتَىٰ يَكُوْنُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ কোন্ সময়ে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হা হয়

٨٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَىٰ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَىٰ يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٦٠).

৮০২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লোকেরা যেদিন রোযা ভেঙ্গে ফেলে সেদিন হল ঈদুল ফিত্‌র এবং লোকেরা যেদিন কুরবানী করে সেদিন ঈদুল আয্‌হা।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৬০)

আবূ ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, আইশা (রাঃ)-এর নিকট কি মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তার হাদীসে তিনি বলেন, আইশা (রাঃ)-এর নিকট আমি শুনেছি। এই সূত্রে আবূ ঈসা হাদীসটিকে হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন।

٧٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ ইতিকাফ ভঙ্গ করার পর পুনরায় ইতিকাফ করা

٨٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ؛ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ.

– صحيح: "صحيح أبي داود" (٢١٢٦)

৮০৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করতেন। কিন্তু তিনি এক বছর ইতিকাফ করতে সক্ষম হননি। তাই তিনি পরের বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২১২৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা আনাস ইবনু মালিকের হাদীস হিসেবে হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন। আলিমগণের মধ্যে নিয়্যাত করার পর পূর্ণ করার আগেই ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিম তার কাযা আদায় করাকে ওয়াজিব বলেছেন। নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা তারা দলীল গ্রহণ করেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসলেন, পরে শাওয়াল মাসের দশদিন ইতিকাফ করেন।" এরকম মত ইমাম মালিক (রাহঃ)-এরও। অন্য একদল আলিম বলেন, মানত বা নিজেদের জন্য অবশ্য পালনীয় ইতিকাফ যদি না হয়ে থাকে এবং যদি নফল ইতিকাফ হয়ে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় ইতিকাফ ছেড়ে বের হয়ে গেলে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। যদি কেউ স্বেচ্ছায় কাযা করে তবে তা করতে পারে কিন্তু তা তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) এই মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমার জন্য যেসব আমল ছেড়ে দেয়া জায়িয তুমি যদি এ ধরণের কোন আমল করতে শুরু কর এবং তা পূর্ণ না করে ছেড়ে দাও তাহলে তোমার উপর এ ধরণের কোন আমল কাযা করা ওয়াজিব নয় শুধুমাত্র হাজ্জ ও উমরা ব্যতীত। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٠) بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لَا؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ ॥ প্রয়োজনবোধে ইতিকাফকারী বের হতে পারে কি না?

٨٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ-قِرَاءَةً-، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ؛ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ؛ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

- صحيح : "ابن ماجه (٦٣٣) و (١٧٧٨).

৮০৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইতিকাফে থাকতেন, আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন এবং আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। মানবীয় প্রয়োজন (প্রশ্রাব-পায়খানা) ব্যতীত তিনি ঘরে আসতেন না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ্ (৬৩৩) ও (১৭৭৮)

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী হাদীসটি একইরকম বর্ণনা করেছেন। তবে আইশা (রাঃ) হতে উরওয়া ও আম্‌রা (রাহঃ)-এর সনদটি সহীহ্।

٨٠٥- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

- صحيح : انظر ما قبله.

৮০৫। ইবনু শিহাব হতে উরওয়া ও আম্‌রা-আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে লাইস ইবনু সা'দও হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ্ দেখুন পূর্বের হাদীস।

এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ বলেছেন, মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফকারী ইতিকাফস্থল হতে বাইরে বের হতে পারবে না। তারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, অবশ্যই সে প্রশ্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে বের হতে পারবে। তবে ইতিকাফকারী রোগী দেখা, জুমু'আ ও জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না তাদের মাঝে এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবিঈর মতে সে লোক যদি

ইতিকাফে বসার সময় এসব প্রয়োজনে বের হওয়ার শর্ত করে থাকে তাহলে সে লোক রোগী দেখতে, জানাযায় এবং জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হতে পারবে। এরকম মতই দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারাক। কোন কোন আলিম বলেন, সে লোক উল্লিখিত উদ্দেশ্যে বাইরে বের হতে পারবে না। তাদের মতে শহরে বসবাসকারী জামে মাসজিদ ব্যতীত আর অন্য কোথাও ইতিকাফ করবে না। জুমু'আর জন্য ইতিকাফের জায়গা ছেড়ে বের হওয়াকেও তারা মাকরূহ্ বলেন, আবার জুমু'আ ত্যাগ করাকেও তারা জায়িয মনে করেন না। সুতরাং তারা বলেন, ইতিকাফ শুধু জামে মাসজিদেই আদায় করবে যেন ইতিকাফস্থল হতে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়ার প্রয়োজন না হয়। মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরকম মত প্রকাশ করেন ইমাম মালিক ও শাফিঈ।

ইমাম আহ্মাদ বলেন, আইশা (রাঃ)-এর হাদীসের আলোকে সে লোক রোগী দেখতে ও জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হতে পারবে না। ইমাম ইসহাক বলেন, এই বিষয়ে সে লোক যদি পূর্বেই নিজে নিজে শর্ত করে নেয় তবে জানাযায় অংশগ্রহণ ও রোগী দেখার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হতে পারবে।

٨١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ রামাযান মাসের কিয়াম (রাত্রের ইবাদাত)

٨٠٦– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ، حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوْ

نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ! فَقَالَ : "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ؛ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ"، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا، حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا، حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ. قُلْتُ لَهُ : وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ : السُّحُورُ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٣٢٧).

৮০৬। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা রোযা পালন করেছি। তিনি আমাদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে কোন (নফল) নামায আদায় করেননি। অবশেষে তিনি রামাযানের সাত দিন বাকী থাকতে আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। এতে এক-তৃতীয়াংশ রাত চলে গেল। আমাদেরকে নিয়ে তিনি ষষ্ঠ রাতে নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াননি। তিনি আবার আমাদের নিয়ে পঞ্চম রাতে নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ান। এতে অর্ধেক রাত চলে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের বাকী রাতটিও নামায আদায় করে পার করে দিতেন। তিনি বললেনঃ ইমামের সাথে যদি কোন লোক (ফরয) নামাযে শামিল হয় এবং ইমামের সাথে নামায আদায় শেষ করে তাহলে সে লোকের জন্য সারা রাত (নফল) নামায আদায়ের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর মাসের তিন রাত বাকী থাকা পর্যন্ত তিনি আর আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেননি। আবার তিনি তৃতীয় (২৭শে) রাত থাকতে আমাদের নিয়ে নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। তাঁর পরিজন ও স্ত্রীগণকেও তিনি এ রাতে ডেকে তুললেন। এত (দীর্ঘ)-সময় ধরে তিনি নামায আদায় করলেন যে, যার ফলে সাহ্‌রীর সময় চলে যাওয়ার সংশয় হল আমাদের মনে। বর্ণনাকারী জুবাইর ইবনু নুফাইর বলেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে আমি বললামঃ 'ফালাহ্‌" কি? তিনি বললেন, সাহ্‌রী খাওয়া।

– সহীহ্‌, ইবনু মা-জাহ (১৩২৭)

আবূ ঈসা হাদীসটিকে হাসান সহীহ্‌ বলেছেন। আলিমগণের মধ্যে

রামাযানের রাতসমূহে (তারাবীহ্ নামায ও নফল ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হওয়া প্রসঙ্গে দ্বিমত আছে। কোন কোন আলিম বলেন, বিতর সহকারে এর রাক'আত সংখ্যা একচল্লিশ। মাদীনায় বসবাসকারীদের অভিমত এটাই এবং এরকমই আমল করেন এখানকার লোকেরা। কিন্তু আলী ও উমার (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ি কিরাম হতে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিমের অভিমত অর্থাৎ (তারাবীহ্) বিশ রাক'আত। এই মত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ (রাহঃ)-এর। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, আমাদের মক্কা নগরীর লোকদেরকেও বিশ রাক'আত আদায় করতে দেখেছি। আহমাদ (রাহঃ) বলেন, এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রকার রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এই ব্যাপারে তিনি কোনরকম সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক বলেন, আমরা উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী একচল্লিশ রাক'আত আদায় করাকেই পছন্দ করি।

রামাযান মাসে ইমামের সাথে তারাবীহ্ আদায় করাকে ইবনুল মুবারাক, আহমাদ, ও ইসহাক (রাহঃ) সমর্থন করেছেন। ইমাম শাফিঈ কুরআনের হাফিয ব্যক্তির জন্য একাকী (তারাবীহ্র) নামায আদায় করাকে উত্তম বলেছেন। আইশা, নু'মান ইবনু বাশীর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ রোযাদারকে ইফতার করানোর ফাযীলাত

٨٠٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٧٤٦).

৮০৭। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন রোযা পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও রোযা পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে রোযা পালনকারীর সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭৪৬)

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨٣) بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيْهِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ রামাযান মাসে (রাত্রের ইবাদাত) দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং এর ফাযীলাত

٨٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ، وَيَقُوْلُ : "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَالْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذٰلِكَ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٢٤١) ق وقوله : "فتوفي" مدرج من قول الزهري عند خ.

৮০৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রামাযানের (রাত্র জেগে) ইবাদাত–বন্দিগীতে মাশ্‌গুল থাকতে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করতেন, তবে সেটাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে নির্দেশ দেননি। তিনি বলতেনঃ ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশা করে যে লোক রামাযান মাসে (রাতে ইবাদাতে) দণ্ডায়মান হবে সে লোকের পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। এ নিয়মই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত চালু ছিল। এ বিষয়টি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর খিলাফাত এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও এমনই ছিল।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১২৪১), নাসা-ঈ, ইমাম বুখারীর মতে মৃত্যু পর্যন্ত...... এই ব্যাক্যাংশটি যুহরী হাদীসে সংযোগ করেছেন।

আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। যুহরী–উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ)-হতে এই সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٧-كِتَابُ الْحَجِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৭ ঃ হাজ্জ

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُرْمَةِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১॥ মক্কা মুকার্‌রমার মর্যাদা প্রসঙ্গে

٨٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ : أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ -وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَىٰ مَكَّةَ-: ائْذَنْ لِيْ أَيُّهَا الْأَمِيْرُ! أُحَدِّثْكَ قَوْلاً، قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ؛ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِيْ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيْهَا دَمًا، أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا؛ فَقُوْلُوْا لَهُ : إِنَّ اللّٰهَ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ﷺ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيْهِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ".

- صحيح : ق.

فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذٰلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ! إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرِبَةٍ.

৮০৯। আবূ শুরাইহ্ আল-আদাওবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন মাদীনার গভর্নর আমর ইবনু সাঈদ (আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে) মক্কাতে সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি (আবূ শুরাইহ্) তাকে বললেনঃ হে আমীর! আপনি আমাকে অনুমতি দিন একটি হাদীস বর্ণনা করার। মক্কা বিজয়ের পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটি বলেছিলেন। তখন তা আমার কর্ণদ্বয় শুনেছিল, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করেছিল এবং আমার চক্ষুদ্বয় তা প্রত্যক্ষ করেছিল। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর বললেনঃ মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা "হারাম" ঘোষণা করেছেন, তাকে কোন মানুষ "হারাম" করেনি। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে এখানে সে লোকের জন্য রক্তপাত করা বা এখানকার কোন বৃক্ষ কাটা বৈধ নয়। যদি কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এখানে (মক্কা বিজয়কালে) যুদ্ধ করার অজুহাত তুলে এখানে কোনরকম যুদ্ধাভিযান চালানোর সুযোগ খোঁজ করে তাহলে তোমরা সে লোককে বলে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে অনুমতি দিয়েছেন কেবল তাঁর রাসূলকেই, এর অনুমতি তোমাকে দেননি। শুধু দিনের কিছু সময়ের জন্য তিনি আমাকেও এর অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমনি গতকাল তা হারাম ছিল তেমনিভাবে আজও সেটা হারাম। তোমাদের উপস্থিত লোক যেন (একথা) অনুপস্থিত লোকের কাছে পৌঁছে দেয়।

– সহীহ্, বুখারী, মুসলিম

আবূ শুরাইহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, তখন আম্‌র ইবনু সাঈদ আপনাকে কি বলেছিল? তিনি বললেন, সে বলেছিল, হে আবূ শুরাইহ! আমি এই হাদীস প্রসঙ্গে আপনার চেয়ে বেশি অবগত। কোন পাপী, পলাতক খুনী ও পলাতক অপরাধীকে হারাম শারীফ আশ্রয় দেয় না।

আবূ ঈসা বলেন, ওয়ালা ফাররান 'বিখারবাতিন -এর স্থল 'ওয়ালা

ফাররান'-ও বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ শুরাইহ্ বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ শুরাইহ্ আল-খুযাঈর মূল নাম খুওয়াইলিদ ইবনু আমর আল-আদাওবী আল-কা'বী। ওয়ালা ফাররান 'বিখারবাতিন' -এর অর্থ 'অপরাধী'। বাক্যটির অর্থ হল, কোন লোক কোন ফৌজদারী অপরাধ করে অথবা খুন করে হারাম শারীফে আশ্রয় নিলে সে লোকের উপর হাদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর হবে।

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ হাজ্জ ও উমরা আদায়ের সাওয়াব প্রসঙ্গে

٨١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ؛ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٨٧).

৮১০। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা হাজ্জ ও উমরা পরপর একত্রে আদায় কর। কেননা, এ হাজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহ্ দূর করে দেয়, লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা যেমনভাবে হাপরের আগুনে দূর হয়। একটি ক্ববূল হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

- হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৮৮৭)

উমার, আমির ইবনু রাবীআ, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ্ ইবনু হুবশী,

উম্মু সালামা ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٨١١– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

– صحيح : "حجة النبي ﷺ" (ص ٥) ق.

৮১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক যদি হাজ্জ করে এবং তাতে কোন রকম অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে তাহলে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

– সহীহ্, হাজ্জাতুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পৃঃ ৫), বুখারী, মুসলিম

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ হাযিম আল-কূফীই হলেন আল-আশজাঈ, তাঁর নাম সালমান। তিনি আয্‌যা আল-আশজাঈয়ার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।

٦) – بَابُ مَا جَاءَ : كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার হাজ্জ করেছেন?

١/٨١٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ؛ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا

هَاجَرَ، وَمَعَهَا عُمْرَةٌ، فَسَاقَ ثَلَاثَةً وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا؛ فِيْهَا جَمَلٌ لِأَبِيْ جَهْلٍ فِيْ أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ، وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا.

- صحيح : "حجة النبي ﷺ" (٦٧ - ٨٣) (م) دون الحجتين وجملة أبي جهل.

৮১৫/১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ করেছেন তিনবারঃ দু'বার হিজরাতের আগে এবং এক বার হিজরাতের পর। তিনি এই (শেষোক্ত) হাজ্জের সাথে উমরাও করেছেন। তিনি তেষট্টিটি কুরবানীর উট এনেছিলেন এবং ইয়ামান হতে আলী (রাঃ) অবশিষ্ট (৩৭টি) উটগুলি এনেছিলেন। আবূ জাহালের একটি উটও ছিল এই উটগুলির মধ্যে। একটি রূপার শিকল এর নাসারন্ধ্রে (নাকের ছিদ্রে) পরানো ছিল। তিনি এটাকেও যবেহ করেছিলেন। প্রতিটি কুরবানীর উট হতে এক টুক্‌রো করে গোশ্‌ত আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন। এগুলো রান্না করা হলে তিনি এর শুরুয়া (ঝোল) পান করেন।

সহীহ্, হাজ্জাতুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৬৭-৮৩), মুসলিম, হিজরাতের পূর্বে ২ হাজ্জ এবং আবূ জাহল এই ব্যাক্যাংশ ছাড়া।

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। শুধুমাত্র যাইদ ইবনু হুবাবের সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জানতে পেরেছি। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমানের পুস্তকে ---- তিনি এটি আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ যিয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস সম্বন্ধে আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু এই হাদীস উপরোক্ত সনদে বর্ণিত আছে বলে তিনি জানতে পারেননি। আমি দেখেছি এই হাদীসটিকে তিনি সংরক্ষিত বলে গণ্য করতেন না। তিনি বলেন, এটি সাওরী-আবূ ইসহাক-মুজাহিদের সনদে মুরসালভাবে বর্ণিত আছে।

٢/٨١٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَمْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ : حَجَّةً وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ : عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ، وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ؛ إِذْ قَسَّمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ.

- صحيح : ق.

৮১৫/২। কাতাদা (রাহঃ) বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার হাজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হাজ্জ এবং চারবার উমরা করেছেন। যিলকাদ মাসে একটি উমরা, হুদাইবিয়ার উমরা, হাজ্জের সাথে একটি এবং হুনাইন যুদ্ধের গানীমাত বন্টনকালে জি'রানা হতে একটি উমরা।

– সহীহ্, বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাব্বান ইবনু হিলাল (আবূ হাবীব আল-বাসরী) একজন মর্যাদাসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাঁকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলে মন্তব্য করেছেন।

٧) بَابُ مَا جَاءَ : كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছেন?

٨١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ

عُمَرٍ : عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّالِثَةِ مِنَ الْجِعْرَانَـةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٠٣).

৮১৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেনঃ হুদাইবিয়ার উমরা, দ্বিতীয় উমরা এর পরের বছর, যিলকাদ মাসে কাযা উমরা হিসাবে ছিলো এটি, জি'রানা নামক জায়গা হতে হচ্ছে তৃতীয় উমরা এবং তাঁর হাজ্জের সাথে আদায় করেন চতুর্থ উমরা।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০০৩)

আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীসটি ইবনু উআইনা আমর ইবনু দীনার-ইকরিমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন। তিনি এই সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উল্লেখ করেননি। উক্ত সনদটি নিম্নরূপঃ

সাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-মাখযুমী সুফিয়ান ইবনু উআইনা হতে, তিনি আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

٨) بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيِّ مَوْضَعٍ أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ কোন্ জায়গা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম বেঁধেছেন?

٨١٧– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ

الْحَجَّ؛ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا، فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ؛ أَحْرَمَ.

– صحيح : "حجة النبي ﷺ" (٢/٤٥).

৮১৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জ করতে মনস্থ করলেন তখন লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন। তারা একত্র হল। অতঃপর তিনি যখন বাইদা নামক জায়গায় পৌছলেন তখন ইহ্রাম বাঁধলেন।

– সহীহ্, হাজ্জাতুন নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৪৫/২)

ইবনু উমার, আনাস ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨١٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : الْبَيْدَاءَ الَّتِي يَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ؛ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ.

– صحيح : ق.

৮১৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা বাইদা নামক জায়গাকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে (ইহ্রাম প্রসঙ্গে) মিথ্যারোপ করছে। আল্লাহ্র শপথ! মাসজিদের নিকটেই একটি গাছের পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রামের তাকবীর ধ্বনি করেছিলেন।

– সহীহ্, বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ হাজ্জ ও উমরা দুটি একসাথে আদায় করা

٨٢١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٦٨، ٢٩٦٩) ق.

৮২১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি উমরা ও হাজ্জ উভয়ের একত্রে ইহ্রাম বেঁধে লাব্বায়িক বলতে শুনেছি।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯৬৮, ২৯৬৯)

উমার ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী কতিপয় আলিম আমল করেছেন। এই মতকে পছন্দ করেছেন কূফাবাসী ফাকীহ্গণ ও অপরাপর আলিম।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ তালবিয়া পাঠ করা

٨٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُ : أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ : "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ".

– صحيح "ابن ماجه" (٢٩١٨) ق.

৮২৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নরূপ তালবিয়া পাঠ করতেন ঃ "আমি হাযির, হে আল্লাহ্! আমি হাযির; তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির; সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামাত তোমারই, সমস্ত বিশ্বের রাজত্ব তোমারই; তোমার কোন শরীক নেই।"

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯১৮), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসঊদ, জাবির, আইশা, ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করার কথা বলেছেন। এই অভিমত সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, কোন লোক যদি আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ নিজের পক্ষ হতে তালবিয়াতে বাড়িয়ে নেয় তবে ইনশাআল্লাহ্ এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠকৃত তালবিয়াতে সন্তুষ্ট থাকাই বেশি প্রিয়।

ইমাম শাফিঈ বলেন, "তালবিয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ যুক্ত করাতে কোন সমস্যা নেই" ইবনু উমার (রাঃ)-এর এই রিওয়ায়াতটি হল আমার এই কথার দলীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তিনি তালবিয়ার শব্দ সংরক্ষণ করেছেন। এরপরও তিনি এতে নিজের পক্ষ হতে বাড়িয়েছেন (নিম্নের হাদীস)।

٨٢٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أَهَلَّ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ، فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : هٰذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ فِيْ أَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. قَالَ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

– صحيح : "المصدر نفسه" ق.

৮২৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইহ্রাম বাঁধার সময় তিনি উচ্চস্বরে বলতেন ঃ "লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা-শারীকা লাকা" বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলতেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়ার সাথে নিজের পক্ষ হতে তিনি এটুকু অংশ বাড়িয়ে পাঠ করতেন ঃ লাব্বাইকা, লাব্বাইকা ও সা'দাইকা ওয়াল খাইরু ফী ইয়াদাইকা, লাব্বাইকা ওয়ার রাগবা-উ ইলাইকা ওয়াল আমালু।

'আমি হাযির, আমি হাযির, আমি ভাগ্যবান, সকল প্রকার কল্যাণ তোমারই হাতে, আমি হাযির, সকল প্রকার আশা-আকাংক্ষা তোমার প্রতিই, আমলও তোমার (সন্তুষ্টির) জন্যই"।

– সহীহ্, প্রাগুক্ত, বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّلْبِيَةِ، وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ তালবিয়া ও কুরবানীর ফাযীলাত

٨٢٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ : "الْعَجُّ وَالثَّجُّ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٢٤).

৮২৭। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, কোন প্রকার হাজ্জ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেনঃ চিৎকার করা (উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ) ও রক্ত প্রবাহিত করা (কুরাবানী দেওয়া)।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯২৪)

٨٢٨– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي؛ إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؛ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا".

– صحيح : "المشكاة" (٢٥٥٠).

৮২৮। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়।

– সহীহ্, মিশকাত (২৫৫০)

ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশের হাদীসের ন্যায় উবাইদা ইবনু হুমাইদের বরাতে সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা আবূ বাক্‌রের হাদীসটিকে গারীব বলেছেন। তিনি বলেন, ইবনু আবূ ফুদাইক-দাহ্হাক ইবনু উসমানের সূত্র

ব্যতীত এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আর আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ারবূর নিকট হতে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির কোন হাদীস শুনেননি। বরং অন্য একটি হাদীস তিনি সাঈদ ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ারবূর মাধ্যমে তাঁর পিতার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ নুআইম আত-তাহ্হান-যিরার ইবনু সুরাদ এই হাদীসটিকে ইবনু আবূ ফুদাইক-যাহ্হাক ইবনু উসমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ারবূ হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে-আবূ বাক্র (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যিরার তাঁর বর্ণনায় ভুল করেছেন।

আহ্মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) বলেছেন, বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ারবূ হতে, তিনি তার পিতা হতে যিনি হাদীসটির সূত্র এইভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি ভুল করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আমি যিরার ইবনু সুরাদ-ইবনু আবূ ফুদাইকের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মুহাম্মাদ আল-বুখারীর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এটি ভুল। আমি বললাম, ইবনু আবূ ফুদাইক হতে যিরার ছাড়াও অন্যান্য বর্ণনাকারী এরকমই বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, এগুলো কিছু নয়। এরা ইবনু আবূ ফুদাইক হতে বর্ণনা করেছেন অথচ এতে সাঈদ ইবনু আবদুর রাহমানের নাম উল্লেখ করেননি। যিরার ইবনু সুরাদকে ইমাম বুখারী দুর্বল বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছেন।

'আল-আজ্জ' অর্থ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা এবং "আস-সাজ্জ" অর্থ পশু কুরবানী করা।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ

٨٢٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ-، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ

السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ؛ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ"،

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٢٢).

৮২৯। খাল্লাদ ইবনুস সাইব (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিব্‌রাঈল (আঃ) আমার নিকট এসে বলেন যে, আমার সাহাবীদেরকে যেন আমি উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ প্রদান করি।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯২২)

যাইদ ইবনু খালিদ, আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। খাল্লাদ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসটিকে কেউ কেউ খাল্লাদ ইবনু সাইব হতে, তিনি যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি সহীহ্ নয়। খাল্লাদ ইবনুস সাইব তার পিতার সূত্রে এই বর্ণনাটিই সঠিক।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা

٨٣٠– حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ.

– صحيح : "التعليقات الجياد"، "المشكاة" – التحقيق الثاني، "الحج الكبير" (٢٥٤٧).

৮৩০। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ইহ্‌রামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন।

– সহীহ্, তা'লীকাতুল জিয়াদ, মিশকাত তাহকীক ছানী, আল হাজ্জুল কাবীর (২৫৪৭)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করাকে একদল আলিম মুস্তাহাব বলেছেন। এই মত ইমাম শাফিঈর।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَوَاقِيْتِ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ الْآفَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ বিভিন্ন এলাকার লোকদের ইহ্‌রাম বাঁধার জায়গা (মীকাত)

٨٣١– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ : "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قَالَ : وَيَقُوْلُوْنَ : وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩١٤) ق.

৮৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোথা হতে আমরা ইহ্‌রাম বাঁধব? তিনি বললেনঃ যুল–হুলাইফা হতে মাদীনাবাসীগণ, জুহ্‌ফা হতে সিরিয়াবাসীগণ, কারন হতে নাজদ্‌বাসীগণ এবং ইয়ালামলাম হতে ইয়ামানবাসীগণ ইহ্‌রাম বাঁধবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯১৪), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করতে বলেছেন।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لاَ يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ যে ধরণের পোশাক পরা ইহ্‌রামধারী লোকের জন্য বৈধ নয়

٨٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "لاَ تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ، وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْخِفَافَ؛ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ".

- صحيح : "الإرواء"، "صحيح أبي داود" (١٦٠٠ - ١٣٠٦)، "الحج الكبير: ق.

৮৩৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে ইহ্‌রাম অবস্থায় আপনি কি ধরণের পোশাক পরার নির্দেশ দেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জামা, পাজামা, টুপি, পাগড়ী ও মোজা পরবে না। তবে কোন লোকের জুতা না থাকলে সে লোক চামড়ার মোজা পরবে যা পায়ের গোছার নিচে থাকে। যাফরান ও ওয়ারাস রং-এ রং করা কোন-পোশাক তোমরা পরবে না। ইহ্‌রামধারী মহিলারা মুখ ঢাকবে না এবং হাতে দস্তানা (হাত মোজা) পরবে না।

– সহীহ্, ইরওয়া, সহীহ আবূ দাউদ (১৬০০-১৩০৬), আল হাজ্জুল কাবীর, বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ، وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَالَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالنَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি ও জুতা জোগাড় করতে না পারলে পাজামা ও মোজা পরতে পারে

٨٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ؛ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٣١) ق.

৮৩৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি লুঙ্গি যোগাড় করতে না পারলে সে পাজামাই পরবে এবং জুতা জোগাড় করতে না পারলে মোজা পরবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯৩১), বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি (সেলাইবিহীন) লুঙ্গি জোগাড় করতে না পারলে পাজামাই পরবে এবং জুতা জোগাড় করতে না পারলে মোজা পরবে। এটা আহ্‌মাদ (রাহঃ)-এর মন্তব্য। ইবনু উমার (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী অপর একদল আলিম বলেন, জুতা না পেলে সে মোজার

উপরিভাগ পায়ের গোড়ালি নিম্নভাগ বরাবর কেটে পরতে পারবে। এই মত সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও মালিক (রাহঃ)-এর।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِيْ يُحْرِمُ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ، أَوْ جُبَّةٌ

অনুচ্ছেদ ২০॥ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির পরনে জামা বা জুব্বা থাকলে

٨٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ؛ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٥٩٦، ١٥٩٩) ق أتم منه.

৮৩৫। ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক বেদুঈনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় জুব্বা পরিহিত দেখলেন। তিনি তাকে তা খুলার নির্দেশ দিলেন।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১৫৯৬, ১৫৯৯), বুখারী, মুসলিম পূর্ণরূপে।

٨٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وَهٰذَا أَصَحُّ. وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ.

৮৩৬। ইবনু আবী উমার সুফিয়ান হতে, তিনি আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি আতা হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু ইয়ালা হতে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বক্তব্যসম্বলিত হাদীস ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এই শেষোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে অধিক সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসের পটভূমিতে একটি ঘটনাও আছে। আতা-ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যা (রাঃ)-এর

সূত্রে কাতাদা-হাজ্জাজ ইবনু আরতাত প্রমুখ এইরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমর ইবনু দীনার ও ইবনু জুরাইজ-আতা হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু ইয়ালা হতে তিনি তার পিতা ইয়ালা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক।

٢١) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি যে প্রাণী হত্যা করতে পারে

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَا، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٨٧) م.

৮৩৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হারাম শারীফের ভিতরেও পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণীকে মারা যায়ঃ ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০৮৭), মুসলিম

ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির রক্তক্ষরণ করানো

٨٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٨٢) خ.

৮৩৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তক্ষরণ করিয়েছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৮২), বুখারী

আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনা ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইহ্রাম অবস্থায় রক্তক্ষরণ করানোর ব্যাপারে একদল আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন, এ অবস্থায় চুল ফেলা যাবে না। ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় প্রয়োজন ব্যতীত রক্তক্ষরণ করানো যাবে না। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, ইহ্রাম পরিহিত ব্যক্তির রক্তক্ষরণ করানোতে কোন সমস্যা নেই, তবে চুল কাটা যাবে না।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ ইহ্রামধারী লোকের বিয়ে করানো মাকরূহ্

٨٤٠– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِيْ إِلَىٰ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ –وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ– فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذٰلِكَ، قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا؛ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ– أَوْ كَمَا قَالَ–، ثُمَّ حَدَّثَ

عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ؛ يَرْفَعُهُ.

– صحيح : "ابن ماجة" (١٩٦٦) م.

৮৪০। নুবাইহ ইবনু ওয়াহ্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু মামার তাঁর (ইহ্রামধারী) ছেলেকে বিয়ে করাতে মনস্থ করলেন। তাই তিনি আমাকে আমীরুল হাজ্জ আবান ইবনু উসমানের নিকট পাঠালেন। তাঁর নিকট এসে আমি বললাম, আপনার ভাই তাঁর ছেলেকে বিয়ে করাতে চান। এই বিষয়ে তিনি আপনাকে সাক্ষী রাখতে চান। তিনি বললেন, আমি দেখছি সে তো এক মূর্খ বেদুঈন! ইহ্রামধারী ব্যক্তি না নিজে বিয়ে করতে পারে আর না অন্যকে বিয়ে করাতে পারে, অথবা এরকমই বলেছেন। নুবাইহ বলেন, এরপর তিনি হাদীসটিকে উসমান (রাঃ)-এর মারফতে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৯৬৬), মুসলিম

আবূ রাফি ও মাইমূনা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী আমল করার কথা ব্যক্ত করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনু আবূ তালিব ও ইবনু উমার (রাঃ) তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিছু সংখ্যক তাবিঈ ফিক্হবিদের বক্তব্যও তাই। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর মতও তাই অর্থাৎ ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় কোন লোক বিয়ে করতে পারে না। তাঁরা বলেন, ইহ্রাম অবস্থায় কোন লোক বিয়ে করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদঃ ২৪ ॥ ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় বিয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে

٨٤٥– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ

مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا حَلَالاً، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٦٤) م مختصرا.

৮৪৫। মাইমূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে বিয়ে করেন তিনি তখন ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায় ছিলেন এবং একই অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। পরবর্তী কালে মাইমূনা (রাঃ) সারিফেই মারা যান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে যে ঝুপড়িতে (কুঁড়ে ঘরে) বাসর যাপন করেন আমরা তাঁকে সেই স্থানেই দাফন করি।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৯৬৪), মুসলিম সংক্ষিপ্তভাবে

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনু আসাম্ম হতে একাধিক বর্ণনাকারী এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, হালাল অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইমূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া প্রসঙ্গে

٨٤٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ –مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ–، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ؛ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ؛ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ،

فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ".

– صحيح : "الإرواء" (١٠٢٨)، "صحيح أبي داود" (١٦٢٣) ق.

৮৪৭। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (সফরে) ছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে তার কিছু সঙ্গীসহ মক্কার কোন এক পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পড়ে গেলেন। তার সঙ্গীরা ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মুহ্রিম ছিলেন না। তিনি একটি বন্য গাধা দেখলেন। তিনি সেই মুহূর্তে তার ঘোড়ায় উঠে বসলেন এবং তার চাবুকটি সঙ্গীদেরকে দিতে বললেন। কিন্তু তা দিতে তারা অস্বীকার করলেন। তিনি তার বর্শাটি চাইলে তাও দিতে তারা অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর তিনি নিজেই সেটাকে উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে মেরে ফেলেন। কিছু সাহাবী তার গোশ্ত খেলেন এবং সেটা খেতে কেউ কেউ অস্বীকার করলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা মিলিত হয়ে তাঁকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এটি এমন খাবার যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে খাইয়েছেন।

সহীহ্, ইরওয়া (১০২৮), সহীহ্ আবূ দাঊদ (১৬২৩), বুখারী, মুসলিম

٨٤٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ –فِي حِمَارِ الْوَحْشِ –.... مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟".

– صحيح : انظر الذي قبله.

৮৪৮। আবুন নাযরের হাদীসের মতই আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর সূত্রে

হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এই রিওয়ায়াতে আরো আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের নিকট এর গোশ্‌ত অবশিষ্ট আছে কি?

– সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদঃ ২৬ ॥ মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া মাকরূহ্

٨٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِهِ بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ-، فَأَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فِيْ وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ؛ فَقَالَ : "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ".

– صحيح.

৮৪৯। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে অবহিত করেছেন এবং সা'ব ইবনু জাসসামা (রাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে অবহিত করেছেন যে, আবওয়া বা ওয়াদ্‌দান নামক জায়গাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটা বন্য গাধা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দিলেন। কিন্তু তাঁকে তিনি তা ফেরত দিলেন। তাঁর চেহারাতে মালিন্যের ভাব দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমার এই উপহার ফিরিয়ে দিতাম না। কিন্তু আমরা যে এখন ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি।

সহীহ্

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং অপরাপর আলিমগণ মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া মাকরূহ্ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ফেরতদানের তাৎপর্য এই যে, তিনি অনুমান করেছিলেন যে, হয়ত তাঁর উদ্দেশ্যেই এটিকে শিকার করা হয়েছে। তাই এটা হতে বাঁচতেই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম যুহ্‌রী (রাহঃ)-এর কিছু শাগরিদ তার হতে বর্ণনা করেন যে, বন্য গাধার গোশ্‌ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দেয়া হয়। কিন্তু এই রিওয়ায়াতটি সংরক্ষিত নয়।

আলী ও যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ মুহ্‌রিমের জন্য ভুল্লোক শিকার করা

٨٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ؛ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ : آكُلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ، قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٨٥).

৮৫১। ইবনু আবূ আম্মার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে আমি বললাম, ভুল্লোক কি শিকার (করার মত প্রাণী)? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কি খেতে পারবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এ কথা বলেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০৮৫)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ (রাহঃ) বলেন, এই হাদীসটি জারীর ইবনু হাযিম (রাহঃ) রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি সনদের উল্লেখ করেছেন এভাবে "জাবির হতে তিনি উমার হতে"। কিন্তু ইবনু জুরাইজ (রাহঃ)-এর বর্ণনাটি বেশি সহীহ্। এই মত ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। একদল আলিম মুহ্রিমের ক্ষেত্রে বলেন, সে যদি ভুল্লোক শিকার করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاَهَا، وَخُرُوْجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন

٨٥٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ؛ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٦٣٣) ق.

৮৫৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন এর উচ্চভূমি দিয়ে আসলেন এবং বের হলেন নিম্নভূমি দিয়ে।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১৬৩৩) বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ نَهَارًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ দিনের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় আগমন

٨٥٤- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٦٢٩) ق.

৮৫৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা মক্কা নগরীতে আগমন করেন।

– **সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১৬২৯), বুখারী, মুসলিম**

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ তাওয়াফ আদায়ের নিয়ম-কানুন

٨٥٦- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ؛ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلاَثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَقَالَ : {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا -أَظُنُّهُ-، قَالَ : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٧٤) م.

৮৫৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মক্কায় পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, তারপর ডান দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তিন বার তাওয়াফ করলেন দ্রুত পদক্ষেপে, আর স্বাভাবিক গতিতে তাওয়াফ করলেন চার বার। এরপর মাকামে ইব্‌রাহীমে আসলেন এবং পাঠ করলেন ঃ "মাকামে ইব্‌রাহীমকে তোমরা নামাযের জায়গা হিসাবে গ্রহণ কর"(সূরা ঃ বাকারা– ১২৫)। তিনি এখানে তাঁর ও বাইতুল্লাহ্‌র মাঝে মাকামে ইব্‌রাহীমকে রেখে দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন, এরপর হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তা চুম্বন করলেন। এরপর তিনি বের হয়ে গেলেন সাফা পাহাড়ের দিকে (সাঈর উদ্দেশ্যে)। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার ধারণা তিনি তখন পাঠ করলেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দুটি) আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"(সূরা ঃ বাকারা– ১৫৮)।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০৭৪), মুসলিম

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেন।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত দ্রুত প্রদক্ষিণ করা

৮৫৭– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.

– صحيح : المصدر نفسه م.

৮৫৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু

করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার দ্রুত পদক্ষেপে তাওয়াফ করেন এবং ধীর পদক্ষেপে চারবার তাওয়াফ করেন।

– সহীহ, প্রাগুক্ত

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলিমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, কোন লোক নিজ ইচ্ছায় দ্রুত পদে তাওয়াফ (রমল) ছেড়ে দিলে তার এই কাজটি মন্দ বলে বিবেচিত হবে, কিন্তু এইজন্য তার উপর কিছু ধার্য হবে না। প্রথম তিন চক্করে রমল না করলে বাকী চক্করসমূহে আর তা করবে না। একদল আলিম বলেছেন, মক্কাবাসী এবং যারা মক্কা হতে ইহ্রাম বাঁধেন তাদের জন্য রমল (দ্রুত পদে তাওয়াফ) নেই।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي دُوْنَ مَا سِوَاهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ শুধু হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা

٨٥٨– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَمُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ؛ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا!

– صحيح : "الحج الكبير" ق.

৮৫৮। আবুত্ তুফাইল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তাওয়াফের সময় মুআবিয়া

(রাঃ) যে রুকনের পাশ দিয়েই যেতেন সেটিই চুম্বন করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, শুধুমাত্র রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করতেন। মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, বাইতুল্লাহ্র কিছুই উপেক্ষণীয় নয়।

– সহীহ্, আলহাজ্জুল কাবীর, বুখারী, মুসলিম

উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করার কথা বলেছেন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কিছু চুম্বন করবে না।

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ ইযতিবা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করেছেন

٨٥٩– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا؛ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ.

– حسن "ابن ماجه" (٢٩٥٤).

৮৫৯। ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নীচে দিয়ে এবং তার দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপর দিয়ে জড়ানো (ইযতিবা) অবস্থায় (বাহু খোলা রেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করেছেন।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৯৫৪)

আবূ ঈসা বলেন, এটি ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত সাওরীর হাদীস। এটিকে আমরা শুধুমাত্র তার হাদীস হিসেবেই জেনেছি। এই হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবদুল হামীদ হলেন ইবনু জুবাইরা ইবনু শাইবা এবং ইয়ালা (রাঃ) হলেন ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যা।

٣٧)- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া

٨٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَيَقُوْلُ : إِنِّيْ أُقَبِّلُكَ؛ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ؛ لَمْ أُقَبِّلْكَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٤٣) ق.

৮৬০। আবিস ইবনু রবীআ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে আমি হাজরে আসওয়াদে চুমা দিতে দেখেছি এবং তিনি তখন বলছিলেনঃ আমি তোমাকে চুমা দিচ্ছি অথচ আমি জানি তুমি শুধুই একটি পাথর। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমা দিতাম না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯৪৩), বুখারী, মুসলিম

আবূ বাক্‌র ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ زُوْحِمْتُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُ، وَيُقَبِّلُهُ.

- صحيح : "الحج الكبير" خ.

৮৬১। যুবাইর ইবনু আরাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি ইবনু উমারকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। জবাবে তিনি বললেন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। লোকটি বললোঃ আপনি কি মনে করেন? আমি যদি পরাভূত হই, আপনি কি মনে করেন? আমি যদি ভিড়ে আটকে পরি, তিনি বললেন তোমার ঐ কি মনে কর (কথাটি) ইয়ামানে রেখে আস (লোকটি ইয়ামানী ছিল তাই একথা বললেন) আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা স্পর্শ করতে ও চুম্বন দিতে দেখেছি।

– সহীহ্, (আল-হাজ্জুলকাবীর) বুখারী

বর্ণনাকারী এই যুবাইর ইবনু আরাবী হতে হাম্মাদ ইবনু যাইদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর যুবাইর ইবনু আদী কুফাবাসী যার উপনাম আবূ সালামা তিনি আনাস ইবনু মালিক এবং আরও অনেক সাহাবী হতে হাদীস শুনেছেন। তার নিকট হতে সুফিয়ান সাওরী এবং আরও অনেক হাদীস বিশারদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হাদীসটি আরও একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করাকে তাঁরা মুস্তাহাব বলেছেন। তবে এর নিকটে আসা সম্ভব না হলে তাতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করবে। এতটুকু নিকটে আসাও সম্ভব না হলে এর বরাবর এসে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলবে। এটি ইমাম শাফিঈ (রাহঃ)-এর অভিমত।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদঃ ৩৮ ॥ মারওয়ার আগে সাফা হতে সাঈ শুরু করতে হবে

٨٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ: طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَأَتَى الْمَقَامَ، فَقَرَأَ : {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}؛

فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ : "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ"، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، وَقَرَأَ : {إِنَّ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

– صحيح : "ابن ماجه" (١٣٧٤) م بلفظ : "أبدأ".

৮৬২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসার পর বাইতুল্লাহ্ শারীফে সাত (শাওতে) তাওয়াফ করলেন। তারপর মাকামে ইব্রাহীমে এসে পাঠ করলেনঃ 'ইব্রাহীমের দাঁড়াবার জায়গাকে তোমরা নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ কর" (সূরাঃ বাকারা– ১২৫)। তারপর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে তিনি দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন, তারপর হাজরে আসওয়াদের নিকটে এসে তা চুমা দিলেন, তারপর বললেন ঃ যে দিক হতে আল্লাহ্ তা'আলা শুরু করেছেন সে দিক হতে (দৌড়ানো) আমরাও শুরু করব। সা'ফা পর্বত হতে তিনি সা'ঈ শুরু করলেন এবং পাঠ করলেন ঃ 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"(সূরাঃ বাকারা– ১৫৮)।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৩৭৪), মুসলিমে এরূপ বর্ণনা আছে "আমি শুরু করব"।

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলিমগণের মতে এই হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। মারওয়ার আগে সাফা হতে সাঈ শুরু করতে হবে। সাফার আগে মারওয়া হতে সাঈ শুরু করলে তা সঠিক হবে না, বরং শুরু করতে হবে সাফা হতেই। সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে যদি কোন লোক শুধু বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করে চলে আসে তবে এ প্রসঙ্গে আলিমগণের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, যদি কোন লোক সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে মক্কা হতে বেরিয়ে যায় এবং মক্কার নিকটেই থাকা অবস্থায় যদি সে কথা তার মনে পড়ে তবে সে ফিরে আসবে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ পুরো করবে। আর যদি দেশে ফিরার পর তার মনে পড়ে তাহলে তার হাজ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তাকে একটি দম (কুরবানী) দিতে হবে। এটা সুফিয়ান সাওরীর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেছেন, কোন লোক যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করে দেশে ফিরে আসে তাহলে তার হাজ্জ আদায় হবে না। এটা ইমাম শাফিঈ (রাহঃ)-এর অভিমত। তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ওয়াজিব, তা ব্যতীত হাজ্জ হবে না।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মধ্যে সাঈ করা

٨٦٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؛ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَه.

– صحيح ق.

৮৬৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করেছেন (দৌড়িয়েছেন)।

– সহীহ্, বুখারী, মুসলিম

আইশা, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করাকে (দৌড়ে চলাকে) আলিমগণ মুস্তাহাব বলেছেন। সাঈ না করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে যদি কোন লোক শুধু হেঁটে প্রদক্ষিণ করে তবে তাও জায়িয।

٨٦٤- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي السَّعْيِ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَمْشِي فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ : لَئِنْ

سَعَيْتُ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي؛ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٨٨).

৮৬৪। কাসীর ইবনু জুমহান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে চলার স্থানে ইবনু উমার (রাঃ)-কে আস্তে চলতে দেখে আমি বললাম, সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে চলার স্থানে আপনি আস্তে চলছেন যে? তিনি বলেন, আমি যদি দ্রুত চলি তবে দ্রুত চলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দেখেছি। আর যদি আস্তে চলি তবে আস্তে চলতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, আর আমি তো এখন একজন বৃদ্ধ লোক।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯৮৮)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। একই রকম হাদীস ইবনু উমার (রাঃ) হতে সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ)-ও বর্ণনা করেছেন।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করা

٨٦٥– حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ؛ أَشَارَ إِلَيْهِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٤٨) ق.

৮৬৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাহনে সাওয়ার হয়ে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেছেন। তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে এর প্রতি ইশারা করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯৪৮), বুখারী, মুসলিম

জাবির, আবুত তুফায়িল ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। কোন কারণ ছাড়া আরোহী অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করাকে একদল আলিম মাকরূহ্ বলেছেন। এই অভিমত ইমাম শাফিঈরও।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ তাওয়াফের ফাযীলাত

٨٦٧– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، قَالَ : كَانُوْا يَعُدُّوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيْهِ.

وَلِعَبْدِ اللّٰهِ أَخٌ –يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ –، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ – أَيْضًا.

– صحيح الإسناد.

৮৬৭। আইয়্যূব সাখতিয়ানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনু সাঈদ ইবনু জুবাইরকে মুহাদ্দিসগণ তার পিতা সাঈদ ইবনু জুবাইর হতেও উত্তম গণ্য করতেন। তার এক ভাই ছিল, যার নাম আবদুল মালিক ইবনু সাঈদ ইবনু জুবাইর। তার নিকট হতেও মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

– সনদ সহীহ্

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ لِمَنْ يَطُوفُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ আসর ও ফজরের পরেও তাওয়াফের ক্ষেত্রে তাওয়াফের নামায আছে

٨٦٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "يَا بَنِيْ عَبْدِمَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ".

- صحيح : صحيح ابن ماجه" (١٢٥٤).

৮৬৮। জুবাইর ইবনু মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে আব্দ মানাফের বংশধরগণ! তোমরা কোন লোককে রাত ও দিনের যে কোন সময় ইচ্ছা বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে এবং নামায আদায় করতে বাধা দিও না।

– সহীহ্, সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (১২৫৪)

ইবনু আব্বাস ও আবূ যার্ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ নাজীহ্ও এই হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনু বাবা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমামদের মধ্যে মক্কা শারীফে আসর ও ফজরের নামাযের পর অন্য কোন নামায আদায় করার বৈধতা প্রসঙ্গে মতের অমিল আছে। কিছু সংখ্যক আলিম আসর ও ফজরের পরে নামায ও তাওয়াফে কোন সমস্যা না থাকার কথা বলেছেন। এই অভিমত ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকেরও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসকে তাঁরা প্রমাণ হিসাবে হাযির করেন। আরেক দল আলিম বলেন, আসরের পর যদি কোন লোক তাওয়াফ করে তাহলে সে লোক সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তাওয়াফের নামায আদায় করবে না। এমনিভাবে ফজরের

পর কোন লোক যদি তাওয়াফ করে তাহলে সে লোক সূর্য না উঠা পর্যন্ত তাওয়াফের নামায আদায় করবে না। তারা নিজেদের মতের অনুকূলে উমার (রাঃ)-এর হাদীস পেশ করেছেন। ফজরের নামাযের পড় তিনি তাওয়াফ করলেন, কিন্তু (তাওয়াফের) নামায আদায় করলেন না। সূর্য উঠার পর তিনি ঐ নামায যীতুয়া নামক জায়গাতে পৌছে আদায় করেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও মালিকেরও।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ তাওয়াফের দুই রাক'আত নামাযের কিরা'আত

٨٦٩- أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُصْعَبِ الْمَدَنِيُّ -قِرَاءَةً-، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَيِ الإِخْلَاصِ : {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ}، {وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ}.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٧٤) م.

৮৬৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাওয়াফের দুই রাক'আত নামায আদায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখলাসের দুইটি সূরা তিলাওয়াত করেনঃ সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০৭৪), মুসলিম

٨٧٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِـ : {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ}، وَ: {قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ}.

- صحيح الإسناد مقطوعا.

৮৭০। জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাওয়াফের দু'রাক'আত নামাযে তিনি (মুহাম্মাদ আল-বাকির) সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন।

– সনদ সহীহ, মাকতু'

আব্দুল আজীজ ইবনু ইমরানের হাদীসের তুলনায় এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা বেশি সহীহ্ বলেছেন। কেননা বর্ণনাকারী আবদুল আযীয ইবনু ইমরান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ

٨٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا : بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ قَالَ : بِأَرْبَعٍ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ؛ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ؛ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

– صحيح : "الإرواء" (١١٠١).

৮৭১। যাইদ ইবনু উসাই (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, কি বিষয় সহকারে আপনাকে (নবম হিজরীতে মক্কায়) পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, চারটি বিষয় (ঘোষণা করার জন্য)। মুসলিম ছাড়া আর কোন লোক জান্নাতে যাবে না; কোন লোক উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না; এইখানে (কা'বা শারীফে) মুসলিম ও মুশরিকগণ এই বছরের পর একত্র হতে পারবে না এবং যে সব লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি আছে সে সব লোকের চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ

থাকবে, কিন্তু যে সব লোকের চুক্তিতে কোন মেয়াদের উল্লেখ নেই সে সব লোকের চুক্তির মেয়াদ (আজ হতে) চার মাস পর্যন্ত।

– সহীহ্, ইরওয়া (১১০১)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨٧٢– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .... نَحْوَهُ؛ وَقَالاَ : زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ. وَهٰذَا أَصَحُّ.

– صحيح : انظر ما قبله.

৮৭২। ইবনু আবূ উমার ও নাসর ইবনু আলী তারা উভয়ে সুফিয়ান হতে, তিনি আবূ ইসহাকের বরাতে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে যাইদ ইবনু উসাইর স্থলে তারা উভয়ে ইয়ুসাই উল্লেখ করেছেন, এটাই বেশি সহীহ্।

– সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এই ক্ষেত্রে শুবার ভুল আছে। বর্ণনাকারীর নামটি তিনি যাইদ ইবনু উসাইল বলে উল্লেখ করেছেন।

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ কা'বার অভ্যন্তরে নামায আদায় করা

٨٧٤– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلاَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٦٣) ق.

৮৭৪। বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কা'বার অভ্যন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০৬৩), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি নামায আদায় করেননি, বরং তাক্বীর ধ্বনি করেছেন।

উসামা ইবনু যাইদ, ফাযল ইবনু আব্বাস, উসমান ইবনু তালহা ও শাইবা ইবনু উসমান (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বিলাল (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম মত দিয়েছেন। কা'বার অভ্যন্তরে নামায আদায় করাতে কোন সমস্যা আছে বলে তারা মনে করেন না; ইমাম মালিক বলেন, নফল নামায কা'বার অভ্যন্তরে আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই; তবে ফরয নামায আদায় করা মাকরূহ্। ইমাম শাফিঈ বলেন, যে কোন নামায কা'বার অভ্যন্তরে আদায় করায় সমস্যা নেই তা ফরয হোক বা নফল হোক। কেননা, কিবলামূখী হওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ফরয ও নফলের বিধান একই।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَسْرِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ (নির্মাণকল্পে) কা'বা ঘর ভাঙ্গা প্রসঙ্গে

٨٧٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُ : حَدِّثْنِيْ بِمَا كَانَتْ تُفْضِيْ إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ - يَعْنِيْ : عَائِشَةَ -، فَقَالَ : حَدَّثَتْنِيْ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا : "لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ؛ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٨٧٥).

৮৭৫। আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু যুবাইর (রাঃ) তাঁকে বললেন, তোমাকে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রাঃ) যে হাদীস বলেছেন, তা আমার নিকটে বর্ণনা কর। আসওয়াদ বলেন, তিনি

আমাকে বলেছেন যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ যদি তোমার সম্প্রদায় জাহিলী যুগের এত নিকটে এবং ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নবদীক্ষিত না হত তাহলে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করে) এর দুটো দরজা বানাতাম।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৮৭৫)

বর্ণনাকারী বলেন, পরে যখন ইবনুয যুবাইর (রাঃ) ক্ষমতাধিকারী হন তখন এটিকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করেন এবং) এর দুইটি দরজা তৈরী করেন।

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ হাতীমে নামায আদায় করা

٨٧٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِي، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ، فَقَالَ : "صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوهُ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ".

– حسن صحيح : "صحيح أبي داود" (١٧٦٩)، "الصحيحة" (٤٣).

৮৭৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে ঢুকে সেখানে আমি নামায আদায়ের ইচ্ছা করতাম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজর (হাতীম)-এ প্রবেশ করিয়ে আমাকে বললেনঃ যদি তুমি বাইতুল্লায় চাও তাহলে এই হিজরেই নামায আদায় করে নাও। কেননা, এও

বাইতুল্লাহ্‌র অংশ। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় কা'বা ঘর ছোট করে নির্মাণ করে এবং (অর্থাভাবে) এই স্থানটিকে কা'বার বাইরে রেখে দেয়।

– হাসান সহীহ, সহীহ্ আবূ দাউদ (১৭৬৯), সহীহাহ্ (৪৩)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। বর্ণনাকারী আলকামার পিতার নাম বিলাল।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ হাজরে আসওয়াদ, রুকন ও মাকামে ইব্‌রাহীমের ফাযীলাত

٨٧٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ؛ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ".

– صحيح : "المشكاة" (٢٥٧٧)، "التعلنق الرغيب" (١٢٣/٢) "الحج الكبير".

৮৭৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাত হতে হাজরে আসওয়াদ অবতীর্ণ হয়েছিল দুধ হতেও বেশি সাদা অবস্থায়। কিন্তু এটিকে আদম সন্তানের গুনাহ্ এমন কালো করে দিয়েছে।

– সহীহ্, মিশকাত (২৫৭৭), তা'লীকুর রাগীব (২/১২৩), আল-হাজ্জুল কাবীর

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨٧٨– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِيْ يَحْيَى،

قَالَ : سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللّٰهُ نُوْرَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا؛ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ".

– صحيح : "المشكاة" (٢٥٧٩).

৮৭৮। আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকূত (দীপ্তিশীল মূল্যবান মণি) হতে দুটো ইয়াকূত। আল্লাহ্ তা'আলা এই দু'টির আলোকপ্রভা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। এ দু'টির প্রভা যদি তিনি নিস্তেজ করে না দিতেন তাহলে তা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিত।

– সহীহ্, মিশকাত (২৫৭৯)

আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ)-এর এই বক্তব্য মাওকূফভাবে বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতেও এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে, তবে তা গারীব।

٥٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ إِلَىٰ مِنًى وَالْمُقَامِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ মিনায় গমন এবং সেখানে অবস্থান

٨٧٩– حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَىٰ عَرَفَاتٍ.

– صحيح : "حجة النبي ﷺ" (٦٩/٥٥) م جابر.

৮৭৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন, তারপর ভোরে যাত্রা শুরু করেন আরাফাতের দিকে।

– সহীহ্, হাজ্জাতুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৫৫/৬৯), মুসলিম, জাবির হতে

আবূ ঈসা বলেন, হাদীস বিশারদগণ বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনু মুসলিমের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٨٨٠– حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَىٰ عَرَفَاتٍ.

– صحيح : انظر ما قبله.

৮৮০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় যুহর ও ফজরের নামায (অর্থাৎ যুহর হতে পরবর্তী ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায) আদায় করলেন। তারপর ভোরেই আরাফাতের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

– সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, মিকসাম-ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী ইয়াহ্ইয়ার সনদে শুবা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাকাম মিকসাম হতে মাত্র পাঁচটি হাদীস শুনেছেন। এরপর এই পাঁচটি হাদীস তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এগুলোর মধ্যে উক্ত হাদীসটি ছিল না।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْصِيْرِ الصَّلاَةِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ মিনায় নামায কসর করা

٨٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى -آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَه- رَكْعَتَيْنِ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٧١٤) ق.

৮৮২। হারিসা ইবনু ওয়াহ্‌ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকা অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বাধিক সংখ্যক লোকসহ মিনায় (চার রাক'আত ফরযের স্থলে) দুই রাক'আত নামায আদায় করেছি।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১৭১৪), বুখারী, মুসলিম

ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার ও আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মিনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দুই রাক'আত নামায আদায় করেছি এবং এখানে আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও দুই রাক'আত নামায আদায় করেছি।

মক্কাবাসীদের জন্য মিনায় নামায কসর করা প্রসঙ্গে ইমামদের মধ্যে মতের অমিল আছে। একদল আলিম বলেন, মিনায় মুসাফির ছাড়া অন্য কোন মক্কাবাসী সেখানে নামায কসর করবে না। এই মত দিয়েছেন ইবনু জুরাইজ, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। কিছু আলিম বলেছেন, মক্কাবাসীর জন্য মিনায় নামায কসর করায় কোন সমস্যা নেই। এই অভিমত আওযাঈ, মালিক, সুফিয়ান ইবনু উআইনা ও আবদুর রাহমান ইবনুল মাহদী (রাহঃ)-এর।

٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَالدُّعَاءِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দু'আ করা

٨٨٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ : أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ؛ وَنَحْنُ وُقُوفٌ بِالْمَوْقِفِ -مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو-، فَقَالَ : إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيكُمْ؛ يَقُولُ : "كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠١١).

৮৮৩। ইয়াযীদ ইবনু শাইবান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু মিরবা আনসারী (রাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। আরাফাতের এমন এক জায়গায় আমরা অবস্থান করছিলাম যাকে আমর (রাঃ) (ইমামের স্থান হতে) বহু দূর বলে মনে করছিলেন। ইবনু মিরবা আনসারী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে আমি তোমাদের নিকটে এসেছি। তিনি বলেছেনঃ হাজ্জের নির্ধারিত স্থানসমূহে তোমরা অবস্থান কর। কারণ, তোমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর ওয়ারিসী প্রাপ্ত হয়েছ।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০১১)

আলী, আইশা, জুবাইর ইবনু মুতইম ও শারীদ ইবনু সুওয়াইদ সাকাফী (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমরা হাদীসটি প্রসঙ্গে শুধু ইবনু উআইনা হতে-আমর ইবনু দীনারের সূত্রেই জানতে পারি। ইবনু মিরবার নাম ইয়াযীদ আনসারী। এই একটি হাদীসই তার সূত্রে বর্ণিত আছে বলে জানা যায়।

٨٨٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عروة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا -وَهُمُ الْحُمْسُ- يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ : نَحْنُ قَطِينُ اللّٰهِ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ - تَعَالَىٰ - {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠١٨) ق.

৮৮৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরাইশ এবং তাদের ধর্মের যারা অনুসারী ছিল তাদেরকে হুম্‌স বলা হত। তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং বলত, আমরা আল্লাহ্‌র ঘরের অধিবাসী। তারা ব্যতীত অন্য লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করত। আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "অতঃপর যেখান হতে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন কর" (সূরাঃ বাকারা–১৯৯)।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০১৮), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, মক্কাবাসীরা (হাজ্জের সময়) হারাম শারীফের বাইরে বের হত না। হারাম শারীফের বাইরে আরাফাতের ময়দান অবস্থিত। তাই তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং আল্লাহ্‌র ঘরের অধিবাসী বলে (গর্ববোধের) নিজদেরকে পরিচয় দিত। আরাফাতে তারা ব্যতীত অন্যান্য লোক থাকত। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেনঃ "অতঃপর লোকেরা যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন কর"। "হুম্‌স" হল হারামবাসী।

٥٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ সম্পূর্ণ আরাফাতই অবস্থান স্থল

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ: وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: "هٰذِهِ عَرَفَةُ، وَهٰذَا هُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ"، ثُمَّ أَفَاضَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَجَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ عَلٰى هَيْئَتِهِ؛ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْناً وَشِمَالاً؛ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ!"، ثُمَّ أَتَى جَمْعاً، فَصَلّٰى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيْعاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتٰى قُزَحَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: "هٰذَا قُزَحُ؛ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ"، ثُمَّ أَفَاضَ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى وَادِي مُحَسِّرٍ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ، فَخَبَّتْ، حَتّٰى جَاوَزَ الْوَادِيَ فَوَقَفَ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ، فَقَالَ: "هٰذَا الْمَنْحَرُ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ، قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ؛ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "حُجِّيْ عَنْ أَبِيْكِ"، قَالَ: وَلَوٰى عُنُقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟! قَالَ: "رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً؛ فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا"، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ قَالَ: "احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ؛ وَلَا حَرَجَ"، قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟

قَالَ : "ارْمِ؛ وَلَا حَرَجَ"، قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ : "يَا بَنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! لَوْ لَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَنْهُ لَنَزَعْتُ".

– حسن : "حجاب المرأة"، "الحج الكبير" (٢٨).

৮৮৫। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তারপর বললেনঃ এটাই আরাফাতের ময়দান, এটাই অবস্থান স্থল। আর গোটা আরাফাতই অবস্থান স্থল। এরপর সূর্য ডুবে গেলে তিনি সেখান হতে ফিরে আসলেন এবং তাঁর বাহনের পিছনে উসামা ইবনু যাইদকে বসালেন। স্বীয় অবস্থান হতে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন। লোকজন তাদের উটগুলো ডানে বামে হাঁকাচ্ছিল। তাদের দিকে তিনি তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা শান্তভাবে পথ চল। লোকদেরকে নিয়ে মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি দুই ওয়াক্তের (মাগরিব ও এশা) নামায একসাথে আদায় করলেন। ভোরে 'কুযাহ্' নামক জায়গাতে এসে তিনি অবস্থান করলেন এবং বললেনঃ এটা হলো কুযাহ্; এটাও অবস্থান স্থল, আর সম্পূর্ণ মুযদালিফাই অবস্থানের জায়গা। এরপর তিনি ওয়াদী মুহাস্সারে আসলেন। তাঁর উটটিকে তিনি বেত মারলেন, ফলে তা দ্রুত উপত্যকাটি অতিক্রম করল। তারপর তিনি থামলেন এবং তাঁর পিছনে ফাযলকে বসালেন এরপর তিনি জামরায় আসলেন এবং এখানে কংকর নিক্ষেপ করলেন। তিনি কুরবানীর জায়গায় পৌঁছে বললেনঃ এটা কুরবানী করার জায়গা। আর সম্পূর্ণ মিনাই কুরবানী করার জায়গা। এরকম সময় তাঁকে খাসআম গোত্রের এক যুবতী ফাতাওয়া জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা খুবই বয়স্ক ব্যক্তি। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত হাজ্জ তার উপর ফরয হয়েছে। তার পক্ষ হতে আমি হাজ্জ আদায় করলে সেটা কি তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেনঃ তোমার বাবার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় কর। আলী (রাঃ) বলেন, তিনি এমন সময় ফাযলের ঘাড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় কেন ঘুরিয়ে দিলেন? তিনি বললেনঃ আমি লক্ষ্য করলাম এরা দুইজন যুবক-যুবতী। সুতরাং তাদেরকে আমি শাইতান

হতে নিরাপদ মনে করিনি। এরপর এক লোক এসে তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে মাথা মুণ্ডনের পূর্বেই তাওয়াফ (ইফাযা) করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ মাথা মুণ্ডন করে ফেলো, কোন সমস্যা নেই, অথবা বললেন, চুল ছেটে ফেলো, কোন সমস্যা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আরেক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কংকর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ কংকর মেরে নাও, কোন সমস্যা নেই। আলী (রাঃ) বলেন, তারপর বাইতুল্লাহ্ পৌঁছে তিনি তাওয়াফ করলেন, তারপর যমযম কূপের নিকটে এসে বললেনঃ হে আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকেরা! জনতা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠবে এই ভয় যদি না হত তবে আমি (তোমাদের সঙ্গে) অবশ্যই পানি টেনে তুলতাম।

– হাসান, হিযাবুল মারআ, আল-হাজ্জুল কাবীর (২৮)

জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে, এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলী (রাঃ)-এর এই হাদীসটি আমাদের নিকটে আবদুর রাহমান ইবনুল হারিস ইবনু আইয়্যাশের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে জানা নেই। সাওরী হতে একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আরাফাতে যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর একসাথে আদায় করতে বলেছেন। কিছু আলিম বলেন, নিজের অবস্থান স্থলেই কোন লোক নামায আদায় করলে এবং ইমামের সঙ্গে নামাযে হাযির না হয়ে নিজ অবস্থান স্থলে নামায আদায় করলে সে চাইলে ইমামের মত দুই নামায একসাথে আদায় করতে পারে। বর্ণনাকারী যাইদ ইবনু আলী হলেন ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর পৌত্র।

٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ আরাফাতের ময়দান হতে প্রত্যাবর্তন

٨٨٦– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ،

وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَعَ فِيْ وَادِي مُحَسِّرٍ -وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ-: وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ؛ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ -وَزَادَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ-: وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَقَالَ : "لَعَلِّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٦٩٩، ١٧١٩) م.

৮৮৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদী মুহাস্‌সারে তাঁর উট দ্রুত হাঁকিয়ে যান। এই হাদীসে বিশ্‌র আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি শান্তভাবে মুযদালিফা হতে ফিরে আসেন এবং লোকদেরকেও শান্তভাব অবলম্বনের হুকুম দেন। আবূ নুআইম আরো বর্ণনা করেনঃ তিনি নুড়ি পাথর (জামরায়) ছুড়ে মারার হুকুম দেন এবং বলেনঃ এই বছরের পর হয়ত আমি আর তোমাদের দেখা পাব না।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১৬৯৯, ১৭১৯), মুসলিম

উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ মাগরিব ও এশা একসাথে মুযদালিফাতে আদায় করা

٨٨٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ، فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هٰذَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٦٨٢، ١٦٩٠) ق، ولفظ (م) : "بإقامة واحدة" وهو شاذ. ولفظ (خ) : "كل واحدة منهما بإقامة"، وهو المحفوظ.

৮৮৭। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মালিক (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুযদালিফাতে ইবনু উমার (রাঃ) নামায আদায় করলেন। সেখানে তিনি এক ইকামাতে দুই নামায (মাগরিব ও এশা) একসাথে আদায় করলেন এবং বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই স্থানে আমি এরকমই করতে দেখেছি।

– সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (১৬৮২, ১৬৯০), নাসা-ঈ, মুসলিমের শব্দ ইকামাতুন ওয়াহিদাতুন ঐ বর্ণনাটি শাজ, বুখারীর শব্দ প্রত্যেক নামাযের জন্যই ইকামাত, এ বর্ণনাটি সংরক্ষিত।

٨٨٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... بِمِثْلِهِ.

– صحيح : انظر ما قبله.

৮৮৮। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি ইবনু উমার হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার বলেন, ইয়াহ্ইয়া সুফিয়ানের বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন। আলী, আবূ আইয়্যুব, আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ, জাবির ও উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস সম্বন্ধে সুফিয়ানের রিওয়ায়াতটি

ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদের রিওয়ায়াত অপেক্ষা বেশি সহীহ্। সুফিয়ানের রিওয়ায়াতটি হাসান সহীহ্।

এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ বলেন, মাগরিবের নামায মুযদালিফার বাইরে আদায় করা যাবে না। মুযদালিফায় পৌঁছার পর দুই নামায (মাগরিব-এশা) এক ইকামাতে একইসাথে আদায় করবে, এর মধ্যে নফল নামায আদায় করবে না। কিছু আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। এই অভিমত সুফিয়ান সাওরীর। তিনি বলেন, ইচ্ছা করলে মাগরিব আদায় করে রাতের খাবার খেয়ে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে তারপর ইকামাত দিয়ে এশার নামায আদায় করা যায়। আবার কিছু আলিম বলেন, মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একসাথে এক আযান ও দুই ইকামাতে আদায় করবে। মাগরিবের আযান দেওয়ার পর ইকামাত দিবে এবং মাগরিবের নামায আদায় করবে, আবার ইকামাত দিয়ে এশার নামায আদায় করবে। এই মত ইমাম শাফিঈর। আবূ ঈসা বলেনঃ আবূ ইসহাক-মালিক পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ ও খালিদ সূত্রে-ইবনু উমার (রাঃ) হতে এই হাদীসটিকে ইসরাঈল বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতে সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে সালামা ইবনু কুহাইলও এটিকে বর্ণনা করেছেন। মালিকের পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ্ ও খালিদ-ইবনু উমার (রাঃ) হতে এটিকে আবূ ইসহাক বর্ণনা করেছেন।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ মুযদালিফায় যে লোক ইমামকে পেল সে লোক হাজ্জ পেয়ে গেল

৮৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ

بِعَرَفَةَ، فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى : "الْحَجُّ عَرَفَةُ"، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ؛ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ؛ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ- قَالَ : وَزَادَ يَحْيَى-، وَأَرْدَفَ رَجُلًا، فَنَادَى.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠١٥).

৮৮৯। আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ামার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নাজদবাসী কিছু লোক আসলো। তিনি তখন আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। তারা হাজ্জ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করে। এই মর্মে এক ঘোষণাকারীকে তিনি ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেনঃ হাজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান। মুযদালিফার রাতে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বেই কোন লোক এখানে পৌঁছতে পারলে সে হাজ্জ পেল। তিনটি দিন হচ্ছে মিনায় অবস্থানের। দুই দিন অবস্থান করে কোন লোক তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করলে তাতে কোন সমস্যা নেই। আর তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকে কোন লোক বিলম্বিত করলে তাতেও কোন সমস্যা নেই। মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আরো আছেঃ এক লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন। সে লোক তা ঘোষণা দিতে থাকল।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০১৫)

٨٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

– صحيح : انظر ما قبله.

৮৯০। পূর্বোক্ত হাদীসের মতই ইবনু আবী উমার সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে, তিনি বুকাইর ইবনু আতা হতে

তিনি আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ামুর (রাঃ) হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

সুফিয়ান ইবনু উআইনা বলেন, এটি একটি উত্তম হাদীস যা সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিম আবদুর রাহমান ইবনু ইয়ামুরের হাদীস অনুসারে আমল করেন। তাঁরা বলেন, (৯ যিলহাজ্জ দিবাগত রাতে) কোন লোক যদি ফজর উদয়ের পূর্বে আরাফাতে হাযির হতে ব্যর্থ হয় তবে তার হাজ্জ ছুটে গেল। ফজর উদয়ের পর হাযির হলে তা ধর্তব্য হবে না। সে উমরা করবে এবং পরবর্তী বছর হাজ্জ আদায় করবে। এই মত প্রকাশ করেছেন সুফিয়ান সাওরী, সাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক। আবূ ঈসা বলেনঃ শুবা বুকাইর ইবনু আতা হতে সাওরীর হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি ওয়াকী বর্ণনা করে বলেছেন, হাজ্জ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মূল হচ্ছে এই হাদীসটি।

٨٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، وَزَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ الطَّائِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ؛ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِيْ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِيْ، وَاللّٰهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ؛ فَهَلْ لِيْ مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هٰذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ؛ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا؛ فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ".

– صحيح : ابن ماجه" (٣٠٢٦) ق.

৮৯১। উরওয়া ইবনু মুযার্‌রিস ইবনু আওস ইবনু হারিসা ইবনু লাম আত্-তাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম, তখন তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাঈ-এর দুই পাহাড় (অঞ্চল) হতে এসেছি। আমার বাহনকেও আমি ক্লান্ত করে ফেলেছি এবং নিজেকেও খুবই পরিশ্রান্ত করেছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এমন কোন বালির স্তুপ ছেড়ে যাইনি যেখানে আমি অবস্থান করিনি। আমার কি হাজ্জ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমাদের এই নামাযে যে লোক শরীক হয়েছে, আমাদের সাথে ফিরে আসা পর্যন্ত অবস্থান করেছে এবং এর পূর্বে রাতে বা দিনে আরাফাতে থেকেছে তার হাজ্জ পূর্ণ হয়েছে এবং সেলোক তার অপরিচ্ছন্নতা দূর করে নিয়েছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০২৬), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। তাফাসাহু এর অর্থ তার হাজ্জ। বালির স্তুপকে হাবল বলা হয়। পাথরের স্তুপকে জাবাল বলা হয়।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْدِيْمِ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ রাতেই দুর্বল লোকদের মুযদালিফা হতে (মিনায়) পাঠানো

٨٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَقَلٍ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

– صحيح : "ابن ماجه (٣٠٢٦) ق نحوه.

৮৯২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মাল-সামানবাহী দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতেই আমাকে মুযদালিফা হতে (মিনায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩০২৬), নাসা-ঈ অনুরূপ

আইশা, উম্মু হাবীবা, আসমা বিন্‌তু বাকর ও ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٨٩٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَقَالَ : "لَا تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٢٥).

৮৯৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের মধ্যে দুর্বলদের (মুযদালিফা হতে মিনায়) আগেই পাঠিয়ে দেন। আর তিনি বলেদেনঃ তোমরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত (জামরায়) কংকর নিক্ষেপ করবে না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০২৫)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম বলেন, রাতে মুযদালিফা হতে দুর্বলদেরকে আগেই মিনায় পাঠিয়ে দেয়াতে কোন সমস্যা নেই। এই হাদীসের ভিত্তিতে বেশিরভাগ আলিম বলেন, সূর্য না উঠা পর্যন্ত কংকর মারবে না। তবে কিছু সংখ্যক আলিম রাতেও কংকর মারার অনুমতি দিয়েছেন। এই অভিমত সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈর। আবূ ঈসা বলেন, "রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল-পত্রবাহীদের সাথে আমাকে মুযদালিফা হতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন" মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্। এটি তাঁর বরাতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

শুবা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুশাশ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি ফাযল ইব্‌নু আব্বাস হতে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে মুযদালিফা হতে তাঁর পরিবারের দুর্বলদেরকে আগেই (মিনায়) পাঠিয়ে দেন।" এই হাদীসটি ভুল।

বর্ণনাকারী মুশাশ এই হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। এর সনদে তিনি ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

অথচ আতা হতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসটি ইবনু জুরাইয প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি। মুশাশ বসরার অধিবাসী, শুবা তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ ضُحًى

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ কুরবানীর দিন সকাল বেলা কংকর মারা

٨٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِيْ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ؛ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٥٣) م.

৮৯৪। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন (১০ই যিলহাজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা কংকর মেরেছেন এবং এর পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য্য ঢলে যাওয়ার পর কংকর মেরেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ্ (৩০৫৩), মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। কুরবানীর দিনের পরবর্তী দিনসমূহে তারা দুপুরের পর কংকর মারার কথা বলেছেন।

٦٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ সূর্য উঠার আগেই মুযদালিফা হতে (মিনার উদ্দেশ্যে) রাওয়ানা হওয়া

٨٩٥- حَدَّثَنَا قتيبة : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ

الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ،

– صحيح بما بعده.

৮৯৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, সূর্য উঠার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুযদালিফা হতে) যাত্রা করেন।

– পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় এ হাদীসটি সহীহ।

উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। সূর্য উঠা পর্যন্ত জাহিলী যুগের লোকেরা অপেক্ষা করত, তারপর রাওয়ানা হত।

٨٩٦– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ يَقُولُ : كُنَّا وُقُوفًا بِجَمْعٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ! وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ عُمَرُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٢٢) خ.

৮৯৬। আম্‌র ইবনু মাইমূন (রাহঃ) বলেন, আমরা মুযদালিফায় অবস্থানরত ছিলাম। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তখন বললেনঃ সূর্য না উঠা পর্যন্ত মুশরিকরা এখান হতে রাওয়ানা হত না। তারা বলতঃ হে সাবির! আলোকিত হও। কিন্তু তাদের বিপরীত নীতি অনুসরণ করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর সূর্য উঠার পূর্বেই উমার (রাঃ)-ও রাওয়ানা হন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ্ (৩০২২), বুখারী

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْجِمَارَ الَّتِي يُرْمَى بِهَا مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ ছোট নুড়ি পাথর নিক্ষেপ (রমী) করতে হবে

٨٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٢٣) م.

৮৯৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি ছোট কংকর দিয়ে জামরায় নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০২৩), মুসলিম

সুলাইমান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াস তার মাতা উম্মু জুনদুব আল-আযদিয়া হতে এবং ইবনু আব্বাস, ফাদল ইবনু আব্বাস, আবদুর রাহমান ইবনু উসমান আত-তাইমী ও আবদুর রাহমান ইবনু মুআয (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ বলেন, রমী করার পাথর হবে ছোট আকৃতির।

٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ সূর্য ঢলে পড়ার পর রমী (কংকর নিক্ষেপ) করা

٨٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

- صحيح بحديث جابر (٩٠١).

৮৯৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপ করতেন।

—জাবির (রাঃ) বর্ণিত ৯০১ নং হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ।

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ আরোহী বা হাঁটা অবস্থায় রমী করা

٨٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا.

- صحيح: "ابن ماجه" (٣٠٣٤)م جابر، انظر الحديث (٨٨٧).

৮৯৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহী অবস্থায় জামরায় কংকর মেরেছেন।

—সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৩৪), মুসলিম, জাবির হতে দেখুন হাদীস নং (৮৮৭)

জাবির, কুদামা ইবনু আবদুল্লাহ ও উম্মু সুলাইমান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। হেঁটে রমী বা পাথর নিক্ষেপ করাকে অন্য একদল আলিম পছন্দনীয় বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতে

বর্ণিত আছে যে, কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁটে গিয়েছেন। আমাদের মতে এই হাদীসের তাৎপর্য হলঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় কার্যক্রম অনুসরণের সুযোগ প্রদানের জন্য আরোহী অবস্থায় কংকর মেরেছেন। আলিমগণের নিকট উভয় প্রকার হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

٩٠٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ: مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

-صحيح : "الصحيحة" (٢٠٧٢)، "صحيح أبي داود" (١٧١٨).

৯০০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কংকর মারার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পায়ে হেঁটে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসতেন।

– সহীহ্, সহীহা (২০৭২), সহীহ্ আবূ দাউদ (১৭১৮)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটিকে মারফূ না করে কেউ কেউ উবাইদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করেছেন। কেউ কেউ বলেন, কুরবানীর দিন সাওয়ার হয়ে এবং এর পরবর্তী দিনগুলোতে হেঁটে কংকর মারবে। আবূ ঈসা বলেন, যারা এই কথা বলেছেন তারা মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের হুবহু অনুসরণার্থে তা বলেছেন। কেননা, কুরবানীর দিন কংকর মারার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় সাওয়ারী অবস্থায় গিয়েছেন। আর শুধুমাত্র জামরা আকাবাতেই কুরবানীর দিন কংকর মারা হয়।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ জামরায় কিভাবে কংকর মারতে হবে

٩٠١- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا

الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؛ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ؛ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ؛ مِنْ هَا هُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٣٠) ق.

৯০১। আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা আকাবায় যখন আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আসলেন তখন উপত্যকার মাঝে দাঁড়ালেন, কিব্‌লামুখী হলেন এবং বরাবর ডান ভ্রু উঁচু করে কংকর মারতে শুরু করলেন। তিনি সাতটি কংকর মারলেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় আল্লাহু আকবার বললেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনি এখান হতেই কংকর মেরেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৩০), বুখারী, মুসলিম

হান্নাদ ওয়াকী হতে, তিনি মাসঊদী হতে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফাযল ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে সাতটি কংকর উপত্যকার মধ্য হতে মারা এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলা পছন্দনীয়। কিছু সংখ্যক আলিম এই সুযোগ রেখেছেন যে, যদি উপত্যকার মধ্য হতে কংকর মারা সম্ভব না হয় তাহলে যেখান হতে সম্ভব সেখান হতেই তা মারা যাবে।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ জামরায় কংকর মারার সময় লোকদের হাঁকিয়ে সরিয়ে দেয়া নিষেধ

٩٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ؛ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ، وَلَا : إِلَيْكَ إِلَيْكَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٣٥).

৯০৩। কুদামা ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উষ্ট্রীতে সাওয়ার হয়ে জামরায় কংকর মারতে দেখেছি। সেখানে কোন রকম মারপিট, কোন ধাক্কাধাক্কি এবং সরে যাও সরে যাও ইত্যাদি কিছু ছিল না।

– সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (৩০৩৫)

আবদুল্লাহ্ ইবনু হানযালা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। কুদামা ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটি শুধুমাত্র এই সূত্রেই পরিচিত। আর উহা আইমান ইবনু নাবিল (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মত অনুযায়ী আইমান ইবনু নাবিল একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া প্রসঙ্গে

٩٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ،

وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٣٢) م.

৯০৪। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়ার (সন্ধির) বছর একটি গরু সাতজনের পক্ষ হতে এবং একটি উটও সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করেছি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩১৩২), মুসলিম

ইবনু উমার, আবূ হুরাইরা, আইশা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে এবং একটি গুরুও সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করাকে তারা জায়িয মনে করেন। এই অভিমত সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও আহ্মাদ (রাহঃ)-এর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, একটি গরু সাতজনের পক্ষ হতে এবং একটি উট দশজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা যায়। এই অভিমত ইসহাক (রাহঃ)-এর। শুধুমাত্র একটি সূত্রেই আমরা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি জেনেছি।

٩٠٥– حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٣١).

৯০৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে

ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ আসলে আমরা একটি গরুতে সাতজন এবং একটি উটে দশজন করে শরীক হই।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩১৩১)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এটি হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ (রাহঃ) বর্ণিত হাদীস।

٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ (হারাম শারীফ এলাকায় কুরবানীর জন্য পাঠানো) উটে চিহ্ন লাগানো

٩٠٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ، وَأَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٩٧)م.

৯০৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যুল-হুলাইফা নামক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুর গলায় একজোড়া জুতা ঝুলিয়ে দিলেন এবং এর কুঁজের ডান দিকে চিরে রক্ত প্রবাহিত করলেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৯৭), মুসলিম

মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ হাস্‌সান আল-আরাজের নাম মুসলিম। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন। কুরবানীর উট বা গরুর কুঁজের ডান বা বাম দিক দিয়ে চিরে দেয়া তাদের মতে সুন্নাত। এই অভিমত সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইস্‌হাক (রাহঃ)-এর।

ইউসুফ ইবনু ঈসা বলেন, এই হাদীস বর্ণনার সময় আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, আহলুর রায়ের কথার প্রতি এই বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করবে না। কারণ, কুঁজ চিরা হলো সুন্নাত এবং আহলুর রায়ের কথা হলো বিদ'আত। আমি আবুস সাইবকে বলতে শুনেছি, আমরা ওয়াকীর নিকট বসা ছিলাম। একজন আহলুর রায়কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুর কুঁজ চিরেছেন। আর আবূ হানীফা বলেন যে, তা মুসলা বা অঙ্গ বিকৃতকরণ। ঐ ব্যক্তি বলল, ইব্‌রাহীম নাখঈ বলেছেন, এটা হলো মুসলা। আবুস সাঈব বলেন, আমি দেখতে পেলাম ওয়াকী ভীষণভাবে রেগে গেলেন এবং বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছ ইব্‌রাহীম বলেছেন। তোমাকে কারারুদ্ধ করা উচিত। তুমি যে পর্যন্ত না এই বক্তব্য প্রত্যাহার করছ সে পর্যন্ত তোমাকে কারামুক্ত করা অনুচিত।

٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْلِيْدِ الْهَدْيِ لِلْمُقِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ কুরবানীর পশুর গলাতে মুকীমের জন্য মালা পরানো

٩٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٩٨) ق.

৯০৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদ্‌য়ির (কুরবানীর পশুর) গলায় মালা পরানোর রশি পাঁকিয়ে দিয়েছি। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রামও বাঁধেননি এবং সাধারণ জামাকাপড়ও পরিবর্তন করেননি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৯৮), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। একদল আলিম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হাজ্জের ইচ্ছা করে কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেয় এবং ইহ্রাম না বাঁধে তাহলে সেলোকের জন্য যে কোন পোশাক পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার হারাম হবে না। অপর কিছু সংখ্যক আলিমগণ বলেন, ইহ্রামধারী লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়ে দেয়া ব্যক্তির প্রতিও প্রযোজ্য হবে।

٧٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ কুরবানীর মেষ–বকরীর গলায় মালা পরানো

٩٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلَّهَا غَنَماً، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٥٤٠) ق.

৯০৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরানোর রশি পাঁকিয়ে দিতাম। এগুলোর সবই ছিল মেষ ও বকরী। এরপরও তিনি ইহ্রাম বাঁধেননি।

– সহীহ, সহীহ্ আবূ দাউদ (১৫৪০), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন এবং কুরবানীর মেষ-বকরী ইত্যাদির গলায় মালা পরানো বৈধ বলেছেন।

٧١) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ কুরবানীর পশু পথ চলতে না পারলে যা করতে হবে

٩١٠- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ -صَاحِبِ بُدْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ-، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ : "انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا؛ فَيَأْكُلُوهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٠٦).

৯১০। নাজিয়া আল-খুযাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুরবানীর পশু পথ চলতে না পারলে এবং এর মৃত্যুর আশংকা দেখা দিলে আমি কি করব? তিনি বললেনঃ এটিকে যবাহ কর, এর (গলায় বাঁধা) জুতা তার রক্তে ডুবিয়ে দাও, এরপর মানুষের জন্য তা রেখে দাও যেন তারা তা খেতে পারে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩১০৬)

যুওয়াইব আবূ কাবীসা আল-খুযাঈ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। নাজিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করার অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন, নফল কুরবানীর ক্ষেত্রে পশুটি চলতে না পারলে (যবাহ করার পর) সে নিজে বা তার সঙ্গীরা এর গোশত খেতে পারবে না, বরং লোকদের জন্য তা ফেলে রাখবে তারা যাতে উহা খেতে পারে। আর তার জন্য কুরবানী হিসাবে এটি যথেষ্ট হবে। এই অভিমত ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের। তারা বলেন, যদি মালিক

তা হতে কিছু খেয়ে থাকে তাহলে যতটুকু খেয়েছে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অপর একদল আলিম বলেন, নফল কুরবানীর পশু হতে যদি সে কিছু খায় তাহলে তার বিনিময়ে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ কুরবানীর উটে আরোহণ করা

٩١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ : "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ؟! قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ - أَوْفِي الرَّابِعَةِ -: "ارْكَبْهَا؛ وَيْحَكَ - أَوْ وَيْلَكَ -!".

- صحيح : ق.

৯১১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে তার কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা তো কুরবানীর উট। তিনি তৃতীয় বা চতুর্থ বারে তাকে বললেনঃ আরে দুর্ভাগা! এতে আরোহণ কর।

- সহীহ, বুখারী, মুসলিম

আলী, আবূ হুরাইরা ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। প্রয়োজনে কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ অনুমতি দিয়েছেন। এই অভিমত ইমাম, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকের। কোন কোন আলিম বলেন, একান্ত বাধ্য না হলে কুরবানীর উটে আরোহণ করা উচিত নয়।

٧٣) بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ মাথার কোন্ পাশ দিয়ে চুল মুড়ানো শুরু করবে

٩١٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ ﷺ الْجَمْرَةَ؛ نَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ، فَحَلَقَهُ، فَقَالَ : "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ".

- صحيح : "الإرواء"، "صحيح أبي داود" (١٠٨٥، ١٧٣٠) م.

৯১২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জামরায় কংকর মারার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু কুরবানী করলেন, এরপর তাঁর মাথার ডান দিক নাপিতের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং সে তা মুণ্ডন করল। আবূ তালহা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চুলগুলো দিলেন। এরপর তিনি বাম দিক বাড়িয়ে দিলে সে তা মুণ্ডন করল। তিনি (আবূ তালহাকে) বলেনঃ লোকজনের মাঝে এগুলো বণ্টন করে দাও।

– সহীহ, ইরওয়া, সহীহ আবূ দাউদ (১০৮৫, ১৭৩০), মুসলিম ৺

একই রকম হাদীস ইবনু আবী উমার (রাহঃ)......হিশাম (রাহঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ চুল কেটে ফেলা অথবা ছেঁটে ফেলা

٩١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :

حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ!"، مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : "وَالْمُقَصِّرِيْنَ!".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٤٤) ق.

৯১৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের একদল মাথা মুণ্ডন করলেন এবং কতিপয় সাহাবী চুল খাট করলেন। ইবনু উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করুন। একবার কি দুইবার তিনি এ কথাটি বললেন, তারপর বললেনঃ চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৪৪), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আব্বাস, ইবনু উম্মুল হুসাইন, মারিব, আবূ সাঈদ, আবূ মারইয়াম, হুবশী ইবনু জুনাদা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। পুরুষদের মাথা মুণ্ডন করা উত্তম বলে তারা মত দিয়েছেন, তবে চুল ছোট করে ছাঁটলেও তা যথেষ্ট হবে। এই অভিমত ইমাম সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের।

(٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন বা কংকর মারার পূর্বে কুরবানী করে ফেললে

٩١٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ،

قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ : "اذْبَحْ؛ وَلَا حَرَجَ"، وَسَأَلَهُ آخَرُ، فَقَالَ : نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ : "ارْمِ؛ وَلَا حَرَجَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٥١). ق

৯১৬। আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক লোক প্রশ্ন করল, যবাহ (কুরবানী) করার পূর্বে আমি মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ যবাহ কর, এতে কোন সমস্যা নেই। অন্য আরেকজন প্রশ্ন করল, আমি কংকর মারার আগে কুরবানী করেছি। তিনি বললেনঃ কংকর মেরে নাও, এতে কোন সমস্যা নেই।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৫১), বুখারী, মুসলিম

আলী, জাবির, ইবনু আব্বাস ইবনু উমার ও উসামা ইবনু শরীক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিমের মতও তাই। অনুরূপ মত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, হাজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের ক্রমিক ধারা নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করলে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে।

٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে ইহ্রামমুক্ত হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার

٩١٧– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ– يَعْنِي : ابْنَ زَاذَانَ–، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ؛ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٢٦) ق.

৯১৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯২৬), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে কুরবানীর দিন যখন ইহ্রামধারী ব্যক্তি জামরা আকাবায় কংকর মারবে, কুরবানী করবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে নিবে তখন হতেই তার জন্য যা (ইহরামের কারণে) হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে, তবে স্ত্রীসহবাস হালাল হবে না। এই অভিমত ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, স্ত্রীসম্ভোগ ও সুগন্ধি ব্যতীত আর সবকিছু তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। এই মত কূফাবাসী আলিমদেরও।

٧٨) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ কখন হতে হাজ্জে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে

٩١٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَرْدَفَنِي

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٤٠) ق.

৯১৮। ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুযদালিফা হতে মিনা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে বসিয়ে এনেছেন। জামরা আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তিনি অনবরত তালবিয়া পাঠ করেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৪০), বুখারী, মুসলিম

আলী, ইবনু মাসউদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের মতে, হাজ্জ পালনকারী জামরা আকাবায় কংকর মারা শেষ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে না। এই অভিমত ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের।

٨١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نُزُوْلِ الأَبْطَحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ আবতাহ নামক জায়গায় অবতরণ করা

٩٢١– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ الأَبْطَحَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٦٩) م، خ مختصرا.

৯২১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবতাহ নামক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রাঃ) অবতরণ করতেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৬৯), মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে

আইশা, আবূ রাফি ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। আমরা এই হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুর রায্‌যাক হতে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রেই জেনেছি। আবতাহ-এ অবতরণ করাকে একদল বিশেষজ্ঞ আলিম মুস্তাহাব বলেছেন, তবে ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, আবতাহে অবতরণ করা হাজ্জের অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গ নয়। এটি হল একটি স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন।

٩٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ؛ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

– صحيح : ق.

৯২২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাসসাব নামক জায়গায় অবতরণ কোন (জরুরী) বিষয় নয়। এতো একটি স্থান, যে জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন।

– সহীহ. বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, 'তাহসীব" অর্থ আবতাহে অবতরণ করা (দু'টি একই স্থান)। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨٢) بَابُ مَنْ نَزَلَ الْأَبْطَحَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ যে ব্যক্তি আবতাহ নামক জায়গায় অবতরণ করেছেন

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ :

حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَبْطَحَ؛ لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٧٥٢) ق.

৯২৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য আবতাহে অবতরণ করেন যে, সেখান হতে (মাদীনার উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৭৫২), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনু আবী উমার হতে হিশাম ইবনু উরওয়া (রাহঃ) এর সূত্রেও এরূপ বর্ণিত আছে।

٨٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ শিশুদের হাজ্জ

٩٢٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ : رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ : "نَعَمْ؛ وَلَكِ أَجْرٌ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩١٠) م.

৯২৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তার এক শিশু সন্তানকে উঁচিয়ে ধরে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এর জন্য কি হাজ্জ আছে? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আর এর প্রতিদান তোমার।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯১০), মুসলিম

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি গারীব।

٩٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَجَّ بِيْ أَبِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ؛ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

– صحيح : "الحج الكبير" خ.

৯২৫। সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার পিতা আমাকে নিয়ে হাজ্জ আদায় করেছেন। তখন আমি সাত বছরের বালক ছিলাম।

– সহীহ, আলহাজ্জুল কাবীর, বুখারী

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٩٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ.

– صحيح : انظر ما قبله.

৯২৬। কুতাইবা কাযায়া ইবনু সুয়াইদ আল-বাহিলী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুর্সাল রূপেও বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ একমত যে, যদি নাবালেগ শিশু হাজ্জ আদায় করে তাহলে আবার বালেগ হওয়ার পর (হাজ্জ ফরয হলে)

তাকে হাজ্জ আদায় করতে হবে। ফরয হাজ্জের জন্য শিশুকালের হাজ্জ যথেষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে হাজ্জ করার পর যদি কোন দাস আযাদ হয় তাহলে হাজ্জের সামর্থ্য হলে আবার তাকে হাজ্জ আদায় করতে হবে। তার ফরয হাজ্জের জন্য দাস অবস্থার হাজ্জ যথেষ্ট হবে না। এই মত সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকের।

٨٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ অতি বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষে হাজ্জ আদায় করা

٩٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ أَبِيْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ؛ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيْرِ؟ قَالَ : "حُجِّيْ عَنْهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٠٩) ق.

৯২৮। ফাযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খাসআম গোত্রের এক মহিলা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতার উপর আল্লাহ নির্ধারিত হাজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। উটের পিঠে বসার সামর্থ্যও তার নেই। তিনি বললেনঃ তার পক্ষে তুমি হাজ্জ আদায় কর।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯০৯), বুখারী, মুসলিম

আলী, বুরাইদা, হুসাইন ইবনু আওফ, আবূ রাযীন আল-উকাইলী, সাওদা বিনতু যামআ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ফাযল ইবনু আব্বাসের হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্

বলেছেন। এই বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে হুসাইন ইবনু আওফ আল-মুযানী (রাহঃ)-এর এই সনদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সিনান ইবনু আবদিল্লাহ্ আল-জুহানী-তার ফুফুর সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাসের সূত্রেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণিত আছে। এই রিওয়ায়াতগুলি প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে আমি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহীহ্ হল ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক ফাযল ইবনু আব্বাসের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরো বলেন, হয়ত ফাযল ইবনু আব্বাস এবং অন্যদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি শুনেছেন, পরে তা মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং যার নিকট হতে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেননি। আবূ ঈসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই বিষয়ে একাধিক সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে।

এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। এই মত পোষণ করেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক। মৃত ব্যক্তির পক্ষে হাজ্জ আদায় করাকে তারা জায়িয মনে করেন। ইমাম মালিক বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়াত করে যায় তবে তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করা যাবে। একদল আলিমের মতে, যদি জীবিত ব্যক্তি বৃদ্ধ হয় এবং হাজ্জ আদায়ের (দৈহিক) সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার পক্ষে হাজ্জ আদায় করা যাবে। এই মত ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈর।

٨٦) باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ (মৃত ব্যক্তির পক্ষে হাজ্জ আদায় করা)

٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ

سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَطَاءٍ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : "نَعَمْ؛ حُجِّيْ عَنْهَا".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٥٦١) م.

৯২৯। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক মহিলা এসে বলল, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তিনি হাজ্জ আদায় করেননি। তার পক্ষে কি আমি হাজ্জ আদায় করব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তার পক্ষে তুমি হাজ্জ আদায় কর।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (২৫৬১), মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨٧) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ ॥ (অন্যের পক্ষ হতে উমরা আদায় করা)

٩٣٠– حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ؛ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ؟ قَالَ : "حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٠٦).

৯৩০। আবূ রাযীন আল-উকাইলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেনঃ হে

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ। তিনি হাজ্জ, উমরা, এমনকি সফর করতেও সক্ষম নন। তিনি বললেনঃ তোমার পিতার পক্ষে তুমি হাজ্জ ও উমরা আদায় কর।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯০৬)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস হতেই জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের পক্ষ হতে উমরা করার অনুমতি দিয়েছেন। আবূ রাযীন আল-উকাইলী (রাঃ)-এর নাম লাকীত, পিতা আমির।

٨٩) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ (উমরা আদায় ওয়াজিব কি না)

٩٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِاللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٥٧١) م.

৯৩২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাত পর্যন্ত হাজ্জের মধ্যে উমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাঊদ (১৫৭১), মুসলিম

সুরাকা ইবনু জু'শুম ও জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবনু আব্বাসের হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এই হাদীসের তাৎপর্য হল, হাজ্জের মাসসমূহে উমরা করায় কোন সমস্যা নেই। অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক। এই হাদীসের তাৎপর্য হল, হাজ্জের মাসসমূহে জাহিলী যুগের লোকেরা উমরা

আদায় করত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন এবং বলেন, কিয়ামাত পর্যন্ত উমরাও হাজ্জের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ হাজ্জের মাসসমূহে উমরা করাতে কোন সমস্যা নেই। হাজ্জের মাস হলঃ শাওয়াল, যুলকাদা ও যুলহিজ্জার প্রথম দশদিন। হাজ্জের মাসগুলি ব্যতীত অন্য মাসে হাজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা উচিত নয়। আর হারাম মাসগুলো হলোঃ রজব, যুলকাদা, যুলহিজ্জা ও মুহাররাম। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী ও অপরাপর অনেক আলিম।

٩٠) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ فَضْلِ الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০ ॥ উমরার ফাযীলাত

٩٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ؛ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٨٨) ق.

৯৩৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ। কবূল হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নেই।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৮৮৮), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٩١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১ ॥ তানঈম হতে উমরাহ্ করা

٩٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، قَالَا : حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ.

– صحيح : صحيح ابن ماجه" (٢٩٩٩) ق.

৯৩৪। আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আইশা (রাঃ)-কে তানঈম হতে (ইহ্রাম করে) উমরা করান।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯৯৯), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২ ॥ জি'রানা হতে উমরা করা

٩٣٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلاً مُعْتَمِرًا، فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلاً، فَقَضَى عُمْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ؛ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ، حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقِ؛ طَرِيقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ؛ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٧٤٢).

৯৩৫। মুহাররিশ আল-কাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমরার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (ইহ্রাম বেঁধে) জিরানা হতে বের হন এবং রাতেই মক্কায় যান। উমরা পালন করে তিনি ঐ রাতেই ফিরে আসেন। জিরানাতেই তাঁর ভোর হয়। মনে হল তিনি যেন এখানেই রাতযাপন করেছেন। পরের দিন তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর বাত্নে সারিফের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হন এবং মুযদালিফার পথে সেখানে পৌঁছে যান। এই কারণে তাঁর এই উমরার খবর মানুষের নিকট অজ্ঞাত থেকে যায়।

– **সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৭৪২)**

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীস ছাড়া মুহাররিশ আল-কাবী (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি-না তা আমাদের জানা নেই। বলা হয়ে থাকে যে, "জা-আ মাআত্ তারীক" অর্থাৎ মাও সূলের পথে আগমণ করেন।

٩٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عُمْرَةِ رَجَبٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩ ॥ রজব মাসের উমরাহ্

٩٣٦– حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : فِيْ أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ : فِيْ رَجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ – تَعْنِيْ : ابْنَ عُمَرَ –، وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ شَهْرِ رَجَبٍ –قَطُّ–.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٩٧، ٢٩٩٨) ق.

৯৩৬। উরওয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু উমার

(রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, কোন্ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা করেছেন? তিনি বললেন, রজব মাসে। উরওয়া বলেন, তখন আইশা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন উমরা করেননি যাতে তিনি অর্থাৎ ইবনু উমার (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কখনও রজব মাসে উমরা করেননি।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২৯৯৭, ২৯৯৮), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে আমি বলতে শুনেছি, উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাহঃ) হতে হাবীব ইবনু আবী সাবিত কখনও কিছু শুনেননি।

٩٣٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا؛ إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ.

– صحيح : (ولكنه مختصر من السياق الذي قبله، وفيه إنكار عائشة عمرة رجب)خ.

৯৩৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট চারবার উমরা করেছেন, এর মধ্যে একটি করেছেন রজব মাসে।

– সহীহ, (হাদীসটি পূর্বের হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ, তাতে আইশা (রাঃ) রজব মাসের উমরাহ্কে অস্বীকার করেছেন।)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪ ॥ যুলকাদা মাসের উমরাহ্

٩٣٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

مَنْصُوْرٍ -هُوَ السَّلُوْلِيُّ الْكُوْفِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ.

- صحيح : خ.

৯৩৮। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যুলকাদা মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাহ্ করেছেন।

– সহীহ, বুখারী

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ ॥ রামাযান মাসের উমরা

٩٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ؛ تَعْدِلُ حَجَّةً".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٩٣).

৯৩৯। উম্মু মাকিল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রামাযান মাসের উমরা হাজ্জের সমতুল্য।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২৯৯৩)

ইবনু আব্বাস, জাবির, আবূ হুরাইরা, আনাস ও ওয়াহ্ব ইবনু খানবাশ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ ওয়াহ্ব ইবনু খানবাশকে হারিম ইবনু খানবাশও বলা হয়। (রাবী) বায়ান ও জাবির বলেছেন শাবী হতে, তিনি ওয়াহব ইবনু খানবাশ হতে। আর দাউদ আল আওদী বলেছেন শাবী হতে, তিনি হারিম ইবনু খানবাশ হতে। তার নাম ওয়াহব এটিই অধিক সহীহ। উম্মু মাকিলের হাদীসটি এই

সূত্রে হাসান গারীব। আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সঠিকভাবে বর্ণিত আছে যে, রামাযান মাসের উমরা হাজ্জের সমতুল্য। ইসহাক বলেন, এ হাদীসের তাৎপর্য সূরা ইখলাস প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসটির তাৎপর্যের অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক "কুল হুআল্লাহু আহাদ সূরা তিলাওয়াত করল সে যেন কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল"।

٩٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِيْ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرُجُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬ ॥ হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা সে খোঁড়া হয়ে গেলে

٩٤٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ؛ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى". فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَا : صَدَقَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٧٧).

৯৪০। হাজ্জাজ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কারো [illegible]হের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা সে খোঁড়া হয়ে গেলে হালাল (ইহ্[illegible]মুক্ত) হয়ে যাবে এবং তাকে আরেকবার হাজ্জ আদায় করতে হবে। ইকরামা বলেন, আমি এই হাদীস প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলে তারা উভয়ে বলেন, হাজ্জাজ সত্য বলেছেন।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (৩০৭৭)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ হতেও একাধিক বর্ণনাকারী এই হাদীসের মতই রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীস মামার ও মুআবিয়া ইবনু সাল্লাম বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি ইকরামা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাফি হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আমর হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। কিন্তু হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ তার সনদে আবদুল্লাহ ইবনু রাফি-এর উল্লেখ করেননি। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে হাজ্জাজ একজন (হাদীসের) হাফিজ ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে আমি বলতে শুনেছি, মামার ও মুআবিয়া ইবনু সাল্লামের রিওয়ায়াতটি এই হাদীসের ক্ষেত্রে বেশি সহীহ্। উপরোক্ত হাদীসের মতই অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত আছে। সূত্রটি এই আবদু ইবনু হুমাইদ আবদুর রাজ্জাক হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু রাফি হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আমর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭ ॥ হাজ্জের মধ্যে শর্ত আরোপ করা

٩٤١- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ؛ أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ : "نَعَمْ"، قَالَتْ : كَيْفَ أَقُوْلُ؟ قَالَ : "قُوْلِيْ : لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ! لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَحِلِّيْ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِيْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٣٨) م.

৯৪১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যুবাআ বিনতুয

যুবাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাজ্জ আদায় করতে চাচ্ছি। আমি কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। যুবাআ বললেন, আমি কিভাবে বলব? তিনি বললেনঃ তুমি বলবে, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করে দিবে সেখানেই আমি ইহ্‌রামমুক্ত হব।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৯৩৮), মুসলিম

জাবির, আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তাদের মতে হাজ্জের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্তারোপ করা যায়। তারা বলেন, যদি কোন ইহ্‌রামধারী এইরূপ শর্ত করার পর বাঁধার সম্মুখীন হয় অথবা অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে সেলোক ইহরামমুক্ত হয়ে যেতে পারবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক। হাজ্জের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা আরেক দল আলিমের মতে সঠিক নয়। তারা বলেন, কোন লোক শর্তারোপ করলেও ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তাকে কোন শর্তারোপ না করা ব্যক্তির মতই গণ্য করা হবে।

٩٨) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮ ॥ (যারা হাজ্জের মধ্যে শর্তারোপ করা বৈধ মনে করেন না)

٩٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ؟

– صحيح (١٨١٠) خ، مختصرا دون الاشتراط.

৯৪২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি হাজ্জে কোন রকম শর্তারোপ করা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং বলতেন, তোমাদের জন্য কি তোমাদের নাবীর সুন্নাতই যথেষ্ট নয়?

– সহীহ্ (১৮১০), বুখারী

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

ইবনু উমারের কথার তাৎপর্য হল, যখন কোন ব্যক্তি হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে অতঃপর কা'বা পর্যন্ত পৌঁছতে বাঁধা গ্রস্থ হয় তাহলে সে হাজ্জের নিয়্যাত ভঙ্গ করবে। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকমই করেছেন যখন তাঁকে কাফিরগণ বাঁধা দিয়েছিল।

٩٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯ ॥ কোন মহিলার তাওয়াফে যিয়ারাত শেষে মাসিক ঋতু হলে

٩٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى؟ فَقَالَ : "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟!"، قَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَلَا إِذًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٧٢، ٣٠٧٣) ق.

৯৪৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি বললামঃ মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে সাফিয়্যা বিনতু হুওয়াই (রাঃ) হায়েযগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেনঃ সে আমাদের প্রতিবন্ধক হবে নাকি? লোকেরা বলল, তিনি তাওয়াফে যিয়ারাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে কোন সমস্যা নেই।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৭২, ৩০৭৩), বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মত দিয়েছেন। তাওয়াফে যিয়ারাত সম্পন্ন করার পর কোন মহিলা হায়েযগ্রস্তা হলে সে (মিনা হতে) চলে আসতে পারে। এতে তার উপর অন্য কিছু বর্তাবে না। এই অভিমত সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর।

٩٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ؛ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ؛ إِلاَّ الْحُيَّضَ، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

- صحيح : خ(١٧٦١) بجملة الترخيص "الإرواء" (٤/٢٨٩).

৯৪৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ করে তার শেষ কাজ যেন বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ হয়। তবে ঋতুবতী মহিলা এর ব্যতিক্রম। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য (চলে আসার) অনুমতি দিয়েছেন।

– সহীহ, বুখারী (১৭৬১), অনুমতির ব্যাক্য সহ ইরওয়া (৪/২৮৯)

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন।

١٠٠) بَابُ مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০ ॥ হাজ্জের কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান ঋতুবতী মহিলা পালন করবে?

١/٩٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ جَابِرٍ -وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ-، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ : حِضْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٦٣) ق.

৯৪৫/১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হায়েযগ্রস্তা হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হাজ্জের বাকী সব অনুষ্ঠান পালন করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯৬৩), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হাজ্জের বাকী সকল অনুষ্ঠান ঋতুবতী মহিলা পালন করবে। এই হাদীসটি আইশা (রাঃ) হতে আরও কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে।

٢/٩٤٥– حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ، وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا؛ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٥٣١، ١٨١٨).

৯৪৫/২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। হায়েযগ্রস্তা ও নিফাসগ্রস্তা মহিলারা গোসল করে ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং হাজ্জের সকল অনুষ্ঠান পালন করবে, কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করবে না।

– সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (১৫৩১, ১৮১৮)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা এই সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন।

١٠٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২ ॥ হাজ্জ ও উমরার জন্য কিরান হাজ্জকারী এক তাওয়াফই করবে

٩٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٩٧١، ٢٩٧٤).

৯৪৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে হাজ্জ ও উমরা আদায় করেছেন (কিরান হাজ্জ করেছেন) এবং হাজ্জ ও উমরার জন্য একটি মাত্র তাওয়াফই করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৯৭১, ২৯৭৪)

ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেন, কিরান হাজ্জ পালনকারী একটি তাওয়াফই করবে। এই অভিমত ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ বলেন, কিরান হাজ্জ পালনকারী দুটি তাওয়াফ ও দুটি সাঈ করবে (একটি হাজ্জের জন্য ও একটি উমরার জন্য)। এই অভিমত ইমাম সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের।

٩٤٨- حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٩٧٥).

৯৪৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হাজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম যে লোক একত্রে বাঁধবে এই দুইটির ক্ষেত্রে সে লোকের জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট হবে এবং সে একই সাথে উভয়টি হতে ইহরামমুক্ত হয়ে যাবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯৭৫)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। কেননা, দারাওয়ারদী এককভাবে এই শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন। একাধিক রাবী উবাইদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাহঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটিকে তারা মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি এবং এটাই অনেক বেশি সহীহ্।

١٠٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنْ يَمْكُثَ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩ ॥ মুহাজিরগণ মিনা হতে ফেরার পর মক্কাতে তিন দিন থাকবে

٩٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ- يَعْنِي : مَرْفُوعًا، قَالَ : "يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٠٧٣) ق.

৯৪৯। মারফূভাবে আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

মুহাজিরগণ হাজ্জের সকল অনুষ্ঠান পালনের পর মক্কাতে তিন দিন থাকতে পারেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১০৭৩), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এটি এই সনদে মারফূ হিসেবে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে।

١٠٤) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْقُفُوْلِ مِنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪ ॥ হাজ্জ ও উমরা শেষে ফেরার সময় যা বলবে

٩٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَ نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، فَعَلَا فَدْفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا؛ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ : "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَائِحُوْنَ؛ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٧٥) ق.

৯৫০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ, হাজ্জ বা উমরা আদায়ের পর ফেরার সময় যখনই কোন টিলা বা উঁচু জায়গায় উঠতেন তখন তিনবার "আল্লাহু আক্‌বার" বলতেন, তারপর পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী। তাঁর নিকটেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, তাঁরই ইবাদাতকারী, তাঁর পথে ভ্রমণকারী, আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি

সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন।

– সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৪৭৫), বুখারী, মুসলিম

বারাআ, আনাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ فِيْ إِحْرَامِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫ ॥ ইহ্রামরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে

٩٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلاً قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيْرِهِ، فَوُقِصَ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ - أَوْ يُلَبِّيْ -".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٨٤) ق.

৯৫১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি দেখতে পেলেন এক লোক তার উটের পিঠ হতে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেছে। সে লোক ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে তাকে গোসল করাও এবং তাকে তার (ইহ্রামের) দুই কাপড়েই কাফন পরাও, কিন্তু তার মাথা ঢেকে দিও না। কিয়ামাতের দিন অবশ্যই তাকে ইহরাম অথবা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৮৪), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। কিছু সংখ্যক আলিমগণ এই হাদীসানুযায়ী আমল করেছেন। এই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক। আর কিছু সংখ্যক আলিমগণ বলেন, ইহ্রামধারী লোক মারা গেলে তার ইহ্রাম শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যে লোকের ইহ্রাম নেই সে লোকের ক্ষেত্রে যেই বিধান এই লোকের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

١٠٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِيْ عَيْنَهُ، فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬ ॥ ইহ্রামধারী ব্যক্তির চক্ষু উঠলে তাতে ঘৃতকুমারীর রস দেয়া

٩٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ مُوْسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَسَأَلَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ : اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَذْكُرُهَا، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٦١٢)م.

৯৫২। নুবাইহ ইবনু ওয়াহ্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমার ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু মামার-এর চক্ষুরোগ হয়। তিনি ইহ্রামধারী ছিলেন। তিনি আবান ইবনু উসমানকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, চোখে ঘৃতকুমারীর রস দাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ চোখে ঘৃতকুমারীর রস দাও।

– **সহীহ**, সহীহ আবূ দাউদ (১৬১২), মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুসারে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেন, ঔষধে সুগন্ধি না থাকলে তা ব্যবহার করতে ইহ্রামধারী ব্যক্তির কোন সমস্যা নেই।

١٠٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِيْ إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭ ॥ ইহ্রামে থাকাবস্থায় মাথা মুণ্ডন করলে কী করতে হবে?

٩٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، وَعَبْدِالْكَرِيْمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَىٰ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ، وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ؛ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَقَالَ : "أَتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ هٰذِهِ؟"، فَقَالَ : نَعَمْ، فَقَالَ : "احْلِقْ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ - وَالْفَرَقُ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ-، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً -قَالَ ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ:- أَوِ اذْبَحْ شَاةً".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٧٩، ٣٠٨٠) ق.

৯৫৩। কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুদাইবিয়াতে তিনি ইহ্রাম অবস্থায় থাকাকালে এবং মক্কায় আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় তিনি হাঁড়ির নীচে (চুলায়) আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, আর তার চেহারায় উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমাকে কি তোমার এই পোকাগুলো কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে মাথা মুণ্ডন কর এবং এক 'ফারাক" খাদ্যদ্রব্য ছয়জন মিসকীনকে দান কর (তিন সা'-তে এক ফারাক) অথবা তিনদিন রোযা রাখ অথবা একটি পশু কুরবানী কর। ইবনু আবী নাজীহ-এর বর্ণনায় আছেঃ অথবা একটি বকরী যবাহ কর।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৭৯, ৩০৮০), নাসা-ঈ

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। যদি কোন মুহ্রিম লোক মাথা মুণ্ডন করে বা যে ধরণের পোশাক ইহ্রামে পরা উচিত নয় কোন লোক যদি সেই ধরণের পোশাক পরে বা সুগন্ধি ব্যবহার করে তাহলে এই হাদীসে বর্ণিত নিয়মে তার উপর কাফ্ফারা প্রদান করা অপরিহার্য্য হবে।

١٠٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا، وَيَدَعُوْا يَوْمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮ ॥ রাখালদের জন্য একদিন কংকর মেরে অপরদিনে তা বাদ দেওয়ার সুযোগ আছে

٩٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا، وَيَدَعُوْا يَوْمًا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٣٦).

৯৫৪। আবুল বাদ্দাহ ইবনু আদী (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাখালদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন (জামরাতুল আকাবায়) কংকর মারতে এবং আরেকদিন তা বাদ দিতে অনুমতি দিয়েছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৩৬)

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উআইনা এরকমই বর্ণনা করেছেন। আর মালিক ইবনু আনাস আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্‌র হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবুল বাদ্দাহ ইবনু আসিম ইবনু আদী (রাঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে এটিকে বর্ণনা করেছেন। মালিক (রাহঃ)-এর এই বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ্। একদল আলিম এই হাদীসের ভিত্তিতে রাখালদের জন্য একদিন জামরায় কংকর মারার এবং অন্যদিন তা বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এই মত ইমাম শাফিঈ (রাহঃ)-এর।

٩٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ؛ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَه فِي أَحَدِهِمَا -قَالَ مَالِكٌ : ظَنَنْتُ أَنَّه قَالَ- فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ،

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٣٧).

৯৫৫। আসিম ইবনু আদী (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদের (মিনায়) রাত্রি যাপন না করার এবং কুরবানীরদিন কংকর মেরে পরবর্তী দুইদিনের কংকর কোন একদিন একত্রে মারার অনুমতি দিয়েছেন। মালিক বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ্ ইবনু আবী বাক্‌র তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, দুই দিনের কংকর প্রথম দিন একত্রে এবং মিনা হতে যাত্রার শেষদিন কংকর মারবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৩৭)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসটি ইবনু উআইনা হতে আবদুল্লাহ্ ইবনু আবূ বাক্‌রের সূত্রে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অনেক বেশি সহীহ্।

٩٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِيْ : حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ : سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ : "بِمَ أَهْلَلْتَ؟"، قَالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "لَوْلَا أَنَّ مَعِي هَدْيًا؛ لَأَحْلَلْتُ".

- صحيح : "الارواء"، "الحج الكبير" (١٠٠٦) ق.

৯৫৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আলী (রাঃ) ইয়ামান হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এলে তিনি তাকে বললেনঃ তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ? আলী (রাঃ) বললেন, যে নিয়্যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমিও সেই ইহ্‌রাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার সাথে হাদী (কুরবানীর পশু) না থাকলে আমি (উমরা করে) হালাল (ইহ্‌রামমুক্ত) হয়ে যেতাম।

– সহীহ, ইরওয়া, আল-হাজ্জুল কাবীর (১০০৬), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা উপরোক্ত সনদে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

١١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০ ॥ হাজ্জের বড় (মহিমান্বিত) দিন প্রসঙ্গে

٩٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟

فَقَالَ : "يَوْمُ النَّحْرِ".

– صحيح : "الإرواء"، "صحيح أبي داود" (١٧٠٠، ١٧٠١).

৯৫৭। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হাজ্জের বড় (মহান) দিন প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে কুরবানীর দিন।

– সহীহ, ইরওয়া, সহীহ আবূ দাউদ (১৭০০, ১৭০১)

٩٥٨– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: يَوْمُ النَّحْرِ.

– صحيح انظر ما قبله.

৯৫৮। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাজ্জের বড় দিন হলো কুরবানীর দিন।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এটি আলী (রাঃ) মারফূভাবে বর্ণনা করেননি। প্রথমোক্ত হাদীস হতে এই হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের মারফূহিসেবে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা ইবনু উআইনার মাওকূফহিসেবে বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্। আবূ ঈসা বলেন, আবূ ইসহাক-হারিস হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসটিকে হাদীসের একাধিক হাফিয বর্ণনাকারী মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

শুবা আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মুররা হতে, তিনি আল-হারিস হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

١١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১ ॥ দুই রুকন (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) স্পর্শ করা

٩٥٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ

ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا؛ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُه، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ! إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا؛ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ؟! فَقَالَ : إِنْ أَفْعَلْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا".

- صحيح التعليق الرغيب (٢/١٢٠)، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ» صحيح: ابن ماجه ‹٢٩٥٦› وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّحَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً» صحيح، المشكاة «٢٥٨٠». التعليق الرغيب «٢/١٢٠».

৯৫৯। উমাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ভীড় ঠেলে হলেও ইবনু উমার (রাঃ) হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর নিকটে যেতেন (তা স্পর্শ করার জন্য)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোন সাহাবীকে আমি এরূপ করতে দেখিনাই। আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রাহমান! আপনি ভীড় ঠেলে হলেও এই দুই রুকনে গিয়ে পৌছেন, কিন্তু আমি তো ভীড় ঠেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যকোন সাহাবীকে সেখানে যেতে দেখিনি। তিনি বললেন, আমি এরূপ কেন করব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ এই দুইটি রুকন স্পর্শ করলে গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

– সহীহ, তা'লিকুল রাগীব (২/১২০) **আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছিঃ সঠিকভাবে যদি কোন লোক বাইতুল্লাহ্ সাতবার তাওয়াফ করে তাহলে তার একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান সাওয়াব হয়। -সহীহ ইবনু মা-জাহ (২৯৫৬) তাঁকে আমি আরো বলতে শুনেছিঃ যখনই কোন ব্যক্তি তাওয়াফ করতে গিয়ে এক পা রাখে এবং অপর পা তোলে আল্লাহ**

তখন তার একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি করে সাওয়াব লিখে দেন। -সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (২/১২০), মিশকাত (২৫৮০)

আবূ ঈসা বলেন, একইরকম হাদীস ইবনু উমার (রাঃ) হতে অপরএক সূত্রে বর্ণিত-আছে। কিন্তু সেই সনদে উমাইরের উল্লেখ নেই। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

١١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২ ॥ তাওয়াফকালে কথাবার্তা বলা

٩٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ؛ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ؛ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ".

- صحيح : "الإرواء" (١٢١)، "المشكاة" (٢٥٧٦)، "التعليق الرغيب" (٢/١٢١)، "التعليق على ابن خزيمة" (٢٧٣٩).

৯৬০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বাইতুল্লাহ্র চারদিকে তাওয়াফ করা নামায আদায়ের অনুরূপ। তবে তোমরা এতে (তাওয়াফকালে) কথা বলতে পার। সুতরাং তাওয়াফকালে যে ব্যক্তি কথা বলে সে যেন ভাল কথা বলে।

– সহীহ, ইরওয়া (১২১), মিশকাত (২৫৭৬), তা'লীকুর রাগীব (২/১২১), তা'লীক আলা ইবনু খুযাইমাহ (২৭৩৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনু তাউস প্রমুখ হতে মাওকূফ হিসেবেও বর্ণিত আছে। এটি আতা ইবনুস সাইব ছাড়া অন্যকোন সূত্রে মারফূভাবে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করার কথা বলেছেন। তারা বলেন, বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কথা, আল্লাহ্র যিকির ও ইল্ম প্রসঙ্গিয় আলোচনা ব্যতীত তাওয়াফের সময় অন্য কোন কথা না বলা মুস্তাহাব।

١١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩ ॥ হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গে

٩٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ جَرِيْرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ : "وَاللّٰهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ؛ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ".

– صحيح : "المشكاة" (٢٥٧٨)، "التعليق الرغيب" (١٢٢/٢)، "التعليق على ابن خزيمة" (٢٧٣٥).

৯৬১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এই পাথরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, এর দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। যেলোক সত্য হৃদয়ে একে স্পর্শ করবে তার সম্বন্ধে এই পাথর আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে সাক্ষ্য দিবে।

– সহীহ, মিশকাত (২৫৭৮), তা'লীকুর রাগীব (২/১২২), তা'লীক আলা ইবনু খুযাইমা (২৭৩৫)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

١١٥) بَابٌ
অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫ ॥ (যমযমের পানি বহন করা প্রসঙ্গে)

٩٦٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ : حَدَّثَنَا

زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ.

- صحيح : "الصحيحة" (٨٨٣).

৯৬৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি যমযমের পানি সাথে করে নিয়ে আসতেন, আর বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বহন করে আনতেন।

– সহীহ, সহীহাহ্ (৮৮৩)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এই হাদীস প্রসঙ্গে শুধু উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি।

١١٦) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬ ॥ (৮ই জিলহাজ্জ মিনায় জুহরের নামায পড়া প্রসঙ্গে)

٩٦٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ -، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ : أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : بِمِنًى، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ : بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٦٧٠) ق.

৯৬৪। আবদুল আযীয ইবনু রুফাই (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বললাম, ইয়াওমুত্-তারবিয়ায় (৮ই যুলহিজ্জায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় যুহরের নামায আদায় করেছেন? আপনি এই প্রসঙ্গে যা জানেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, তিনি ইয়াওমুন নাফরে (১৩ই যুলহিজ্জায়) আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বলেন, আবতাহ্ (বাতহা) নামক জায়গায়। এরপর তিনি বললেন, তোমার আমীরগণ যা করবে তুমিও সেইভাবে কর (যেখানে তারা নামায আদায় করে সেখানে তুমিও আদায় কর)

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৬৭০) বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। কিন্তু সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইসহাক ইবনু ইউসুফ আল-আযরাকের বর্ণনাটি গারীব।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٨ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৮ ঃ জানাযা

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ রোগভোগের সাওয়াব

٩٦٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْه بِهَا خَطِيْئَةً".

– صحيح : "الروض النضير" (٨١٩) م، خ، مختصرا.

৯৬৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন মু'মিন ব্যক্তির দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয় অথবা সে যদি এর চেয়ে বেশি কিছুতে আক্রান্ত হয় তবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন।

– সহীহ, রাওযুন নাযীর (৮১৯), মুসলিম, বুখারী, সংক্ষিপ্ত

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস, আবূ উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ, আবূ হুরাইরা, আবূ উমামা, আবূ সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর, আসাদ ইবনু কুরয, জাবির, ইবনু আব্দুল্লাহ আবদুর রাহমান ইবনু আযহার ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٩٦٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ؛ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ حَزَنٍ، وَلاَ وَصَبٍ، حَتَّى الْهَمُّ يَهُمُّهُ؛ إِلاَّ يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ".

- حسن صحيح : "الصحيحة" (٢٥٠٣). م، خ، مختصرا، وقالا : "من سيئاته" وهو المحفوظ.

৯৬৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ধরণের দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও রোগ, এমনকি তুচ্ছ যেকোন চিন্তাই আসুক না কেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

– হাসান সহীহ, সহীহাহ্ (২৫০৩), মুসলিম, বুখারী সংক্ষিপ্ত। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আনহু সায়্যিয়াতিহির পরিবর্তে মিন সায়্যিয়াতিহী উল্লেখ আছে। আর উহাই সংরক্ষিত।

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। ওয়াকী বলেছেন, তিনি এই হাদীসটি ছাড়া আরকোন রিওয়ায়াতে দুশ্চিন্তাও যে গুনাহ্র কাফ্ফারা হয় এমন কথা শুনেননি। আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রেও এই হাদীসটি কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

٩٦٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا

خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ".

- صحيح : م (١٣/٨).

৯৬৭। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমান তার কোন (রুগ্ন) মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে সে (যতক্ষণ সেখানে থাকে ততক্ষণ) যেন জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে।

– সহীহ্, মুসলিম (৮/১৩)

আলী, আবূ মূসা, বারাআ, আবূ হুরাইরা, আনাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সাওবান (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসটি আবূ গিফার ও আসিম আল-আহওয়াল (রাহঃ) এরকমই বর্ণনা করেছেন আবূ কিলাবা হতে, তিনি আবুল আশআস হতে, তিনি আবূ আসমা হতে, তিনি সাওবান (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তিরমিযী বলেন, মুহাম্মাদ আল-বুখারী (রাহঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, যারা আবুল আশআস হতে আবূ আসমার সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সনদসূত্র অধিকতর সহীহ্। মুহাম্মাদ (বুখারী) আরও বলেছেন ঃ আবূ কিলাবার হাদীসগুলি আবূ আমরের সূত্রেই বর্ণিত, কিন্তু এই হাদীসটি আবূল আশ্ আসের বরাতে আবূ আসমা হতেই আমি জানতে পেরেছি।

٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ؛ وَزَادَ فِيهِ : قِيلَ : مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : "جَنَاهَا".

- صحيح : م.

৯৬৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাওবান (রাঃ)-এর সূত্রে (উপরের হাদীসের) এরকমই বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনাতে আরো আছেঃ প্রশ্ন করা হল, 'খুরফাতুল জান্নাত' কি? তিনি বলেনঃ এটা হচ্ছে জান্নাতের কুড়ানো ফল।

– সহীহ, মুসলিম

উপরোক্ত হাদীসের মতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আহ্‌মাদ ইবনু আবদা আয-যাব্বী (রাহঃ)....সাওবান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সনদে আবুল-আশআসের উল্লেখ নেই। আবূ ঈসা বলেন, হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতেও এই হাদীসকে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি।

٩٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةَ-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي، قَالَ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى! فَقَالَ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَمْ زَائِرًا؟ فقال : لَا؛ بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً؛ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ؛ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً؛ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَه خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ".

– صحيح : إلا قوله : "زائرا" والصواب : "شامتا"، "الصحيحة" (١٣٦٧)، "الروض" (١١٥٥).

৯৬৯। সুওয়াইর (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার হাত ধরে আলী (রাঃ) বললেন, আমার সাথে চল, অসুস্থ হুসাইনকে দেখে আসি। আমরা তার নিকটে গিয়ে মূসা (রাঃ)-কে হাযির

পেলাম। আলী (রাঃ) বললেন, হে আবূ মূসা! আপনি কি রোগী দেখতে এসেছেন না এমনি বেড়াতে এসেছেন? তিনি বললেন, না, রোগী দেখতে এসেছি। আলী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ কোন মুসলমান যদি অন্যকোন মুসলিম রোগীকে সকাল বেলা দেখতে যায় তাহলে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। সে যদি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যায় তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা ভোর পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ফলের বাগান তৈরী হয়।

– সহীহ, তবে হাদীসে বর্ণিত যায়িরাণ শব্দের পরিবর্তে শামিতান শব্দ আছে। -সহীহাহ (১৩৬৭), আর-রা ওয (১১৫৫)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এটি একাধিকসূত্রে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এটিকে মারফূ না করে কেউ কেউ মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী আবূ ফাখিতার নাম সাঈদ, পিতার নাম ইলাকা।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّيْ لِلْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ মৃত্যু কামনা করা নিষেধ

٩٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ؛ وَقَدِ اكْتَوَى فِيْ بَطْنِهِ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ؛ وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِيْ نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِيْ أَرْبَعُوْنَ أَلْفًا، وَلَوْلَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَانَا -أَوْ نَهَى - أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ؛ لَتَمَنَّيْتُ.

– صحيح : "أحكام الجنائز" (٥٩) ق، النهي عن التمني فقط.

৯৭০। হারিসা ইবনু মুযার্‌রিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা খাব্‌বাব (রাঃ)-এর নিকট আমি হাযির হলাম। তখন তার পেটে (গরম কিছু দিয়ে) তিনি সেঁক দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমি যত বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, জানি না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন সাহাবী এত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কি-না। একটি দিরহামও আমার নিকটে ছিল না (নিঃস্ব ছিলাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে। আর এখন চল্লিশহাজার দিরহাম আমার ঘরের কোণে পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তবে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

– সহীহ, আহ্‌কামুল জানায়িয (৫৯), নাসাঈতে শুধুমাত্র মৃত্যু কামনা নিষেধ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরাইরা, আনাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। খাব্‌বাব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٩٧١– حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًالِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِيْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٦٥) ق.

৯৭১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মাঝে কোন লোক যেন কোন দুঃখ-কষ্টে জড়িয়ে পড়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। বরং সে যেন বলে, হে আল্লাহ্! যে পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় আমাকে সে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখ এবং আমার জন্য যখন মৃত্যু কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দাও।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (৪২৬৫), বুখারী, মুসলিম

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আলী ইবনু হুজ্‌র ইসমাঈল ইবনু ইব্‌রাহীম হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে রোগীর জন্য (আল্লাহ্ তা'আলার) আশ্রয় প্রার্থনা করা

٩٧٢- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ الصَّوَّافُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ : أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ : "نَعَمْ"، قَالَ : بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ؛ مِنْ شَرِّ كُلِّ نفسٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدٍ، بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ، وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٢٣) م.

৯৭২। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন জিবরীল (আঃ) পাঠ করলেনঃ 'আমি আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার নামে ঝাড়ছি এমন সকল কিছু হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং সকল প্রকার অনিষ্টকর প্রাণী ও সকল হিংসুটে দৃষ্টি হতে। আল্লাহ্ তা'আলার নামে আমি আপনাকে ঝাড়ছি, আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্থতা দান করুন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫২৩), মুসলিম

٩٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ

ابْنِ صُـهَيْبٍ،. قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ : يَاأَبَا حَمْزَةَ! اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ : أَفَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟! قَالَ : بَلَى، قَالَ : اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! مُذْهِبَ الْبَأْسِ! اشْفِ -أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ-شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

- صحيح . خ.

৯৭৩। আবদুল আযীয ইবনু সুহাইব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ও সাবিত আল-বুনানী আনাস (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। সাবিত বললেন, হে আবূ হামযা! আমি অসুস্থ অনুভব করছি। আনাস (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়ফুঁকের দু'আ পাঠ করে ঝাড়ব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনাস (রাঃ) বললেন ঃ "হে আল্লাহ, মানবজাতির প্রভু! কষ্ট-ক্লেশ বিতাড়নকারী, রোগ হতে আপনি মুক্তি দিন, নিরাময়কারী তো আপনিই, আর কোন সুস্থতা দানকারী নেই আপনি ব্যতীত। এমন সুস্থতা আপনি দান করুন আর কোন রোগ যেন থাকতে না পারে"।

– সহীহ, বুখারী

আনাস ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। তিনি বলেন, আবূ যুরআকে আমি প্রশ্ন করলামঃ বেশি সহীহ্ কোনটি, আবদুল আযীয-আবূ নাযরা হতে তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি না আবদুল আযীয-আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি? তিনি উভয় হাদীসকেই সহীহ্ বলেছেন। আব্দুস সামাদ ইবনু আবদুল ওয়ারিস তার পিতা হতে আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আবূ নাযরা হতে, তিনি আবূ সাঈদ হতে এবং আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ ওয়াসিয়াতের জন্য উৎসাহ দেওয়া

٩٧٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ" إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٩٩) ق.

৯৭৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি ওয়াসিয়াত করার মত সম্পদ কোন মুসলমান ব্যক্তির নিকট থাকে তবে নিজের নিকট ওয়াসিয়াতনামা লিখে না রেখে সেলোক যেন দুই রাতও অতিবাহিত না করে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৬৯৯), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ এক–তৃতীয়াংশ বা এক–চতুর্থাংশ সম্পদের ওয়াসিয়াত করা

٩٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : عَادَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ : "أَوْصَيْتَ؟"، قُلْتُ : "نَعَمْ"، قَالَ : "بِكَمْ؟"، قُلْتُ : بِمَالِيْ كُلِّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالَ : "فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟"، قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ

بِخَيْرٍ، قَالَ : "أَوْصِ بِالْعُشْرِ"، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ، حَتَّى قَالَ : "أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".

– صحيح " "الإرواء" (٨٩٩)، "صحيح أبي داود" (٢٥٥٠) ق نحوه دون قوله : أوص بالعشر" فهو ضعيف.

৯৭৫। সা'দ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেনঃ তুমি কি ওয়াসিয়াত করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ কতটুকু? আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় আমার সবটুকু সম্পদ দিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেনঃ তোমার সন্তানদের জন্য কি রাখলে? তিনি বললেন, তারা বেশ ধনী। তিনি বললেনঃ দশ ভাগের এক অংশ ওয়াসিয়াত কর। সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি বরাবর "তা খুবই কম" বলতে লাগলাম। তিনি শেষে বললেনঃ ওয়াসিয়াত কর তিন ভাগের এক অংশ। আর তিন ভাগের এক অংশও বেশি হয়ে যাচ্ছে।

– সহীহ, ইরওয়া (৮৯৯), সহীহ আবূ দাউদ (২৫৫০), বুখারী, মুসলিম দশভাগের একভাগ ওয়াসিয়াত কর এই অংশ বাদে। এ অংশটুকু যঈফ।

আবূ আবদুর রাহমান বলেন, আমরা এক-তৃতীয়াংশের কম ওয়াসিয়াত করাকে মুস্তাহাব মনে করি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশি।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এটি একাধিকসূত্রে বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় 'কাবীর" শব্দ এবং কোন কোন বর্ণনায় 'কাসীর" শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। তারা এক তৃতীয়াংশের বেশি পরিমাণ ওয়াসিয়াত করাকে জায়িয মনে করেন না, বরং এক তৃতীয়াংশেরও কম সম্পদ ওয়াসিয়াত করাকে মুস্তাহাব মনে

করেন। সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ এক-চতুর্থাংশের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ এবং এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ ওয়াসিয়াত করাকে পূর্ববর্তী আলিমগণ মুস্তাহাব মনে করতেন। এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তি যে লোক ওয়াসিয়াত করল সে লোক তো আর কিছু রাখল না। তার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়াত করা জায়িয নয়।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَلْقِيْنِ الْمَرِيْضِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ অন্তিম সময়ের লোককে তালকীন দেয়া এবং তার জন্য দু'আ করা

٩٧٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٤٤، ١٤٤٥) م.

৯৭৬। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মাঝে অন্তিম সময়ের ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করে শুনাও।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৪৪, ১৪৪৫), মুসলিম

আবূ হুরাইরা, উম্মু সালামা, আইশা, জাবির ও তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-এর স্ত্রী সু'দা আল-মুরিয়্যা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন।

٩٧٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ، أَوِ الْمَيِّتَ؛ فَقُوْلُوْا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ".

قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ مَاتَ، قَالَ : "فَقُولِي : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً"، قَالَتْ : فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؛ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٤٧) م.

৯৭৭। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন অসুস্থ বা মৃত লোকের নিকটে তোমরা হাযির হলে তার সম্বন্ধে ভাল কথা বলবে। কেননা, তোমরা যেসব কথা বল সে প্রসঙ্গে ফেরেশতাগণ আমীন বলে থাকেন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আবূ সালামা (রাঃ) মারা যাবার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামা মারা গিয়েছে। তিনি বললেনঃ তুমি বল, 'হে আল্লাহ্! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার পরে আমাকে তার চেয়ে আরও উত্তম পরিণতি দান করুন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরবর্তীতে আমাকে তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি দান করেছেন। তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৪৭), মুসলিম

শাকীক হচ্ছেন ইবনু সালামা আবূ ওয়াইল আসাদী। উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

মুমূর্ষু রোগীকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করা মুস্তাহাব। একদল আলিম বলেন, এই কালিমা যদি সে একবার পাঠ করে নেয় তবে পরে অন্যকথা না বললে পুনরায় তাকে তালকীন করা অনুচিত এবং বারবার এই বিষয়ে তাকে চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। ইবনুল মুবারাকের মৃত্যুর সময় হাযির হলে তাঁকে কোন এক লোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করতে থাকে এবং এই বিষয়ে বারবার তাকে তাকিদ করতে থাকে। তখন তিনি বললেন, আমি একবার তা বলেছি পরে

অন্য কোন কথা না বলা পর্যন্ত আমি এই কথার উপরই প্রতিষ্ঠিত আছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহঃ)-এর এই কথার তাৎপর্য এটাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছেঃ "যে লোকের শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে লোক জান্নাতে যাবে"।

٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ মৃত্যু যন্ত্রণা প্রসঙ্গে

٩٧٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ؛ بَعْدَ الَّذِي رَأَيتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ.

- صحيح : "مختصر الشمائل المحمدية" (٣٢٥) خ.

৯৭৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর হতে আমার আর কোন ঈর্ষা হয় না অন্য কোন ব্যক্তির সহজ মৃত্যু হলে।

– সহীহ, মুখতাসার শামায়িল মুহাম্মাদীয়া (৩২৫), বুখারী

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ আমি আবূ যুরআকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম এবং তাকে বললাম ঃ আব্দুর রাহমান ইবনুল আ'লা ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন ঃ ব্যক্তিটি হলেন আল আলা-ইবনুল লাজলাজ।

এই হাদীসটিকে তিনি শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই জেনেছেন।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ মু'মিনদের মৃত্যুর সময় কপাল ঘামে

٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ

الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ".

– صحيح "ابن ماجه" (١٤٥٢).

৯৮২। আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কপালের ঘামসহ মু'মিনের মৃত্যু হয়।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৫২)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। একদল মুহাদ্দিস বলেন, কাতাদা (রাহঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনু বুরাইদা হতে কোন কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

١١) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ (মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র নিকট কল্যাণের আশা করা)

٩٨٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سَيَّارٌ –هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ–: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ : "كَيْفَ تَجِدُكَ؟"، قَالَ : وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنِّي أَرْجُو اللّٰهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ؛ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ".

– حسن : "ابن ماجه" (٤٢٦١).

৯৮৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের নিকট গেলেন। তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। তিনি বললেনঃ তোমার কেমন অনুভব হচ্ছে? যুবকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্ তা'আলার রাহ্‌মাতের আশা করছি, কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছি আমার গুনাহ্‌গুলোর কারণে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে বান্দার হৃদয়ে এরকম সময়ে এরূপ দুই বিপরীত জিনিস একত্র হয়, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার কাংক্ষিত জিনিস তাকে দান করেন এবং তাকে তার বিপদাশংকা হতে নিরাপদ রাখেন।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪২৬১)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। হাদীসটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী মুরসাল হিসেবে সাবিতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ মৃত্যুসংবাদ ফলাও করে প্রচার করা মাকরূহ

٩٨٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ : حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبَسِيُّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَي الْعَبَسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ : إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوْا بِيْ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

– حسن : "ابن ماجه" (١٤٧٦).

৯৮৬। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার মৃত্যু হলে এই বিষয়ে তোমরা কোন ঘোষণা দিবে না। আমার ভয় হয় যে, এটা মৃত্যুর সংবাদ প্রচার বলে ধরা হবে। আমি মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিষেধ করতে শুনেছি।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৪৭৬)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ করা

٩٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى".

– صحيح : "أحكام الجنائز" (ص ٢٢) ق.

৯৮৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রকৃত ধৈর্য হচ্ছে বিপদের প্রথম ধাক্কাতেই ধৈর্যধারণ করা।

– সহীহ, আহকা-মুল জানা-য়িজ (২২ পৃঃ), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা হাদীসটিকে এই সূত্রে গারীব বলেছেন।

٩٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى".

– صحيح.

৯৮৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধরতে হবে।

– সহীহ

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মৃত লোককে চুমা দেয়া

٩٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، وَهُوَ يَبْكِيْ - أَوْ قَالَ : عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٥٦).

৯৮৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উসমান ইবনু মাযউন (রাঃ)-কে মৃত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করেছিলেন আর কাঁদছিলেন। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৫৬)

ইবনু আব্বাস, জাবির ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারা যাবার পর আবূ বাকার (রাঃ) তাঁকে চুমা দিয়েছেন।

আইশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ লাশের গোসল দেয়া

٩٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُوْرٌ، وَهِشَامٌ - فَأَمَّا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ؛ فَقَالَا : عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ؛

وَقَالَ مَنْصُورٌ -، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا؛ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ : "أَشْعِرْنَهَا بِهِ" -قَالَ هُشَيْمٌ : وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ؛ وَلَا أَدْرِي؛ وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ -، قَالَتْ : وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ -قَالَ هُشَيْمٌ : أَظُنُّهُ قَالَ :- فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. قَالَ هُشَيْمٌ : فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٥٨) ق.

৯৯০। উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা (যাইনাব) মারা গেলে তিনি বললেনঃ তোমরা বেজোড় সংখ্যায় তিন বার বা পাঁচ বার অথবা প্রয়োজনে এর চেয়েও অধিক বার তাঁকে গোসল দিতে পার। বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। আর শেষবার পানিতে কর্পুর বা কিছু পরিমাণ কর্পুর ঢেলে দাও। তোমাদের গোসল করানো শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানিয়ে দিও। অতএব, তার গোসল শেষ করে আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর লুঙ্গি আমাদের দিকে ছুড়ে দিলেন এবং বললেনঃ তাঁর শরীরে এটিকে জড়িয়ে দাও। হুশাইম বলেন, এদের (খালিদ, মানসূর) ব্যতীত অন্যদের, হয়ত হিশামও তাদের একজন, বর্ণনায় আছে যে, উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁর চুলকে তিন ভাগে বিন্যস্ত করলাম। হুশাইম বলেন, আমার ধারণায় তিনি এও বলেছেনঃ তাঁর চুলগুলোকে আমরা তাঁর পিছন দিকে ছেড়ে দিলাম।

হুশাইম বলেন, এদের মধ্যে খালিদ আমাকে হাফসা ও মুহাম্মাদ-উম্মু আতিয়্যা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেনঃ তাঁর ডান পাশ দিযে তার ওযূর স্থানসমূহ হতে গোসল শুরু কর।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৫৮), বুখারী, মুসলিম

উম্মু সুলাইম (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। ইবরাহীম নাখ্ঈ (রাহঃ) বলেন, নাপাক ব্যক্তির গোসলের নিয়মের মতই মৃতের গোসল করানোর নিয়ম। ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, আমাদের মতে মৃত ব্যক্তির গোসল করানোর ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। আসল কাজ হচ্ছে তাকে পাকসাফ করা। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, মালিক (রাহঃ) একটি অস্পষ্ট কথা বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে পরিষ্কার পানি বা অন্য কোন পানি দ্বারা গোসল করিয়ে তার দেহ হতে ময়লা দূর করে দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু আমার মতে মৃত ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক বার বেজোড় সংখ্যায় গোসল করানো মুস্তাহাব। তবে যেন তিন হতে কম না হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তাকে তোমরা তিনবার অথবা পাঁচবার গোসল করাও। যদি তিনবারের কমেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং তাই যথেষ্ট হয়। তবে তাঁর এই বক্তব্য তিন বার বা পাঁচ বার-এর কোন অর্থ হয়না। এই বিষয়ে তিনি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত করে দেননি একথা বলা যায়না। ফকীহগণও এরকম কথা বলেছেন। হাদীসের প্রকৃত মর্ম তারাই হৃদয়ংগম করতে পারেন। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে এবং শেষবারে কর্পূর মিশ্রিত পানি দিয়ে।

١٦) بَابٌ فِيْ مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কস্তুরি ব্যবহার করা

٩٩١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، وَشَبَابَةُ، قَالاَ :

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَطْيَبُ الطِّيْبِ الْمِسْكُ".

– صحيح : م.

৯৯১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কস্তুরি সবচাইতে উত্তম সুগন্ধি।

– সহীহ, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٩٩٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ؟ فقَالَ : "هُوَ أَطْيَبُ طِيْبِكُمْ".

– صحيح : م.

৯৯২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কস্তুরি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেনঃ তোমাদের সুগন্ধিগুলোর মধ্যে এটা হলো সবচাইতে উত্তম সুগন্ধি।

– সহীহ, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস্ অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। এই অভিমত আহ্মাদ ও ইসহাকের। মৃতের জন্য কস্তুরি ব্যবহারকে অন্য একদল আলিম মাকরূহ্ বলেছেন। এই হাদীস আল-মুস্তামির ইবনুর রাইয়্যানও আবূ নাযরা হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাইদ বলেন; আল-মুসতামির ইবনুর রাইয়্যান ও খুলাইদ ইবনু জাফর দুজনেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসল করা

٩٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوْءُ" -يَعْنِي : الْمَيِّتَ-.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٦٣).

৯৯৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসল করতে হবে এবং লাশ বহন করার পর ওযূ করতে হবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৬৩)

আলী ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এটি মাওকূফ হিসেবেও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। আলিমদের মাঝে লাশকে গোসল করানোর পর গোসল করার বিষয়ে মতের অমিল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, মৃত ব্যক্তিকে কোন লোক গোসল করানোর পরে তাকেও গোসল করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, তাকে ওযূ করতে হবে। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা মুস্তাহাব, আমি এটাকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করি না। একই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈও। ইমাম আহ্মাদ (রাহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যে লোক গোসল করাবে আমার ধারণা মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়, ওযূই তার জন্য যথেষ্ট হবে। ইসহাক (রাহঃ) বলেন, অবশ্যই তাকে ওযূ করতে হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক (রাহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসলদানকারীর জন্য ওযূ বা গোসল কোনটাই ওয়াজিব নয়।

١٨) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ কাফনের জন্য যেরূপ কাপড় উত্তম

٩٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٧٢).

৯৯৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সাদা রঙ্গের পোশাক পর। কেননা, তোমাদের জন্য তা সবচাইতে উত্তম পোশাক। তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের এটা দিয়েই কাফন দাও।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৪৭২)

সামুরা, ইবনু উমার ও আইশা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলিমগণও এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেন, যে পোশাক পরিধান করে মৃত ব্যক্তি নামায আদায় করত তাকে তা দিয়ে কাফন দেয়াই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, সাদা কাপড়ে কাফন দেয়াই আমরা পছন্দ করি। উত্তম কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়াই মুস্তাহাব।

١٩) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (উত্তম কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া)

٩٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي

قَتَادَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ".

صحيح : "الصحيحة" (١٤٢٥)، "أحكام الجنائز" (٥٨)م جابر.

৯৯৫। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের মাঝে কোন লোক তার কোন ভাইয়ের ওয়ালী হয় তবে সে যেন তার জন্য উত্তম কাফনের ব্যবস্থা করে।

– সহীহ, সহীহাহ্ (১৪২৫), আহকামুল জানা-য়িজ (৫৮), মুসলিম জাবির হতে

জাবির (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেনঃ "সে যেন তার জন্য উত্তম কাফনের ব্যবস্থা করে" সাল্লাম ইবনু আবূ মুতী' এই কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে এটা অতি উত্তম হতে হবে, কাফনের কাপড় অধিক মূল্যের হতে হবে তা নয়।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি পরিমাণ কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল?

٩٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ : فَذَكَرُوْا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ : فِيْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ : قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٦٩) ق.

৯৯৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তিনটি ইয়ামানী সাদা কাপড় দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এতে জামা ও পাগড়ী ছিল না। বর্ণনাকারী (উরওয়া) বলেন, লোকেরা আইশা (রাঃ)-কে বলল, কেউ কেউ বলেন, দু'টি কাপড় ও একটি লম্বা রেখাযুক্ত চাদর দ্বারা তাঁকে কাফন দেওয়া হয়েছে। আইশা (রাঃ) বলেন, একটি চাদর আনা হয়েছিল কিন্তু তাঁরা তা ফিরিয়ে দেন এবং তাঁকে সেটা দিয়ে কাফন দেননি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৬৯), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

৯৯৭- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فِيْ نَمِرَةٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

– حسن : "الأحكام" (٥٩، ٦٠).

৯৯৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, শুধুমাত্র একটি পশমী চাদর দ্বারা হামযা ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফন দিয়েছিলেন।

– হাসান, আল-আহকাম (৫৯,৬০)

আলী, ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফনের প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকম হাদীস আছে। আইশা (রাঃ)-এর হাদীস তন্মধ্যে সবচাইতে সহীহ্। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেন, পুরুষদেরকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে– দু'টি চাদর ও একটি জামা বা তিনটি চাদরেই কাফন দেওয়া যায়। দু'টো কাপড় না পাওয়া

গেলে একটিতেই যথেষ্ট হবে। আর তিনটি না পাওয়া গেলে দু'টিই যথেষ্ট। তিনটি পাওয়া গেলে তা বেশি উত্তম। এই অভিমত ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। তারা বলেন, মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে।

٢١) بَابَ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের জন্য খাবার তৈরী করে পাঠানো

٩٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ".

– حسن : "ابن ماجه" (١٦١٠)، "المشكاة" (١٧٣٩).

৯৯৮। আবদুল্লাহ্ ইবনু জাফর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাফর (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার খবর এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী কর। কেননা, এমন খবর তাদের নিকটে এসেছে যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৬১০), মিশকাত (১৭৩৯)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। মৃত ব্যক্তির পরিবারের দুঃখ-কষ্ট জনিত ব্যস্ততার কারণে তাদেরকে কিছু পাঠানোকে একদল আলিম মুস্তাহাব বলেছেন। এই অভিমত ইমাম শাফিঈর। জাফর ইবনু খালিদ হচ্ছেন ইবনু সা-রাহ, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইবনু জুরাইজও তার বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ বিপদের সময় কপালে হাত চাপড়ানো ও জামার বুক ছেড়া নিষেধ

٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ : حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْأَيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٨٤) ق.

৯৯৯। আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যেসব লোক (মৃত্যুশোকে) জামার বুক ছিড়ে, গাল চাপড়ায় ও জাহিলী যুগের ন্যায় হা-হুতাশ করে সেসব লোক আমাদের দলভুক্ত নয়।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৮৪), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা মাকরূহ্

١٠٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، وَمَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ -يُقَالُ لَهُ : قَرَظَةُ بْنُ

كَعْبٍ-، فَنِيْحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَر، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ : مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ؟! أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ؛ عُذِّبَ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ".

– صحيح : "الأحكام" (٢٨، ٢٩) ق.

১০০০। আলী ইবনু রাবীআ আল-আসাদী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কারাযা ইবনু কা'ব নামক এক আনসারী মারা গেলে তাঁর জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি শুরু হয়। এমতাবস্থায় মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) এসে মিম্বারে উঠলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, ইসলামে বিলাপ করে কাঁদার বিধান কোথায়? সাবধান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয় তাকে বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

– সহীহ, আল আহকাম (২৮, ২৯), বুখারী, মুসলিম

উমার, আলী, আবূ মূসা, কাইস ইবনু আসিম, আবূ হুরাইরা, জুনাদা ইবনু মালিক, আনাস, উম্মু আতিয়্যা, সামুরা ও আবূ মালিক আল-আশআরী (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মুগীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠٠١– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ وَالْمَسْعُوْدِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَنْ يَدعَهُنَّ النَّاسُ : النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى : أَجْرَبَ بَعِيْرٌ، فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيْرٍ؛ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيْرَ الْأَوَّلَ؟! وَالْأَنْوَاءُ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا".

– حسن : "الصحيحة" (٧٣٥).

১০০১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতদের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি (খারাপ) বিষয় আছে। তারা কখনও এগুলো (পুরোপুরি) ছাড়বে নাঃ মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ সহকারে ক্রন্দন করা, বংশ তুলে গালি দেওয়া, সংক্রামক রোগ সংক্রমিত হওয়ার ধারণা, একটি উট সংক্রমিত হলে একশ'টি উটে তা সংক্রমিত হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথমটি কিভাবে সংক্রমিত হল? আর নক্ষত্রের প্রভাব মান্য করা অর্থাৎ অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি হলো।

– হাসান, সহীহাহ্ (৭৩৫)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা মাকরূহ

١٠٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٩٣) ق.

১০০২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৫৯৩), বুখারী, মুসলিম

ইবনু উমার ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসের ভিত্তিতে একদল আলিম, মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা

অপছন্দ করেছেন। তারা বলেন, তাকে তার পরিবারের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। উক্ত হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেন, আমি আশা করি যদি মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদেরকে তার জীবিতাবস্থায় কাঁদতে বারণ করে যায় তাহলে তাদের কান্নার কারণে তার কিছু হবে না।

١٠٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، أَنَّ مُوسَى ابْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ : وَاجَبَلَاهْ! وَاسَيِّدَاهْ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهَكَذَا كُنْتَ؟".

- حسن : "ابن ماجه" (١٥٩٤).

১০০৩। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার জন্য ক্রন্দনকারীরা যখন কাঁদে আর বলে, হায় আমাদের পাহাড়! হে আমাদের নেতা বা অনুরূপ কোন কথা, তখন দুইজন ফিরিশতা ঐ মৃত ব্যক্তির জন্য নিয়োগ করা হয়। তারা তার বুকে ঘুষি মারে আর বলতে থাকে, তুমি কি এরূপ ছিলে?

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৫৯৪)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করার অনুমতি

١٠٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ

ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَرْحَمُهُ اللّٰهُ! لَمْ يَكْذِبْ، وَلٰكِنَّهُ وَهِمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًا : "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ؛ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ".

- صحيح : "أحكام الجنائز" (٢٨) ق.

১০০৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আইশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে (ইবনু উমারকে) রহম করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি, বরং ভুল বুঝেছেন। এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ইয়াহূদী অবস্থায় মারা গিয়েছিলঃ মৃত ব্যক্তিকে (তার গুনাহের কারণে) শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর তার জন্য তার পরিবারের লোকেরা কাঁদছে।

– সহীহ, আহকা-মুল জানা-য়িজ (২৮), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আব্বাস, কারাযা ইবনু কা'ব, আবূ হুরাইরা, ইবনু মাসঊদ ও উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস আইশা (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা "ওয়ালা তাযিরু ওয়াযিরাতুন বিযরা উখরা" (একজন অপরজনের বোঝা বহন করবে না) আয়াত দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এই অভিমত ইমাম শাফিঈরও।

١٠٠٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ

ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ، فَوَجَدَهُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَهُ فِيْ حِجْرِهِ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : أَتَبْكِيْ؟! أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ؟! قَالَ : "لاَ، وَلٰكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ؛ خَمْشِ وُجُوْهٍ، وَشَقِّ جُيُوْبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ".

- حسن.

১০০৫। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পুত্র ইবরাহীম (রাঃ)-এর নিকটে গেলেন। তাঁকে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং কাঁদলেন। আবদুর রাহমান (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনিও কাঁদছেন? আপনি কি কান্না করতে বারণ করেননি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি দুইটি নির্বোধ সুলভ ও পাপাচারমূলক চিৎকার নিষেধ করেছিঃ বিপদের সময় চিৎকার করা, মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং জামার সম্মুখভাগ ছিড়ে ফেলা আর শাইতানের মত (চিৎকার) কান্নাকাটি করা।

– হাসান, হাদীসটিতে আরো অনেক বক্তব্য আছে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

١٠٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ

-وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ-؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ؛ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ : "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا؛ وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا".

- صحيح : "الأحكام" (٢٨) ق.

১০০৬। আমর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আইশা (রাঃ)-এর নিকট শুনেছেন যে, তার নিকট উল্লেখ করা হল যে, ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয় (এ কথা শুনে) আইশা (রাঃ) বললেন, আবদুর রাহ্‌মানের বাবাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি। তবে তিনি হয়ত ভুলে গেছেন বা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। (প্রকৃত বিষয় এই যে,) কোন এক ইয়াহূদী নারীর লাশের বা কবরের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন। তখন তার জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছিল। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ তার জন্য তো এরা কান্নাকাটি করছে, অথচ তাকে কবরের মাঝে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।**

– সহীহ, আল-আহকাম (২৮), বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ জানাযার (লাশের) আগে আগে চলা

١٠٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٨٢).

১০০৭। সালিম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৮২)

١٠٠٨– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَبَكْرٍ الْكُوفِيِّ، وَزِيَادٍ، وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

– صحيح.

১০০৮। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

– সহীহ

١٠٠٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" أيضا.

১০০৯। যুহ্‌রী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ) জানাযার আগে আগে চলতেন। যুহ্‌রী বলেন, আমাকে সালিম (রাহঃ) জানিয়েছেন যে, তার পিতাও জানাযার আগে আগে যেতেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ

আনাস (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, অনেকগুলো সূত্রে ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যুহরী (রাহঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার আগে আগে যেতেন। সালিম (রাহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা জানাযার আগে আগে যেতেন। হাদীস বিশারদগণ সকলেই (যুহরী হতে বর্ণিত) মুরসাল হাদীসটিকে বেশি সহীহ্ বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেন, এই বিষয়ে ইবনু উয়াইনার হাদীসটি হতে যুহরীর মুরসাল রিওয়ায়াতটি বেশি সহীহ্। আমার মনে হয় ইবনু উআইনা হতে ইবনু জুরাইয এটিকে গ্রহণ করেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাম্মাম ইবনু ইয়াহইয়া যিয়াদ হতে এবং মানসূর, বাক্‌র ও সুফিয়ান যুহরী হতে, সালিমের বরাতে তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

আলিমদের মাঝে জানাযার আগে আগে চলা প্রসঙ্গে মত পার্থক্য আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর কিছু সংখ্যক আলিমের মতে জানাযার আগে আগে চলা উত্তম। এই মত ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (রাহঃ)-এর।

আবূ ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ)-এর বর্ণিত (পরবর্তী) হাদীস অরক্ষিত।

١٠١٠- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٨٣).

১০১০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকার, উমার এবং উসমান (রাঃ) জানাযার আগে আগে চলতেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৮৩)

আবূ ঈসা বলেন, আমি এই হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু বাকার এ হাদীসের সনদে ভুল করেছেন। মূলতঃ ইউনুস-যুহরীর সূত্রে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার ও উমার (রাঃ) জানাযার আগে আগে যেতেন। যুহরী বলেন, সালিম আমাকে অবহিত করেছেন যে, তার পিতাও জানাযার আগে আগে যেতেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, এটিই হলো বেশি সহীহ্ বর্ণনা।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদঃ ২৯ ॥ জানাযায় সাওয়ার হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٠١٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ؛ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى، وَنَحْنُ حَوْلَهُ، وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ.

- صحيح : "الأحكام" (٧٥) م.

১০১৩। সিমাক ইবনু হারব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ আমরা ইবনুদ দাহ্‌দাহ-এর জানাযাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার অবস্থায় ছিলেন। আমরা তাঁর চারপাশে ছিলাম এবং সেটি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলো এবং ঘোড়ার চলার তালে তালে তিনি দুলছিলেন।

– সহীহ, আল আহকাম (৭৫), মুসলিম

١٠١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّبَعَ جِنَازَةَ أَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ.

– صحيح : انظر ما قبله.

১০১৪। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনুদ দাহ্‌দাহ-এর জানাযায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেটে যান, কিন্তু ফিরে আসেন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ জানাযা (লাশ) নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া

١٠١٥–حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا؛ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا؛ تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".

– صحيح : "ابن ماجه (١٤٧٧) ق.

১০১৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জানাযা (লাশ) নিয়ে তোমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল। কেননা, সে যদি ভাল লোক হয় তাহলে তোমরা উত্তম পরিণতির দিকে তাকে এগিয়ে দিলে। আর যদি সে খারাপ লোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে তোমাদের গর্দান হতে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখলে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৭৭), বুখারী, মুসলিম

আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلَى أُحُدٍ، وَذِكْرِ حَمْزَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ ও হামযা (রাঃ) প্রসঙ্গে আলোচনা

١٠١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : أَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ : "لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِيْ نَفْسِهَا؛ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ؛ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُوْنِهَا"، قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ، فَكَفَّنَهُ فِيْهَا، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ؛ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ؛ بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ : فَكَثُرَ الْقَتْلَى، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، قَالَ : فَكُفِّنَ الرَّجُلُ، وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهُمْ : "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا؟"، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ : فَدَفَنَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

- صحيح : "الأحكام" (٥٩، ٦٠).

১০১৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন হামযা (রাঃ)-এর লাশের নিকটে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিকৃত করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ

(হামযার বোন) সাফিয়্যা তাঁর মনে আঘাত পাবে এমন ভয় যদি না হতো তাহলে আমি এই অবস্থায়ই তাঁর লাশ ছেড়ে যেতাম। তাকে হিংস্র জীবজন্তু খেয়ে ফেলত এবং সে এদের পেট হতেই কিয়ামাতের দিন বেরিয়ে আসত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটি সাদা-কালো ডোরাযুক্ত চাদর নিয়ে আসতে বললেন এবং সেটা দিয়ে তার কাফন পরান। তা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানলে তার দু'পা বেরিয়ে যেত, আবার তার পায়ের দিকে টানলে তার মাথা বেরিয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, নিহতের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি কিন্তু কাপড় কম ছিল। তাই এক কাপড়ে একজন, দুইজন, এমনকি তিনজনকেও একসাথে কাফন পরানো হয় এবং একই কবরে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করতেনঃ এদের মধ্যে কার বেশি কুরআন জানা আছে? তাকেই তিনি কিবলার সম্মুখে এগিয়ে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশগুলোর দাফন সম্পন্ন করলেন, কিন্তু তাদের জানাযা আদায় করেননি।

– সহীহ, আল আহকাম (৫৯, ৬০)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা আনাস (রাঃ)-এর এই হাদীস সম্পর্কে উপরোক্ত সূত্র ব্যতীত আর কোন সূত্রে জানতে পারিনি। হাদীসে বর্ণিত নামিরা অর্থ পুরাতন কাপড়। উসামা ইবনু যাইদের বর্ণনা সম্পর্কে মতভেদ আছে। লাইস ইবনু সা'দ বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব হতে, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালিক হতে, তিনি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ হতে, আর মা'মার বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'লাবা হতে, তিনি জাবির হতে। এই হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে যুহরীর সূত্রে উসামা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। লাইস ইবনু সা'দ-ইবনু শিহাব হতে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু কা'ব হতে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ হতে এই সূত্রে বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে মুহাম্মাদ বুখারীকে আমি প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এই সূত্রটি বেশি সহীহ্।

٣٣) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর স্থান ও দাফনের স্থান)

١٠١٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ اخْتَلَفُوْا فِيْ دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ، قَالَ : "مَا قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا؛ إِلَّا فِيْ الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ"؛ اُدْفِنُوْهُ فِيْ مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

- صحيح : "الأحكام" (١٣٧، ١٣٨) م، "مختصر الشمائل" (٣٢٦).

১০১৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর দাফন সম্পর্কে সাহাবীগণের মাঝে মতের অমিল দেখা দেয়। আবূ বাকার (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আমি কিছু শুনেছি, তা আমি ভুলিনি। তিনি বলেছেনঃ যে স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে দাফন হওয়ার ইচ্ছা করেন সে স্থানেই তাঁর মৃত্যু দেন। তোমরা তাঁকে তাঁর শয্যাস্থানে দাফন কর।

– সহীহ, আল আহকাম (১৩৭, ১৩৮), মুসলিম, মুখতাসার শামায়িল (৩২৬)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। স্মরণশক্তির দিক হতে আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বাকারকে দুর্বল বলা হয়েছে। আরো কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এই হাদীসটিকে আবূ

বাকার (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوْضَعَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পূর্বে বসা

١٠٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ؛ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ : هٰكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ! قَالَ : فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَقَالَ : "خَالِفُوهُمْ"،

- حسن : "ابن ماجه" (١٥٤٥).

১০২০। উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন লাশের সাথে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেতেন তাহলে কবরে তা না রাখা পর্যন্ত তিনি বসতেন না। একদা এক ইয়াহূদী পণ্ডিত তাঁকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরাও এরূপ করি। এরপর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার) আগেই বসতে লাগলেন এবং বললেনঃ তোমরা তাদের বিপরীত কর।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৫৪৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। হাদীস শাস্ত্রে বিশ্‌র ইবনু রাফি খুব একটা শক্তিশালী নন।

٣٦) بَابُ فَضْلِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا احْتُسِبَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ বিপদের মাঝে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরার ফাযীলাত

١٠٢١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ، قَالَ : دَفَنْتُ ابْنِيْ سِنَانًا؛ وَأَبُوْ طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ؛ أَخَذَ بِيَدِيْ، فَقَالَ : أَلَا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ! قُلْتُ : بَلَى، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ؛ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ".

– حسن : "الصحيحة" (١٤٠٨).

১০২১। আবূ সিনান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার ছেলে সিনানকে আমি দাফন করলাম। কবরের কিনারায় আবূ তালহা আল-খাওলানী (রাহঃ) বসা অবস্থায় ছিলেন। কবর হতে আমি যখন উঠে আসতে চাইলাম তখন আমার হাত ধরে তিনি বললেন, হে আবূ সিনান! তোমাকে কি আমি সুসংবাদ দিব না? আমি বললাম, অবশ্যই দিন। তিনি বললেন, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে যাহ্হাক ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু আর্যাব (রাহঃ) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, তখন আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রতি প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ "বাইতুল হাম্দ" বা প্রশংসালয়।

– হাসান, সহীহাহ (১৪০৮)

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ জানাযার নামাযের তাক্বীর

١٠٢٢– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٣٤) ق.

১০২২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর জন্য চার তাকবীরের মাধ্যমে (গায়বী) জানাযার নামায আদায় করেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৩৪), বুখারী, মুসলিম

ইবনু আব্বাস, ইবনু আবী আওফা, জাবির, আনাস ও ইয়াযীদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইয়াযীদ ইবনু সাবিত (রাঃ) যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর বড় ভাই।

বদরের যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করে ছিলেন কিন্তু যাইদ (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেননি। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মতে চার তাক্‌বীরে জানাযার নামায আদায় করতে হবে। এই মত ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ : كَانَ زَيْدُ ابْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٥) م.

১০২৩। আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের জানাযাগুলোতে যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) চারবার তাক্‌বীর দিতেন। কিন্তু এক জানাযায় তিনি পাঁচবার তাক্‌বীর দিলেন। তাকে এই বিষয়ে আমরা প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ তাক্‌বীরও দিতেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫০৫), মুসলিম

যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই মত গ্রহণ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ। তাদের মতে জানাযা নামাযে পাঁচবার তাক্‌বীর পাঠ করতে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেন, জানাযার নামাযে যদি ইমাম সাহেব পাঁচবার তাক্‌বীর পাঠ করেন তবে মুক্তাদীদেরকে তার অনুসরণ করতে হবে।

٣٨) بَابُ مَا يَقُوْلُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ জানাযার নামাযের দু'আ

١٠٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ الْأَشْهَلِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ؛ قَالَ : "اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩٨).

১০২৪। আবূ ইবরাহীম আল-আশহালী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায পড়তেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ "হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড় এবং পুরুষ ও মহিলা সবাইকেই মাফ করুন"। ইয়াহ্ইয়া বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাকে আবূ সালামা ইবনু আবদুর রাহমান একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনাতে আরো আছে ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে আপনি বাঁচিয়ে রাখেন তাকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং যে ব্যক্তিকে মৃত্যু দেন তাকে ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করুন"।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৯৮)

আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, আই , আবূ কাতাদা, জাবির ও আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ইবরাহীমের পিতা হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর-আবূ সালামা ইবনু আবদুর রাহমানের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হিশাম আদ-দাস্‌তাওয়াঈ ও আলী ইবনুল মুবারাক মুর্সাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইবনু আম্মার এটিকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী কাসীর-আবূ সালামা হতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইবনু আম্মারের রিওয়ায়াত সংরক্ষিত নয়। ইয়াহ্‌ইয়ার সূত্রে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদার বরাতে তার পিতার সূত্রে ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী কাসীর-আবূ ইবরাহীম আল-আশহালী হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি এই অনুচ্ছেদে সবচেয়ে বেশি সহীহ। আমি তাকে আবূ ইবরাহীম আল-আশহালীর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি তা বলতে পারেননি।

١٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى مَيِّتٍ فَفَهِمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ

"اللّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٠)م.

১০২৫। আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় কালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে দু'আ পাঠ করতে শুনেছি আমি তার বাক্যগুলি মনে রেখেছি ঃ "হে আল্লাহ্ ! তাকে ক্ষমা করুন, তাকে দয়া করুন এবং

তাকে এমনভাবে (আপনার দয়ার) শিশির বিন্দু দিয়ে ধৌত করুন যেভাবে কাপড় ধোয়া হয়"।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫০০) মুসলিম

এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (রাহঃ) এটাকেই এই অনুচ্ছেদের সবচেয়ে বেশি সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ

١٠٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩٥) خ

১০২৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জানাযার নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৯৫), বুখারী

উম্মু শারীক (রাঃ) হতেও এই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদ খুব একটা মজবুত নয়। বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু উসমান হচ্ছেন আবূ শাইবা আল-ওয়াসিতী। তিনি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই সহীহ্। তিনি বলেন, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ -أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ.

- صحيح : انظر ما قبله.

১০২৭। তালহা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) এক মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করলেন এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তাকে এ প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এটা সুন্নাত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা দানকারী।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। জানাযার নামাযে প্রথম তাক্বীর পাঠ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠকে তারা পছন্দ করেছেন। এই মত ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। কেননা, এটা হচ্ছে আল্লাহ্র প্রশংসা, নাবীর প্রতি দরূদ পাঠ এবং মৃতের জন্য দু'আ করা। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসী আলিমদের। রাবী তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আউফ হলেন আব্দুর রাহমান ইবনু আউফের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার নিকট হতে যুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ জানাযার নামাযের ধরণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশ

١٠٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا؛ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ".

- حسن : "أحكام الجنائز" (١٢٨).

১০২৮। মারসাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন মালিক ইবনু হুবাইরা (রাঃ) জানাযার নামায আদায় করতেন তখন লোকজনের উপস্থিতি অল্প হলে তাদেরকে তিনি তিন সারিতে ভাগ করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির জানাযার নামায তিন কাতার লোক আদায় করেছে তার জন্য (জান্নাত) অবধারিত হয়েছে।

– হাসান, আহকামুল জানায়িয (১২৮)

আইশা, উম্মু হাবীবা, আবূ হুরাইরা ও মাইমূনা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মালিক ইবনু হুবাইরা হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। অনেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইবনু সা'দ ও মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মারসাদ ও মালিক ইবনু হুরাইরার মাঝে আরও একজন বর্ণনাকারী উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত বর্ণনাই আমার মতে বেশি সহীহ্।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوْبَ. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ -رَضِيْعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ-، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا يَمُوْتُ أَحَدٌ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ، فَتُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، يَبْلُغُوْنَ أَنْ يكونوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوْا لَهُ؛ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ". وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ : "مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا".

– صحيح : "الاحكام" (٩٨) م.

১০২৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর একশত জনের একদল মুসলমান তার জানাযার নামায আদায় করে এবং তারা তার জন্য সুপারিশ করে, তবে তার জন্য তাদের সুপারিশকে ক্বূল করা হবে। আলী (ইবনু হুজর) তার বর্ণিত হাদীসে (একশতের স্থলে) একশত বা ততোধিক' বাক্য উল্লেখ করেছেন।

– সহীহ, আল আহকাম (৯৮), মুসলিম

আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটিকে কিছু বর্ণনাকারী মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মারফূ হিসাবে নয়।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় জানাযার নামায আদায় করা মাকরূহ্

١٠٣٠– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا : حِيْنَ تَطْلُعُ

الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥١٩) م.

১০৩০। উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এমন তিনটি সময় আছে যে সময়ে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করতে অথবা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের দাফন সম্পন্ন করতে বারণ করতেনঃ চক্‌মক্‌ করে সূর্য উঠার সময় হতে তা সম্পূর্ণভাবে না উঠা পর্যন্ত; দুপুরের সময় সূর্য ঠিক (মাথার উপর) সোজা হয়ে যাওয়া হতে যতক্ষণ পর্যন্ত তা ঢলে না পড়ে এবং যে সময় সূর্য ডুবার সময় হয়, সম্পূর্ণভাবে তা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫১৯), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও একদল আলিম আমল করেছেন। জানাযার নামায উল্লেখিত ওয়াক্তসমূহে আদায় করাকে তারা মাকরূহ্ বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেছেন, 'মৃতকে দাফন না করার' কথা বলে এ হাদীসে জানাযার নামায না আদায় করা বুঝানো হয়েছে। সূর্য উদয়ের সময়, ঠিক দুপুরে এবং সূর্য ডুবার সময় তিনি জানাযার নামায আদায় করাকে মাকরূহ্ বলেছেন। এই মত গ্রহণ করেছেন ইমাম, আহ্মাদ ও ইসহাক। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, যেসব ওয়াক্তে নামায আদায় করা মাকরূহ্ সেসব ওয়াক্তে জানাযার নামায আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الأَطْفَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ শিশুদের জন্য জানাযার নামায আদায় করা

١٠٣١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ -ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ- الْبَصْرِيُّ

: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٧).

১০৩১। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরোহী ব্যক্তি লাশের পিছে পিছে যাবে, আর পায়ে হাটা ব্যক্তি যেদিক দিয়ে ইচ্ছা সেদিক দিয়ে যেতে পারবে এবং শিশুর (লাশের) জানাযাও আদায় করতে হবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫০৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। ইসরাঈল এবং আরও অনেকে হাদীসটি সাঈদ ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। পূর্ণাঙ্গ দেহ বিশিষ্ট বাচ্চা জন্মানোর পর চিৎকার না করলেও তার জানাযা নামায আদায় করতে হবে। এই কথা বলেছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক।

٤٣-بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ ভূমিষ্ঠ হয়ে চিৎকার না করলে সেই শিশুর জানাযা আদায় না করা

١٠٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ، وَلاَ يُورَثُ؛ حَتَّى يَسْتَهِلَّ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٠٨).

১০৩২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন শিশু যদি জন্মগ্রহণ করার পরে চিৎকার না করে তবে তার জানাযার নামায আদায় করতে হবে না, সে কোন ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিস হবে না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫০৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের বর্ণনায় রাবীগণের গরমিল আছে। এটাকে একদল মারফূ হাদীস রূপে জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আশআস ইবনু সাওওয়ার এবং আরও অনেকে এটাকে জাবির হতে মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আতা ইবনু আবূ বারাহ-এর বরাতে জাবির হতে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মারফূ বর্ণনা হতে মাওকূফ বর্ণনাটিই বেশি সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। শিশু জন্মগ্রহণ করার পর চিৎকার না করলে তাদের মত আনুযায়ী তার জানাযা আদায় করবে না। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (রাহঃ)।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ জানাযার নামায মাসজিদে আদায় করা

١٠٣٣– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥١٨).

১০৩৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সুহাইল ইবনু বাইযা (রাঃ)-এর জানাযা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদের অভ্যন্তরভাগে আদায় করেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫১৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেন। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেছেন, জানাযার নামায মাসজিদের অভ্যন্তরভাগে আদায় করা যাবে না। শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, মাসজিদে জানাযার নামায আদায় করা যায়। এ হাদীস নিজের অনুকূলে তিনি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ ইমাম সাহেব পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানাযার নামায আদায়ে কোথায় দাঁড়াবে?

١٠٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوْا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوْا : يَا أَبَا حَمْزَةَ! صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ : هٰكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَالَ : احْفَظُوْا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩٤).

১০৩৪। আবূ গালিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-এর সাথে আমি এক লোকের জানাযার নামায আদায় করলাম। তিনি লাশের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। তারপর লোকেরা কুরাইশ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে আসলো। তারা বলল, হে হামযার পিতা! এর জানাযা আদায় করুন। তিনি তার খাটিয়ার মাঝ বরাবর দাঁড়ালেন। তাকে আলা ইবনু যিয়াদ (রাহঃ) বললেন, স্ত্রীলোকটির খাটিয়ার মাঝ বরাবর এবং পুরুষ লোকটির মাথা বরাবর আপনি যেভাবে দাঁড়ালেন, এভাবে কি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়াতে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নামায শেষে তিনি বললেন, তোমরা এই নিয়ম ভালোভাবে স্মরণ রাখ।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৯৪)

সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। হাম্মামের সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস হাম্মামের সূত্রে ওয়াকী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি সনদে গড়মিল করেছেন। তিনি বলেছেন গালিব আনাস হতে, সঠিক হল আবূ গালিব। আব্দুল ওয়ারিস এবং আরও অনেকে হাম্মামের মতই আবূ গালিব হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ গালিবের নাম নিয়ে মত পার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, তার নাম নাফি, কেউ বলেছেন রাফি। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। এই মত আহমাদ ও ইসহাকেরও।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَامَ وَسَطَهَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩٣) ق.

১০৩৫। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার জানাযা আদায় করলেন, তিনি তার কোমর বরাবর দাঁড়ালেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৪৯৩), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। হুসাইন আল-মুআল্লিমের সূত্রে শুবা (রাহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ শহীদ ব্যক্তির জানাযা আদায় না করা

١٠٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ : "أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟"، فَإِذَاأُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا؛ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ : "أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥١٤) خ.

১০৩৬। আবদুর রাহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জাবির (রাঃ) তাকে জানিয়েছেন যে, উহুদের যুদ্ধের দুই দুইজন শহীদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কাপড়ে একসাথে কাফন সম্পন্ন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করতেনঃ এদের দুজনের মধ্যে কোন ব্যক্তির বেশি কুরআন মুখস্ত আছে? তাদের কোন একজনের দিকে ইশারা করাহলে তিনি প্রথমে তাকে (কিবলার দিকে) কবরে রাখতেন। তারপর তিনি বলতেনঃ এদের জন্য আমি কিয়ামাতের দিন সাক্ষী হব। (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি রক্তমাখা দেহেই তাদেরকে দাফন করার হুকুম দিয়েছেন এবং তাদের জানাযা আদায় করেননি, এমনকি তাদের গোসলও করানো হয়নি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫১৪), বুখারী

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। যুহরী তার সনদের ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যুহরী হতে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'লাবা ইবনু আবূ সুয়াইবের

বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী হাদীসটি জাবির হতেও বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে শহীদ ব্যক্তির জানাযা আদায়ের ব্যাপারে মতের অমিল আছে। একদল আলিম তাদের জানাযা আদায় না করার কথা বলেছেন। মদীনার আলিমগণ এই মত দিয়েছেন। একইরকম কথা বলেছেন ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও। অপর একদল আলিম বলেন, শহীদ ব্যক্তিদের জানাযা আদায় করতে হবে। "হামযা (রাঃ)-এর জানাযা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেছেন" তারা দলীল হিসাবে এই হাদীস নিজেদের পক্ষে উপস্থাপন করেছেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী এবং কূফাবাসী আলিমদের। একইরকম মত দিয়েছেন ইমাম ইসহাকও।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ কবরের উপর জানাযা আদায় করা

١٠٣٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ : وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا، فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. فَقِيلَ لَهُ : مَنْ أَخْبَرَكَهُ؟ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٣٠). ق.

১০৩৭। শাবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিচ্ছিন্ন করব দেখলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁর পিছনে কাতারবন্দী করে দাঁড় করালেন এবং তার উপর (কবরের উপর) জানাযার নামায আদায় করলেন। বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা হল, কে আপনাকে জানিয়েছেন? তিনি বললেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৩০), বুখারী, মুসলিম

আনাস, বুরাইদা, ইয়াযীদ ইবনু সাবিত, আবূ হুরাইরা, আমির ইবনু রাবীআ, আবূ কাতাদা ও সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, জানাযার নামায কবরের উপর আদায় করাযাবে না। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর এই মত। ইবনুল মুবারাক বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যদি জানাযার নামায আদায় না করে দাফন করে তাহলে কবরের উপর জানাযা আদায় করা যাবে। অর্থাৎ কবরের উপর জানাযা আদায় করা ইবনুল মুবারাকের মতে জায়িয। আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন ঃ একমাস পর্যন্ত কবরের উপরে জানাযার নামায পড়া যাবে। তারা উভয়ে বলেছেন, ইবনুল মুসায়িবের নিকট আমরা যা শুনেছি তা হলঃ সা'দ ইবনু উবাদা (রাঃ)-এর মায়ের কবরের উপর এক মাস পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায আদায় করেছেন।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ নাজাশীর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযার নামায

١٠٣٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ؛ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ"، قَالَ : فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ،

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٣٥) م.

১০৩৯। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের ভাই নাজাশী মারা গেছেন। তোমরা তার জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর। বর্ণনাকারী বলেন, মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের ন্যায় আমরা দাড়িয়ে কাতার বাঁধলাম এবং তার জন্য জানাযার নামায আদায় করলাম।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৩৫), মুসলিম

আবূ হুরাইরা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, আবূ সাঈদ, হুযাইফা ইবনু উসাইদ ও জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। হাদীসটি আবূ কিলাবা তার চাচা আবুল মুহাল্লাবের বরাতে ইমরান ইবনু হুসাইন হতে বর্ণনা করেছেন। আবুল মুহাল্লাবের নাম আবদুর রাহমান, পিতার নাম আমর। অপর মতে তার নাম মুআবিয়া।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ জানাযার নামাযের ফাযীলাত

١٠٤٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ؛ فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا؛ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ : أَحَدُهُمَا -أَوْ أَصْغَرُهُمَا- مِثْلُ أُحُدٍ".

فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَتْ : صَدَقَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِيْ قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ!

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٣٩) ق.

১০৪০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক জানাযার নামায আদায় করল সে লোকের জন্য এক কীরাত সাওয়াব। আর জানাযার সাথে সাথে যে লোক যায় এবং দাফন সমাপ্ত পর্যন্ত থাকে তার জন্য দুই কীরাত সাওয়াব। এর একটি অথবা অপেক্ষাকৃত ছোটটি উহুদ পাহাড়ের সমান। (বর্ণনাকারী বলেন) একথা ইবনু উমারের নিকট আমি বর্ণনা করলে তিনি আইশা (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে এ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করেন। জবাবে তিনি বললেন, আবূ হুরাইরা সত্য কথা বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমরা তো তাহলে অনেক কীরাত হতে বঞ্চিত হয়েছি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৩৯), বুখারী, মুসলিম

বারাআ, আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবূ সাঈদ, উবাই ইবনু কা'ব, ইবনু উমার ও সাওবান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ানো

١٠٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ؛ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٤٢) ق.

১০৪২। আমির ইবনু রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে দেখলে তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তোমাদেরকে ছাড়িয়ে যায় অথবা তা মাটিতে না রাখা হয়।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৪২), বুখারী, মুসলিম

আবূ সাঈদ, জাবির, সাহল ইবনু হুনাইফ, কাইস ইবনু সা'দ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আমির ইবনু রাবীআর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠٤٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "إِذَارَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ؛ فَقُوْمُوْا لَهَا، فَمَنْ تَبِعَهَا؛ فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوْضَعَ".

– صحيح ق.

১০৪৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে দেখলে তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে। লাশের পিছু পিছু যে লোক যাবে সে লোক যেন না বসে যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিচে নামিয়ে না রাখা হয়।

– সহীহঃ বুখারী, মুসলিম

এ অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ (রাঃ) বর্ণি[illegible] দীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেছেন, কাঁধ হতে মৃত ব্যক্তিকে নিচে নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত লাশের অনুসরণকারী বসবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, লাশ ছাড়িয়ে তারা আগে চলে যেতেন এবং বসে থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির লাশ না পৌঁছাত। ইমাম শাফিঈর মতও তাই।

٥٢) بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا

অনুচ্ছেদঃ ৫২ ॥ মৃত ব্যক্তিকে দেখে না দাঁড়ানোর অনুমতি প্রসঙ্গে

١٠٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ وَاقِدٍ -وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوْضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٤٤) م.

১০৪৪। আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "মৃত ব্যক্তিকে নিচে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা" প্রসঙ্গে তার সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৪৪), মুসলিম

হাসান ইবনু আলী ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা সহীহ্ বলেছেন। উল্লেখিত হাদীসের সনদে চারজন রাবী হলেন তাবিঈ। তাদের মাঝে একজন অন্য জনের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেন। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, এই হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে অধিকতর সহীহ। পূর্ববর্তী দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হাদীসের নির্দেশকে এই হাদীস মানসূখ (রহিত) করে দিয়েছে। ইমাম আহ্মাদ (রাহঃ) বলেন, ইচ্ছা করলে কোন লোক দাঁড়াতেও পারে আবার নাও দাঁড়াতে পারে। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন" তিনি দলীল হিসাবে এই হাদীসটিকে পেশ করেছেন। ইসহাক ইবনু ইবরাহীমও একইরকম কথা বলেছেন। আবূ ঈসা বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে দাঁড়াতেন কিন্তু পরবর্তীতে বসে থেকেছেন" আলী (রাঃ)-এর এই

কথার তাৎপর্য এই যে, মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন এবং এ অভ্যাস পরবর্তী কালে ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি আর লাশ নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়াতেন না।

٥٣) بَاب مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا"

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ আমাদের জন্য লাহ্দ কবর এবং অন্যদের জন্য শাক কবর

١٠٤٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ، وَيُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوْا: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٥٤).

১০৪৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের জন্য লাহ্দ এবং অন্যদের জন্য শাক।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৫৪)

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ, আইশা, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাসের হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদ সূত্রে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

٥٤) بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় যে দু'আ পাঠ করতে হয়

١٠٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْد الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ -وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ-؛ قَالَ -مَرَّةً-: "بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ". وَقَالَ -مَرَّةً-: "بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٥٠).

১০৪৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হত; আবূ খালিদের বর্ণনায় আছে, মৃত ব্যক্তিকে যখন তার কবরে নামানো হত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলতেন ঃ "বিস্মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ", অপর বর্ণনায় আছেঃ 'বিস্মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৫০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান গারীব। এ হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ সিদ্দীক আন-নাজী হাদীসটিকে ইবনু উমারের বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ সিদ্দীক আন-নাজীর সূত্রে এটা মাওকূফ হিসাবেও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদঃ ৫৫॥ কবরে লাশের নিচে একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া

١٠٤٧- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ؛ شُقْرَانُ- مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

- صحيح الإسناد.

১০৪৭। জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে ব্যক্তি লাহ্‌দ (সিন্দুকী) কবর খুঁড়েছিলেন সে ব্যক্তি হচ্ছেন আবূ তালহা (রাঃ)। আর তাঁর (কবরে লাশের) নিচে যে ব্যক্তি পশমী চাদর বিছিয়ে ছিলেন সে ব্যক্তি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস শুকরান (রাঃ)।

– সনদ সহীহ

জাফর (রাহঃ) বলেন, আবূ রাফির ছেলে উবাইদুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন, শুকরানকে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্‌র শপথ! কবরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচে আমিই পশমী চাদর বিছিয়েছি।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। শুকরানের হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। উসমান ইবনু ফারকাদের সূত্রে আলী ইবনুল মাদীনীও উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ

شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جُعِلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.

– صحيح : م(٣/٦١)

১০৪৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি লাল পশমী চাদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

– সহীহ, মুসলিম (৩/৬১)

অন্য জায়গায় মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার এই হাদীসের সনদে ইয়াহইয়ার পূর্বে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর এই সনদটি বেশি সহীহ। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। শুবা হাদীসটিকে আবূ হাম্‌যা আল-কাস্‌সাব হতে বর্ণনা করেছেন, তার নাম ইমরান ইবনু আবূ আতা। আবূ হামযা আয-যুবাঈ হতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম নাসর ইবনু ইমরান। তারা উভয়েই ইবনু আব্বাসের ছাত্র। বর্ণিত আছে যে, কবরে লাশের নিচে কিছু দেয়াকে ইবনু আব্বাস (রাঃ) মাকরূহ্ মনে করতেন। এই হাদীস অনুযায়ী কোন কোন আলিম এই অভিমত গ্রহণ করেছেন।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَسْوِيَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ কবরকে সমান করা

١٠٤٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ : أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ : أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِيْ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ؟ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ.

– صحيح : "الاحكام" (٢٠٧)، "الإرواء" (٧٥٩)، "تحذير الساجد" (١٣٠) م.

১০৪৯। আবূ ওয়াইল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবুল হাইয়ায আল-আসাদীকে আলী (রাঃ) বললেন, আমি এমন এক কাজের দায়িত্ব দিয়ে তোমাকে পাঠাব যে কাজ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন। কোন ধরণের উঁচু কবরকে সমান না করে ছাড়বে না এবং কোন প্রতিকৃতি না ভেঙ্গে রাখবে না।

– সহীহ, আল আহকাম (২০৭), ইরওয়া (৭৫৯), তাহযীরুস্ সাজিদ (১৩০), মুসলিম

জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেন। ভূমি হতে কবর অধিক উঁচু করাকে তারা মাকরূহ মনে করেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, কবর উঁচু করাকে আমি মাকরূহ বলে মনে করি। তবে এটুকু উঁচু তো অবশ্য করতে হবে যাতে করে লোকেরা বুঝে এটা কবর। এর ফলে কবরের উপর দিয়ে তারা চলাফিরা করবে না এবং এর উপর বসবে না।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُوْرِ، وَالْجُلُوْسِ عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةِ إِلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ কবরের উপর দিয়ে চলাফিরা করা এবং এর উপর বসা, উহার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা মাকরূহ

١٠٥٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ "لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا".

–صحيح : "الأحكام" (٢٠٩، ٢١٠)، "تحذير الساجد" (٣٣) م.

১০৫০। আবূ মারসাদ আল-গানাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কবরের উপর তোমরা বসবে না এবং কবরকে সামনে রেখে নামায আদায় করবে না।

– সহীহ, আল আহকাম (২০৯, ২১০), তাহযীরুস সাজিদ (৩৩), মুসলিম

আবূ হুরাইরা, আমর ইবনু হাযম ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উপরের হাদীসের মত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতেও একটি সনদ সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٠٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُوْ عَمَّارٍ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِيْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... نَحْوَهُ؛ وَلَيْسَ فِيْهِ : عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ. وَهٰذَا الصَّحِيْحُ.

– صحيح : انظر ماقبله.

১০৫১। আলী ইবনু হুজর এবং আবূ আম্মার উভয়েই ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি ওয়াসিলা ইবনুল আসকা হতে, তিনি মারসাদ আল-গানাবী হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এই সূত্রে আবূ ইদরীসের নাম উল্লেখ নেই এবং এটাই সহীহ বণনা। আবূ ঈসা বলেন, ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, ইবনুল মুবারাক সনদের মধ্যে আবূ ইদরীস আল-খাওলানীর নাম ভুল বশত যোগ করেছেন। এ ভাবেই অনেক বর্ণনাকারী হাদীসটি আবূ ইদ্‌রীসের উল্লেখ না করেই বর্ণনা করেছেন। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাঃ) হতে বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ সরাসরি হাদীস শুনেছেন।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ কবর পাকা করা, এতে ফলক লাগানো নিষেধ

١٠٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوْطَأَ.

– صحيح : "أحكام الجنائز" (٢٠٤)، "تحذير الساجد" (٤٠)، "الإرواء" (٧٥٧)م دون الكتابة.

১০৫২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার উপর কোন কিছু লিখতে বা কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

– সহীহ, আহকামুল জানা-য়িয (২০৪), তাহযীরুস সাজিদ (৪০), ইরওয়া (৭৫৭), লিখতে নিষেধ করেছেন ব্যতীত, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। জাবির (রাঃ) হতে আরো একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কবরকে কাদা দিয়ে লেপার পক্ষে হাসান বাসরীসহ একদল আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন কাদা দিয়ে কবর লেপাতে কোন সমস্যা নেই।

٦٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ কবর যিয়ারাত করার অনুমতি

١٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ

عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيلُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ؛ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ".

– صحيح : "الأحكام" (١٧٨، ١٨٨) م.

১০৫৪। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারাত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারাত কর। কেননা, তা আখিরাতের কথাকে মনে করিয়ে দেয়।

– সহীহ, আল আহকাম (১৭৮, ১৮৮), মুসলিম

আবূ সাঈদ, ইবনু মাসউদ, আনাস, আবূ হুরাইরা ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বুরাইদার হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেন। কবর যিয়ারাত করতে তাদের মতে কোন দোষ নেই। এই মত দিয়েছেন ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ কবর যিয়ারাত করা মহিলাদের জন্য মাকরূহ্

١٠٥٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

– حسن : "ابن ماجه" (١٥٧٦).

১০৫৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কবর যিয়ারাতকারী মহিলাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

– হাসান, ইবনু মাজাহ (১৫৭৬)

ইবনু আব্বাস ও হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারাতের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেকার হাদীস এটি। তিনি কবর যিয়ারাতের অনুমতি দেওয়ার পর এই অনুমতির মধ্যে নারী-পুরুষ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন আলিম মনে করেন, স্ত্রীলোকদের মাঝে অল্প ধৈর্য এবং বেশি অস্থিরতা থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কবর যিয়ারাত অপছন্দ করেছেন।

٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা বর্ণনা করা

١٠٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "وَجَبَتْ"، ثُمَّ قَالَ : "أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الأَرْضِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٤٩١) ق.

১০৫৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি মৃত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকজন তার প্রশংসা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার জন্য (জান্নাত) নির্ধারিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেনঃ পৃথিবীতে তোমরা (মু'মিনরা) আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষী।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৪৯১), বুখারী, মুসলিম

উমার, কা'ব ইবনু উজরা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْبَزَّازُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ : وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلاَثَةٌ؛ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ"، قَالَ : قُلْنَا : وَاثْنَانِ؟ قَالَ : "وَاثْنَانِ"، قَالَ : وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَاحِدِ.

– صحيح : "الأحكام" (٤٥) خ.

১০৫৯। আবুল আসওয়াদ আদ-দীলী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মাদীনাতে এসে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বসলাম। (আমাদের সামনে দিয়ে) লোকেরা একটি লাশ নিয়ে যাচ্ছিল। তারা তার ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করছিল। উমার (রাঃ) বললেন, নির্ধারিত হয়ে গেল। তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, কি নির্ধারিত হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন আমি শুধু তাই বলেছি। তিনি বলেছেনঃ তিনজন লোকও যদি কোন মুসলমানের পক্ষে উত্তম সাক্ষী দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়। উমার (রাঃ) বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, দু'জন লোক যদি এমন সাক্ষী দেয়? তিনি বললেনঃ দু'জন লোক (সাক্ষী) দিলেও। উমার (রাঃ) বলেন, তারপর একজনের সাক্ষ্যের কথা আমরা প্রশ্ন করিনি।

– সহীহ, আল আহকাম (৪৫), বুখারী

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবুল আসওয়াদের নাম যা-লিম, পিতা আমর এবং দাদা সুফিয়ান।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ যে ব্যক্তির শিশু সন্তান মারা যায় সে ব্যক্তির সাওয়াব

١٠٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ؛ فَتَمَسَّهُ النَّارُ؛ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

– صحيح: «ابن ماجه» (١٦٠٣).

১০৬০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির তিনটি শিশু সন্তান মারা গেলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না; তবে শপথ ভঙ্গ করে থাকলে (স্পর্শ করবে)।

– সহীহ্, ইবনু মাজাহ (১৬০৩)

উমার, মুআয, কা'ব ইবনু মালিক, উতবা ইবনু আবদ, উম্মু সুলাইম, জাবির, আনাস, আবূ যার, ইবনু মাসঊদ, আবূ সা'লাবা আল-আশজাঈ, ইবনু আব্বাস, উকবা ইবনু আমির, আবূ সাঈদ এবং কুররা ইবনু ইয়াস আল-মুযানী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি মাত্র হাদীসই আবূ সা'লাবা হতে বর্ণিত আছে। ইনি আবূ সালাবা আল-খুশানী নন। আবূ হুরাইরার হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ শহীদগণের বর্ণনা

١٠٦٣- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَلشُّهَدَاءُ خَمْسٌ : اَلْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ".

– صحيح : "الأحكام" (٣٨) ق.

১০৬৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহীদ পাঁচ প্রকারেরঃ মহামারির কারণে যে লোক মারা যায়, যে পেটের অসুখের কারণে মারা যায়, পানিতে ডুবে যে লোক মারা যায়, চাপা পড়ে যে লোক মারা যায় এবং যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (যুদ্ধক্ষেত্রে) শহীদ হয়।

– সহীহ, আল আহকাম (৩৮) বুখারী, মুসলিম

আনাস, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা, জাবির ইবনু আতীক, খালিদ ইবনু উরফুতা, সুলাইমান ইবনু সুরাদ, আবূ মূসা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠٦٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِيْ : حَدَّثَنَا أَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ – أَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ –: أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ؛ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهِ"؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : نَعَمْ.

– صحيح : "الأحكام" (٣٨).

১০৬৪। আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খালিদ ইবনু উরফুতা (রাঃ)-কে সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাঃ) অথবা সুলাইমান (রাঃ)-কে খালিদ (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেনঃ "যে লোককে পেটের পীড়া মৃত্যু দিয়েছে কবরে সে লোককে কোন রকম শাস্তি দেয়া হবে না"? তাদের একজন অন্যজনকে বললেন, হ্যাঁ।

– সহীহ, আল আহকাম (৩৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি হাসান গারীব। অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ মহামারীতে আক্রান্ত এলাকা হতে পালানো নিষেধ

١٠٦٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُوْنَ، فَقَالَ : "بَقِيَّةُ رِجْزٍ –أَوْ عَذَابٍ– أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَهْبِطُوْا عَلَيْهَا".

– صحيح : ق.

১০৬৫। উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহামারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করলেন এবং বললেনঃ যে গযব বা শাস্তি বানী ইসরাঈলের এক গোষ্ঠীর উপর এসেছিলো, তার বাকী অংশই হচ্ছে মহামারী। অতএব, কোথাও মহামারীর দেখাদিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থানরত থাকলে সে

জায়গা হতে চলে এসো না। অপরদিকে কোন এলাকায় এটা দেখাদিলে এবং সেখানে তোমরা অবস্থান না করলে সে জায়গাতে যেও না।

– সহীহ্: বুখারী, মুসলিম

সা'দ, খুযাইমা ইবনু সাবিত, আবদুর রাহ্মান ইবনু আওফ, জাবির ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উসামা ইবনু যাইদের হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদঃ ৬৭॥ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত লাভকে যে লোক পছন্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাত লাভকে পছন্দ করেন

١٠٦٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ؛ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ؛ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ".

– صحيح : ق.

১০৬৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত লাভ করা পছন্দ করে, তার সাথে সাক্ষাত করতে আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে যে লোক পছন্দ করে না, তার সাথে সাক্ষাত করতে আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করেন না।

– সহীহ্: বুখারী, মুসলিম

আবূ মূসা, আবূ হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা ইবনুস সা-মিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠٦٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ؛ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ؛ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ".

قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟! قَالَ : "لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ؛ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ، وَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ؛ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ، وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٦٤) ق.

১০৬৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে যে লোক পছন্দ করে তার সাথে সাক্ষাত করতে আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করতে যে লোক পছন্দ করে না, তার সাথে সাক্ষাত করাকে আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করেন না। আইশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মৃত্যুকে তো আমরা সবাই অপছন্দ করি। তিনি বললেনঃ এর অর্থ তা নয়, বরং যখন আল্লাহ্ তা'আলার রাহমাত, তাঁর সন্তোষ ও তাঁর জান্নাতের সুসংবাদ কোন মু'মিন লোককে দেয়া হয় তখন সে লোক আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা করে এবং তার সাথে সাক্ষাত করাকে আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করেন। অপরপক্ষে যখন কাফির লোককে আল্লাহ্‌র

নির্ধারিত আযাব ও তাঁর গযবের দুঃসংবাদ দেয়া হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করাকে সে লোক পছন্দ করে না এবং তার সাথে সাক্ষাত করাকে আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করেন না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৬৪), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ আত্মহত্যাকারীর (জানাযার নামায) প্রসঙ্গে

١٠٦٨- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٥٢٦) م.

১০৬৮। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন এক লোক আত্মহত্যা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা আদায় করেননি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫২৬), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলিমদের মাঝে আত্মহত্যাকারীর জানাযা আদায়ের ব্যাপারে মতের অমিল আছে। একদল আলিম বলেন, কিবলার দিকে ফিরে যেসব লোক নামায আদায় করে তাদের ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা আদায় করা হবে। এই মতের প্রবক্তা হচ্ছেন সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক (রাহঃ)। ইমাম আহ্মাদ বলেন, আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায ইমাম সাহেব আদায় করবেন না, তবে অন্যান্য লোকেরা তা আদায় করবে।

٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَدْيُونِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ।। ঋণগ্রস্ত লোকের জানাযা

١٠٦٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "صَلُّوْا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا"، قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ : هُوَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "بِالْوَفَاءِ؟"، قَالَ : بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٠٧) ق.

১০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ কাতাদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, কোন এক মৃত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাযার উদ্দেশ্যে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় কর; কেননা, তার ঋণ(অপরিশোধিত অবস্থায়) আছে। আবূ কাতাদা (রাঃ) বললেন, তার দেনা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তা পরিশোধ করে দেবে তো? তিনি বললেন, অবশ্যই পরিশোধ করব। তারপর তিনি সে ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করলেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪০৭), বুখারী, মুসলিম

জাবির, সালামা ইবনুল আকওয়া ও আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠٧٠- حَدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوفَّى؛ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ : "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟"، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً؛ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ؛ قَامَ فَقَالَ : "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتَرَكَ دَيْناً؛ عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً ؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤١٥) ق.

১০৭০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি প্রশ্ন করতেন, তার ঋণ পরিশোধ করার মত কোন কিছু রেখে গেছে কি এ ব্যক্তি? সে লোক ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে বলা হলে তবে তিনি তার জানাযার নামায আদায় করতেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেনঃ তোমাদের ভাইয়ের জানাযার নামায তোমরা আদায় কর। তারপর তাঁকে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বিজয় দিলে তিনি দাঁড়িয়ে বললেনঃ মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতেও আমি বেশি কল্যাণকামী। অতএব, মু'মিনদের মাঝে কোন লোক যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যায় তবে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর ধন-সম্পদ রেখে যে ব্যক্তি মারা যায় তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৪১৫), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীসের মতই লাইস ইবনু সা'দের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু বুকাইর ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

٧٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَذَابِ الْقَبْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে

١٠٧١- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ -أَوْ قَالَ : أَحَدُكُمْ-؛ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ- يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا : الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ : النَّكِيْرُ- فَيَقُوْلَانِ : مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ : هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَيَقُوْلَانِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ سَبْعِيْنَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : نَمْ، فَيَقُوْلُ : أَرْجِعُ إِلٰى أَهْلِيْ، فَأُخْبِرُهُمْ؟ فَيَقُوْلَانِ : نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لَا يُوْقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا؛ قَالَ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ؛ لَا أَدْرِيْ، فَيَقُوْلَانِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ : الْتَئِمِيْ عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيْهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا، حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ".

- حسن : "المشكاة" (١٣٠)، "الصحيحة" (١٣٩١).

১০৭১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত লোককে বা তোমাদের কাউকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের এবং

নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসেন তার নিকট। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার এবং অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে (মৃত ব্যক্তিকে) প্রশ্ন করেনঃ তুমি এ ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রসঙ্গে কি বলতে? মৃত ব্যক্তিটি (যদি মু'মিন হয় তাহলে) পূর্বে যা বলত তাই বলবেঃ তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারা উভয়ে তখন বলবেন, আমরা তো জানতাম তুমি একথাই বলবে। তারপর সে ব্যক্তির কবর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর গজ করে প্রশস্ত করা হবে এবং তার জন্য এখানে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। তারপর সে লোককে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, আমার পরিবার-পরিজনকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আমি তাদের নিকট ফিরে যেতে চাই। তারা উভয়ে বলবেন, বাসর ঘরের বরের মত তুমি এখানে এমন গভীর ঘুম দাও, যাকে তার পরিবারের সবচাইতে প্রিয়জন ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাকে তার বিছানা হতে জাগিয়ে তুলবেন। মৃত লোকটি যদি মুনাফিক হয় তাহলে (প্রশ্নের উত্তরে) বলবে, তাঁর প্রসঙ্গে লোকেরা একটা কথা বলত আমিও তাই বলতাম। এর বেশি কিছুই আমি জানি না। ফেরেশতা দু'জন তখন বলবেন, আমরা জানতাম, এ কথাই তুমি বলবে। তারপর যমীনকে বলা হবে, একে চাপ দাও। সে লোককে এমন শক্ত করে যমীন চাপা দেবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো পরস্পরের মাঝে ঢুকে পরবে। (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তাকে তার এ বিছানা হতে উঠানো পর্যন্ত সে লোক এভাবেই আযাব পেতে থাকবে।

– হাসান, মিশকাত (১৩০), সহীহাহ্ (১৩৯১)

আলী, যাইদ ইবনু সাবিত, ইবনু আব্বাস, বারাআ ইবনু আযিব, আবূ আইয়ূব, আনাস, জাবির, আইশা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) সকলেই এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কবরের শাস্তি সম্পর্কিত হাদীস্ বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١٠٧٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ؛ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : ق.

১০৭২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক মারা গেলে তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার (আখিরাতের) বাসস্থান তুলে ধরা হয়। সে লোক জান্নাতে বসবাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে জান্নাতের জায়গা দেখানো হয়। আর যদি সে লোক জাহান্নাম বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাকে জাহান্নামীদের জায়গা দেখানো হয়। তারপর বলা হয়, তোমার থাকার জায়গা এটাই। তোমাকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা এখানে পাঠাবেন।

– সহীহ্: বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ জুমু'আর দিন যে লোক মৃত্যু বরণ করে

١٠٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ".

– حسن : "المشكاة" (١٣٦٧)، "الأحكام" (٣٥).

১০৭৪। আদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমু'আর দিনে অথবা জুমু'আর রাতে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন।

– হাসান, মিশকাত (১৩৬৭), আল আহ্‌কাম (৩৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত নয়। কেননা আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর নিকট হতে রাবীআ ইবনু সাইফ সরাসরি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে কোন হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মূলতঃ তিনি আবদুর রাহমান আল-হুবুল্লীর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ জানাযা আদায়ে দুই হাত উঠানো (রাফউল ইয়াদাইন)

١٠٧٧– حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ –وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ أُنَيْسَةَ–، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

– حسن : "الأحكام" (١١٥، ١١٦).

১০৭৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযা আদায়ে 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং প্রথম তাকবীরেই শুধু হাত দুটোকে উঠালেন (রাফউল ইয়াদাইন করলেন)। ডান হাতকে তিনি বাম হাতের উপর রাখলেন।

– হাসান, আল আহকাম (১১৫, ১১৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই আমরা জেনেছি। আলিমগণের মাঝে জানাযায় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো প্রসঙ্গে মতের অমিল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মতে, জানাযায় প্রতি তাকবীরেই হাত দুটোকে উঠাতে হবে। এরকম মত ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম তা শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময়ই করতে হবে বলেছেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের। ইবনুল মুবারাক বলেন, জানাযায় ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরবে না (দুই হাতই ঝুলিয়ে রাখবে)। অপর একদল আলিম বলেছেন, অন্যসব নামাযের অনুরূপ জানাযাতেও ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরবে। আবূ ঈসা ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরাকেই উত্তম মনে করেছেন।

٧٦) – بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ"

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ মু'মিন ব্যক্তির রূহ্ দেনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত দেনার সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে

١٠٧٨– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤١٣).

১০৭৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির রূহ্ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৪১৩)

١٠٧٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".

– صحيح بما قبله.

১০৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তির রূহ্ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের সাথে বন্ধক থাকে।

– সহীহ, পূর্বের হাদীসের কারণে

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। পূর্বোক্ত হাদীসের তুলনায় এটা বেশি সহীহ্।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٩ - كِتَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৯ ঃ বিবাহ

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّزْوِيْجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ বিয়ের ফাযীলাত এবং এজন্য উৎসাহ দেয়া

١٠٨١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ : "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٤٥) ق.

১০৮১। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। (বিয়ের খরচ বহনের) আমাদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। তিনি বললেনঃ হে যুব সমাজ! তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের যে লোকের বিয়ের সামর্থ্য নেই সে লোক যেন রোযা আদায় করে। কেননা, তার যৌনশক্তিকে এটা নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮৪৫), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় আল-হাসান ইবনু আলী আল খাল্লাল আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর হতে, তিনি আমাশ হতে, তিনি উমারা এর সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী আ'মাশ হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ মুআবিয়া ও আল মুহা-রিবী আ'মাশ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, উভয় সনদই সহীহ।

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ বিয়ে না করা বা চিরকুমার থাকা নিষিদ্ধ

١٠٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.

– صحيح بما قبله.

১০৮২। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, (বিয়ে না করে) চিরকুমার থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন। যাইদ ইবনু আখযাম (রাহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে আরো আছেঃ এ আয়াতটি কাতাদাহ (রাহঃ) পাঠ করেনঃ "আমরা আরো অনেক রাসূলকেই তোমার পূর্বে প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়েছি" -(সূরা ঃ রা'দ – ৩৮)।

– সহীহ, পূর্বের হাদীসের সহায়তায়

١٠٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ : رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ؛ لَا خْتَصَيْنَا.

– صحيح : ق.

১০৮৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, উসমান ইবনু মাযউন (রাঃ)-এর বিয়ে না করার (চিরকুমারের) প্রস্তাবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে আমরাও নিজেদেরকে চিরবন্ধা করে নিতাম।

– সহীহ; বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। সা'দ, আনাস ইবনু মালিক, আইশা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আশআস ইবনু আব্দুল মালিক এই হাদীসটি হাসান হতে তিনি সা'দ ইবনু হিশাম হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের দু'টি সনদ সূত্রই সহীহ বলে কথিত।

٣) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ তোমরা যে ব্যক্তির ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট সে ব্যক্তির সাথে বিয়ে দাও

١٠٨٤– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَزَوِّجُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا؛ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ".

– حسن صحيح : "الإرواء" (١٨٦٨)، "الصحيحة" (١٠٢٢) : "المشكاة" (٢٥٧٩).

১০৮৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যে ব্যক্তির দীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে তবে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

– হাসান সহীহ, ইরওয়া (১৮৬৮), সহীহাহ (১০২২), মিশকাত (২৫৭৯)

আবূ হাতিম আল-মুযানী ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেনঃ আবদুল হামীদের বিরোধিতা করা হয়েছে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসের সনদে। এটাকে মুরসাল হিসেবে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে লাইস ইবনু সা'দ ইবনু আজলান হতে বর্ণনা করেছেন। লাইসের বর্ণনাটিকে ইমাম বুখারীও বিশুদ্ধতার নিকটতর বলেছেন এবং আবদুল হামীদের বর্ণনাকে সংরক্ষিত বলে বলে মনে করেন না।

١٠٨٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيْدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيْ حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَأَنْكِحُوْهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا؛ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ"، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!، وَإِنْ كَانَ فِيْهِ؟ قَالَ : "إِذَاجَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ؛ فَأَنْكِحُوْهُ –ثَلَاثَ مَرَّاتٍ–".

– حسن بما قبله.

১০৮৫। আবূ হাতিম আল-মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যে লোকের দীনদারী ও নৈতিক চরিত্র দ্বারা সন্তুষ্ট আছ, তোমাদের নিকট যদি সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তবে তার সাথে (তোমাদের পাত্রীর) বিয়ে দাও।

তা না করলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিছু (ত্রুটি) তার মাঝে থাকলেও কি? তিনি বললেনঃ তোমাদের নিকটে যে লোকের দীনশীলতা ও নৈতিক চরিত্র পছন্দ হয় সে লোক তোমাদের নিকট বিয়ের প্রস্তাব করলে তবে তার সাথে বিয়ে দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) একথা তিনি তিনবার বললেন।

– হাসান, পূর্বের হাদীসের সহায়তায়

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন আবূ হাতিম আল-মুযানী। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসটি ব্যতীত আর কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন কি-না তা আমাদের জানা নেই।

٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ মেয়েদেরকে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখে বিয়ে করা হয়

١٠٨٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلٰى دِيْنِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ؛ تَرِبَتْ يَدَاكَ!".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٥٨) ق.

১০৮৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহিলাদেরকে বিয়ে করা হয় তাদের দীনদারী, ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে। অবশ্যই তুমি দীনদার পাত্রীকে বেশি অগ্রাধিকার দিবে; কল্যাণে তোমার হাত পরিপূর্ণ হবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৫৮), বুখারী ও মুসলিম

আওফ ইবনু মালিক, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখা

١٠٨٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ -هُوَ الأَحْوَلُ-، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٦٥).

১০৮৭। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি এক মহিলার নিকট বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে দেখে নাও, তোমাদের মধ্যে এটা ভালবাসার সৃষ্টি করবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৬৫)

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, জাবির, আবূ হুমাইদ, আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, বিয়ে করার পূর্বে নিষিদ্ধ অঙ্গের প্রতি না তাকিয়ে পাত্রী দেখাতে কোন সমস্যা নেই। এই মত ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকেরও। 'তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে' এ কথার অর্থঃ পাত্রীকে দেখে পছন্দ করার পর বিয়ে করলে দাম্পত্য জীবনের ভালোবাসা স্থায়ী হয়।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعْلَانِ النِّكَاحِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ বিয়ের ঘোষণা করা

١٠٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ".

- حسن : "ابن ماجه" (١٨٩٦).

১০৮৮। মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব আল-জুমাহী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দফ বাজানো ও ঘোষণা দেয়া হচ্ছে (বিয়েতে) হালাল ও হারামের পার্থক্য।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৮৯৬)

আইশা, জাবির ও রুবাই বিনতু মুআওব্বায (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। আবূ বাল্‌জের নাম ইয়াহ্‌ইয়া, পিতা আবূ সুলাইম এবং তাকে ইবনু সুলাইমও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব দেখতে পেয়েছেন। সে সময় তিনি নাবালেগ ছিলেন।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ : جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِيْ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ، وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ : "اسْكُتِي عَنْ هٰذِهِ، وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهَا".

– صحيح : "الآداب" (٩٤).

১০৯০। মুআওব্বিয কন্যা রুবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাসর রাতের সকালে আমার ঘরে এলেন। আমার কাছে তুমি (খালিদ ইবনু যাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, তিনি আমার বিছানায় ঠিক সেভাবে বসলেন। আমাদের বালিকারা এমন সময়ে দফ বাজিয়ে বদরের যুদ্ধের শহীদ হওয়া আমার বাপ-দাদার শোকগাঁথা গাইছিলো। তাদের কোন একজন গাইতে গাইতে বলল, "আমাদের মাঝে একজন নাবী আছেন। আগামী কাল কি হবে তা তিনি জানেন।" তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেনঃ "এরূপ বলা হতে বিরত থাক, বরং তাই বল এতক্ষণ যা বলতেছিলে"।

– সহীহ, আল আদাব (৯৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ নব দম্পতিদের জন্য দু'আ

١٠٩١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ؛ قَالَ : "بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٠٥).

১০৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন কোন লোক বিয়ে করত, তখন তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এই দু'আ পাঠ করতেনঃ "বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফিল খাইরি"। অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার জীবন বারকাতময় করুন আর তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৯০৫)

আকীল ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ সহবাসের সময়ে পঠিত দু'আ

١٠٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ؛ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ! جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنْ قَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا؛ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩١٩) خ.

১০৯২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন লোক যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর তখন (মিলনের পূর্বে) বলে, "বিস্মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা"। তাদেরকে যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের এই সহবাসে সন্তান দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন, তবে এ সন্তানের কোনরকম ক্ষতিই শাইতান করতে পারে না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯১৯), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বিয়ে করার উত্তম সময়

١٠٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ شَوَّالٍ، وَبَنَى بِيْ فِي شَوَّالٍ. وَكَانَتْ عائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يَبْنَى بِنِسَائِهَا فِيْ شَوَّالٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٩٠) م.

১০৯৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেছেন এবং বাসর রাতও শাওয়াল মাসেই কাটিয়েছেন। শাওয়াল মাসে আইশা (রাঃ) তার পরিবারের মেয়েদের জন্য বাসর উদ্‌যাপনের ইচ্ছা করতেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৯০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এটিকে আমরা শুধুমাত্র ইসমাঈল ইবনু উমাইয়্যার সূত্রে যুহরীর বর্ণিত হাদীস হিসেবেই জানি।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ ওয়ালীমার (বৌ-ভাতের) অনুষ্ঠান

١٠٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ : "مَا هٰذَا؟"، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ :

"بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، أَوْلِمْ؛ وَلَوْ بِشَاةٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٠٧) ق.

১০৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুর রাহ্মান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর গায়ে (বা পোশাকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করেন ঃ কি ব্যাপার! তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে একটি খেজুর আঁটির অনুরূপ পরিমাণ সোনার বিনিময়ে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমায় আল্লাহ্ তা'আলা বারকাত দিন, ওয়ালীমার আয়োজন কর তা একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯০৭), বুখারী, মুসলিম

ইবনু মাসঊদ, আইশা, জাবির ও যুহাইর ইবনু উসমান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আহ্মাদ ইবনু হাম্বাল বলেন, প্রায় সাড়ে তিন দিরহাম ওজন হবে একটি খেজুরের বীচির পরিমাণ সোনার ওজন। ইসহাক মনে করেন এর ওজন প্রায় সাড়ে পাঁচ দিরহামের সমান।

١٠٩٥– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ ابْنِ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ،

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٠٩) ق.

১০৯৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, সাফিয়্যা বিনতু হুয়াইকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করে ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করেন ছাতু ও খেজুর দিয়ে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯০৯), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١٠٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ ... نَحْوَ هٰذَا.

– صحيح : انظر ما قبله.

১০৯৬। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া হুমাইদ হতে, তিনি সুফিয়ান হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

একাধিক বর্ণনাকারী হাদীসটি ইবনু উয়াইনা হতে যুহরীর বরাতে আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা 'ওয়াইল তার পিতা হতে' এই কথাটি উল্লেখ করেননি।

আবূ ঈসা বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা এই হাদীসে তাদলীস করেছেন অর্থাৎ নিজের সাক্ষাত বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে তার উর্দ্ধতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাই কোন কোন সময় ওয়াইল তার পিতা হতে এর উল্লেখ করেননি আবার কোন কোন সময় তার উল্লেখ করেছেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِجَابَةِ الدَّاعِيْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ দাওয়াত কবূল করা

١٠٩٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩١٤) ق.

১০৯৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দাওয়াত দেওয়া হলে তোমরা তাতে অংশগ্রহণ কর।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯১৪), বুখারী, মুসলিম

আলী, আবূ হুরাইরা, বারাআ, আনাস ও আবূ আইয়্যুব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيْءُ إِلَى الْوَلِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ যে ব্যক্তি বিবাহভোজে দাওয়াত ছাড়াই হাযির হয়

١٠٩٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ -يُقَالُ لَهُ : أَبُوْ شُعَيْبٍ- إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ : اصْنَعْ لِيْ طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُوْعَ، قَالَ : فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ: اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِيْنَ دُعُوْا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَابِ؛ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ : "إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ، لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ؛ دَخَلَ"، قَالَ : فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ؛ فَلْيَدْخُلْ.

- صحيح : ق.

১০৯৯। আবূ মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ শুআইব নামক একজন লোক তার গোশত বিক্রেতা গোলামের নিকটে এসে বললেন, পাঁচজনের খাবার আমার জন্য বানিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে আমি ক্ষুধার ছাপ দেখতে পেয়েছি। সে খাবার বানানোর পর তিনি লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে বসে থাকা লোকদের দাওয়াত দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে রাওয়ানা

হলে এক লোক তাঁদের অনুসরণ করে, দাওয়াত দেওয়ার সময় সে লোকটি তাদের সাথে ছিল না। বাড়ীর দরজায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীর মালিককে বললেনঃ আরো এক লোক আমাদের পিছে পিছে এসেছে। তুমি আমাদের দাওয়াত দেওয়ার সময় সে আমাদের সাথে ছিল না। তুমি অনুমতি দিলে তবে সে তোমার বাড়ীতে আসবে। আবূ শুআইব বললেন, তাকেও আমি অনুমতি দিলাম, সে যেন আসে।

– সহীহ: বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَزْوِيْجِ الأَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা

١١٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : "أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟!"، فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟"، فَقُلْتُ : لاَ؛ بَلْ ثَيِّبًا، فَقَالَ : "هَلاَّ جَارِيَةً، تُلاَعِبُهَا! وَتُلاَعِبُكَ؟"، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَاتَ، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ -أَوْ تِسْعًا-، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: فَدَعَا لِيْ.

– صحيح : "الإرواء" (١٧٨) ق.

১১০০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মহিলাকে বিয়ে করে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। তিনি বললেনঃ হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ কুমারী মেয়ে না বিধবা মেয়ে?

আমি বললাম, না, বরং বিধবা। তিনি বললেনঃ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তার সাথে তুমিও আনন্দ করতে পারতে এবং তোমার সাথে সেও আমোদ-প্রমোদ করতে পারত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মৃত্যুর সময় আবদুল্লাহ (আমার পিতা) সাতটি অথবা নয়টি মেয়ে রেখে গেছেন। এজন্য এমন মহিলাকে এনেছি যেন সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে। আমার জন্য তখন তিনি দু'আ করলেন।

– সহীহ, ইরওয়া (১৭৮), বুখারী, মুসলিম

উবাই ইবনু কা'ব ও কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হয় না

١١٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٨١)

১১০১। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৮১)

আইশা, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".

- صحيح : "الإرواء" (١٨٤٠).

১১০২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। কিন্তু তার সাথে তার স্বামী সহবাস করলে তবে সে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করে সংগত হওয়ার কারণে তার নিকট মোহরের অধিকারী হবে। যদি অভিভাবকগণ বিবাদ করে তাহলে যে ব্যক্তির কোন অভিভাবক নেই তার ওয়ালী হবে দেশের শাসক।

– সহীহ, ইরওয়া (১৮৪০)

আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। ইবনু জুরাইজ (রাহঃ) হতে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ, ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব ও সুফিয়ান সাওরীসহ একদল হাফিজ মুহাদ্দিস এরকমই বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আবূ মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত (১১০১ নং) হাদীসের সনদে মতের অমিল আছে। উপরোক্ত হাদীসটি ইসরাঈল, শারীক, আবূ আওয়ানা, যুহাইর, কাইস ইবনুর রাবী প্রমুখ আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ ও যাইদ ইবনু হুবাব-ইউনুস ইবনু আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসা (রাঃ) হতে,

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ উবাইদা আল-হাদ্দাদ-ইউনুস ইবনু আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই রকম বর্ণনা করেছেন। এ সনদের মধ্যে আবূ ইসহাকের উল্লেখ নেই। এ সূত্রেও ইউনুস ইবনু আবূ ইসহাক-আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরকমই বর্ণিত আছে। শুবা ও সাওরী-আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ "অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে সম্পাদন হয় না"।

সুফিয়ানের কতক অনুসারী তার সূত্রে-আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। আমি মনে করি আবূ ইসহাক আবূ বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে যারা বর্ণনা করেছেন যে, "অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হয় না" তাদের বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ। কারণ, তারা আবূ ইসহাকের নিকট বিভিন্ন সময় এ হাদীস শুনেছেন। এ হাদীসটি আবূ ইসহাকের নিকট হতে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের তুলনায় শুবা ও সুফিয়ান সাওরী বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী ও নির্ভরযোগ্য হলেও তাদের সবার বর্ণনাই আমার মতে বেশি সহীহ ও পরস্পর সংগতিপুর্ণ।

উক্ত হাদীস আবূ ইসহাকের নিকট একই বৈঠকে শুবা ও সাওরী শুনেছেন এবং এ কথার প্রমাণ আছে মাহ্মূদ ইবনু গাইলানের বর্ণনায়। তিনি বলেন, আবূ দাঊদ বলেছেন যে, শুবা বলেছেন, আবূ ইসহাকের নিকট আমি সুফিয়ান সাওরীকে প্রশ্ন করতে শুনেছিঃ আপনি কি আবূ বুরদা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হয় না"? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতএব, উপরোক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, এই হাদীসটি একই সময়ে শুবা ও সাওরী শুনেছেন। ইসরাঈল আবূ ইসহাকের নিকট হতে রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে খুবই বিশ্বস্ত। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না বলেন, আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীকে আমি বলতে শুনেছিঃ ইসরাঈলের উপর

যে সময় হতে আমি নির্ভর করেছি আমি সে সময় হতে বঞ্চিত হয়েছি সাওয়ারীর বরাতে বর্ণিত আবূ ইসহাকের হাদীসমূহ হতে। কেননা, তিনি পূর্ণভাবে আবূ ইসহাকের রিওয়ায়াতগুলি বর্ণনা করতেন। আমার মতে অত্র অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস "অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে ঠিক হয়না" হাদীসটি হাসান।

আলোচ্য হাদীসটি ইবনু জুরাইজ-সুলাইমান ইবনু মূসা হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসটি হাজ্জাজ ইবনু আরতাত ও জাফর ইবনু রাবীআ-যুহরী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় হিশাম ইবনু উরওয়া-উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সনদেও বর্ণিত আছে। এই শেষোক্ত সনদ প্রসঙ্গে কোন কোন হাদীস বিশারদ সামালোচনা করেছেন। ইবনু জুরাইজ বলেন, এক সময় আমি এ হাদীস প্রসঙ্গে যুহ্রীর সাথে দেখা করে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি এটাকে অস্বীকার করেন। এ কারণেই উপরোক্ত সনদসূত্রটিকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেন, উক্ত কথাটি ইবনু জুরাইজের বরাতে শুধুমাত্র ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনু জুরাইজ হতে ইসমাঈলের কিছু শ্রুতি খুবএকটা প্রমাণিত নয়। তবে তিনি আবদুল মাজীদ ইবনু আবদুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদের পাণ্ডুলিপির সাথে পাণ্ডুলিপিকে মিলিয়ে সংশোধন করে নেন। অন্যথায় ইসমাঈল ইবনু জুরাইজ হতে তিনি কিছুই শুনেননি। ইবনু জুরাইজের বরাতে ইসমাঈলের বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহকে ইয়াহ্ইয়া (রাহঃ) দুর্বল বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনু আবূ তালিব, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও অন্যরা "অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে না" এ হাদীস অনুযায়ী মত দিয়েছেন। একদল ফিক্হবিদ তাবিঈ বলেছেন, অভিভাবকগণের বিনা অনুমতিতে কোন মহিলা বিয়ে

করতে পারে না (করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে)। এদের মধ্যে আছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান বাসরী, শুরাইহ, ইবরাহীম নাখঈ, উমার ইবনু আবদুল আযীয ও অন্যরা। এই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, মালিক, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ বিয়ের খুত্‌বা প্রসঙ্গে

١١٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ : التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: "التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"، وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ : "إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ.

قَالَ عَبْثَرٌ : فَفَسَّرَهُ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : {اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ}، {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}، {اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٩٢).

১১০৫। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদ এবং (বিয়ে ইত্যাদি) প্রয়োজনের তাশাহ্হুদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ নামাযের তাশাহ্হুদ হচ্ছে, "সমস্ত সম্মান, ইবাদাত ও পবিত্রতা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও প্রাচুর্যও। আমাদের ও আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দাদের উপর শান্তি নেমে আসুক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

আর প্রয়োজনের (হাজাতের) তাশাহ্হুদ হলঃ "সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তাঁর নিকটই আমরা সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের কু-প্রবৃত্তি ও আমাদের মন্দ কাজসমূহ হতে আশ্রয় চাই। যে লোককে তিনি হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি গুমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল"। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরো তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী আবসার বলেন, এ তিনটি আয়াত সুফিয়ান সাওরী উল্লেখ করেছেনঃ

১. "হে ঈমানদারগণ! বাস্তবিকই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং তোমরা মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত মুসলিম (অনুগত) না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না" (সূরা ঃ আলে-ইমরান– ১০২)।

২. 'হে জনগণ! ভয় কর তোমাদের প্রভুকে। তিনি একটি প্রাণ হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জোড়াও তৈরী করেছেন তা হতেই। তিনি অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাদের উভয়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্ তা'আলাকে, তোমরা যার দোহাই

দিয়ে নিজ নিজ অধিকার দাবি কর একে অপরের নিকট এবং বিরত থাক আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাজের পর্যবেক্ষণ করছেন" (সূরা ঃ নিসা– ১)।

৩. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল। তোমাদের কাজ-কর্ম আল্লাহ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে লোক বড় রকমের সাফল্য পেল" (সূরা ঃ আহযাব– ৭০, ৭১)।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৯২)

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। আ'মাশ বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক হতে, তিনি আল আহওয়াস হতে তিনি আব্দুল্লাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। আর শুবা বর্ণনা করেছেনঃ আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ উবাইদাহ হতে তিনি আব্দুল্লাহ হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। উভয় সূত্রই সহীহ্। সুফিয়ান সাওরী এবং অন্যান্য কিছু আলিম বলেছেন, খুতবা পাঠ ছাড়াও বিয়ে শুদ্ধ হবে।

١١٠٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ؛ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ".

– صحيح : "الأجوبة النافعة" (٤٨)، "تمام المنة"– التحقيق الثاني.

১১০৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যেসব খুতবায় (বক্তৃতায়) তাশাহ্হুদ পাঠ করা হয় না তা কাটা হাতের সমতুল্য।

– সহীহ, আল আজবিতুন্ নাফিয়াহ (৪৮), তামামুল মিন্নাহ তাহকীক ছানী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ، وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ বিয়ের ব্যাপারে কুমারী (বিক্র) ও অকুমারীর (সায়্যিব) অনুমতি নেয়া

١١٠٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٧١) ق.

১১০৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রাপ্তবয়স্কা (সায়্যিব) নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। নীরবতাই তার অনুমতি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৭১), বুখারী ও মুসলিম

উমার, ইবনু আব্বাস, আইশা ও উরস ইবনু উমাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে, প্রাপ্তবয়স্কা (সায়্যিব) নারীকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। তার পিতা যদি তার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দেয় এবং সে মেয়ে যদি এ বিয়ে পছন্দ না করে তাহলে সকল আলিমের মত অনুযায়ী তা বাতিল বলে গণ্য হবে। পিতা কর্তৃক কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করানোর বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। যদি প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়েকে তার পিতা তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয় এবং এ বিয়ে যদি সে অপছন্দ করে, তবে কূফার বেশিরভাগ আলিমের মতে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। মদীনার একদল আলিমের মতে, যদি পিতা তাকে বিয়ে দেয় এবং তা যদি সে পছন্দ না করে তবুও এ বিয়ে জায়িয হবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক।

١١٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :"الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٧٠)م.

১১০৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের (বিয়ের) ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্কা নারী **(আয়্যিম)** তার অভিভাবক হতে বেশি কর্তৃত্বশীল। কুমারীর (বিক্‌র, বিয়ের) ব্যাপারে তার মতামত নেয়া আবশ্যক। তার নীরবতাই তার সম্মতি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৭০) মুসলিম

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ইমাম্ মালিকের সূত্রে শুবা ও সাওরী বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে একদল লোক বলেছেন, অভিভাবকের অনুপস্থিতিতেও বিয়ে জায়িয। কিন্তু এ হাদীসে তাদের জন্য দলীল নেই। কেননা, একাধিকসূত্রে ইবনু আব্বাসের নিকট হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে না।" ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাবার পর এ ফাতাওয়াই দিয়েছেন যে, অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে না। "বয়স্কা (আয়্যিম) নারী তার বিয়ের পারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি কর্তৃত্বশীল", বেশিরভাগ আলিমের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ বয়স্কা মহিলার অভিভাবক তার মতামত এবং সম্মতি না নিয়ে তাকে বিয়ে দিতে পারে না, যদি দেয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে, খিযামের কন্যা খানাসার হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি বয়স্কা ছিলেন। তার বাবা তাকে বিয়ে দিলে তিনি তা অপছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ বিয়ে বাতিল করে দেন।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِكْرَاهِ الْيَتِيْمَةِ عَلَى التَّزْوِيْجِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ জোরপূর্বক ইয়াতীম মেয়েকে বিয়ে দেওয়া

١١٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "الْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِيْ نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ؛ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ؛ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"

- حسن صحيح : "الإرواء" (١٨٣٤)، "صحيح أبي داود" (١٨٢٥).

১১০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইয়াতীম কুমারীর (বিয়ের) ব্যাপারে তার নিজের মত নিতে হবে। সে চুপ থাকলে তবে এটাই তার সম্মতিগণ্য হয়ে যাবে। সে সরাসরি অস্বীকার করলে তবে তার উপর জোর খাটানো যাবে না।

– হাসান সহীহ, ইরওয়া (১৮৩৪), সহীহ আবূ দাউদ (১৮২৫)

আবূ মূসা, আইশা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। আলিমদের মধ্যে ইয়াতীম মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একদল আলিমের মতানুযায়ী ইয়াতীম মেয়েকে বিয়ে দিলে সে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালেগ হওয়ার পর সে চাইলে এ বিয়ে বহাল রাখতে পারে অথবা নাকচও করে দিতে পারে। এই মত দিয়েছেন একদল তাবিঈ ও অপরাপর আলিম। আর একদল আলিম বলেছেন, বালেগ না হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীম মেয়ের বিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, বিয়ের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার জায়িয নেই। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও অপরাপর আলিম। আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, নয় বছরে পদার্পণ করার পর ইয়াতীম বালিকাকে বিয়ে দেয়া

হলে এবং সে এতে রাজী থাকলে তা জায়িয হবে। বিয়ে বহাল রাখা বা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার পর তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। আইশা (রাঃ)-এর বিষয়কে তারা দলীল হিসাবে নিয়েছেন। আইশা (রাঃ)-কে নিয়ে তাঁর নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর যাপন করেছেন। আইশা (রাঃ) বলেছেন, কোন বালিকা নয় বছরে পদার্পণ করলে সে মহিলা বলে গণ্য হবে।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ মনিবের বিনা অনুমতিতে গোলামের বিয়ে

١١١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ فَهُوَ عَاهِرٌ".

– حسن : "ابن ماجه" (١٩٥٩).

১১১১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে কোন গোলাম তার মনিবের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে সে ব্যভিচারী।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৯৫৯)

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীলের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে, কিন্তু তা সহীহ নয়। জাবিরের সূত্রটিই সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাবিঈগণ আমল করেছেন। তাদের মতে, কোন গোলাম মনিবের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে তা জায়িয হবে না। এই মত দিয়েছেন আহ্‌মাদ, ইসহাক ও অন্যরাও। এতে কোন মতভেদ নেই।

١١١٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِيْ :

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِه؛ فَهُوَ عَاهِرٌ".

- حسن انظر ما قبله.

১১১২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন গোলাম তার মনিবের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে সে যিনাকারী বলে গণ্য হবে।

– হাসান, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٣) - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (মহিলাদের মোহরানার বর্ণনা)

١١١٤/١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىٰ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ! فَقَالَ : "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا"، فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هٰذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِزَارُكَ؟! إِنْ أَعْطَيْتَهَا؛ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمِسْ شَيْئًا"، قَالَ : مَا أَجِدُ، قَالَ : "فَالْتَمِسْ؛ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، قَالَ : فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟"، قَالَ : نَعَمْ؛

سُـوْرَةُ كَـذَا، وَسُـوْرَةُ كَـذَا -لِسُـوَرٍ سَـمَّـاهَا-، فَـقَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٨٩) : ق.

১১১৪/১। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একজন স্ত্রীলোক বলল, আমি আপনার জন্য নিজেকে দান (হেবা) করলাম। (একথা বলে) সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার যদি তাকে প্রয়োজন না হয় তবে আমার সাথে তার বিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ তার মোহর আদায়ের মত তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলল, আমার এ কাপড়টি ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে যদি তোমার কাপড়টি দাও তবে তোমাকে তো (ঘরে) বসে থাকতে হবে এবং তোমার কাপড় বলতে আর কিছু থাকবে না। অন্য কিছু খুঁজে নিয়ে আস। (কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে) সে বলল, কিছুই খুঁজে পাইনি। তিনি বললেনঃ একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে আন। বর্ণনাকারী বলেন, সে কিছুই খুঁজে পেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কুরআনের কিছু জানা আছে কি তোমার? সে বলল, হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা জানি। সে সূরাগুলোর নামও বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কুরআনের যেটুকু অংশ তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিয়ে দিলাম।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৮৯), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফিঈ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিয়ের জন্য কোন লোকের নিকটে যদি মোহর আদায়ের মত কিছু না থাকে এবং যদি সে লোক কোন নারীকে কুরআনের কোন সূরার বিনিময়ে বিয়ে করে তবে তা জায়িয হবে। তার কর্তব্য হবে ঐ মহিলাকে সে সূরাটি শিখিয়ে দেয়া। কূফাবাসী আলিমগণ এবং আহ্মাদ ও ইসহাক বলেছেন, বিয়ে জায়িয হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে 'মোহরে মিসাল' পরিশোধ করতে হবে।

٢/١١١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ؛ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ؛ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَةً.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٨٧)

১১১৪/২। আবুল আজফা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরানা উচ্চহারে বাড়িয়ে দিও না। কেননা, তা দুনিয়াতে যদি সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাকওয়ার বস্তু হত তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের চেয়ে বেশি উদ্যোগী হতেন। কিন্তু বার উকিয়ার বেশি পরিমাণ মোহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন অথবা তার কোন কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৮৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবুল আজফার নাম হারিম। আলিমদের মতে চল্লিশ দিরহামের সমান এক উকিয়া এবং চার শত আশি দিরহামের সমান বার উকিয়া।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ নিজের দাসীকে আযাদ করে বিয়ে করা

١١١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ

ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٥٧) ق.

১১১৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে বিয়ে করেন তাকে আযাদ করে এবং তার মোহর নির্ধারণ করেন এই দাসত্ব মুক্তিকে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৫৭), বুখারী, মুসলিম

সাফিয়্যা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও। আযাদ করে তা মোহর হিসেবে গণ্য করাকে একদল আলিম মাকরূহ্ বলেছেন। এক্ষেত্রে তারা মোহর নির্ধারণের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রথম মতই অনেক বেশি সহীহ্।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদঃ ২৫ ॥ দাসীকে আযাদ করে তাকে বিয়ে করার ফাযীলাত

١١١٦– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ؛ فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ، فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ؛ فَذٰلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ

الْآخَرُ، فَآمَنَ بِهِ؛ فَذٰلِكَ يُؤْتَى أَجْرَه مَرَّتَيْنِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٥٦).

১১১৬। আবূ বুরদা ইবনু আবূ মূসা (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবূ মূসা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের সাওয়াব দ্বিগুণ করা হবে। যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হাক্ব সঠিকভাবে আদায় করেছে। তার সাওয়াব দ্বিগুণ করা হবে। যে লোকের সুন্দরী বাঁদী ছিল, সে তাকে উত্তম আচরণ ও আদব-কায়দা শিখিয়েছে এবং তাকে পরবর্তীতে মুক্ত করে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। তার সাওয়াবও দ্বিগুণ করা হবে। পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি যে লোক ঈমান এনেছে, তারপর পরবর্তী কিতাব (কুরআন) আসার পর তার উপরও ঈমান এনেছে, তাকেও দ্বিগুণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৫৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের মত হাদীস আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ইবনু আবূ উমার সুফিয়ান হতে, তিনি সালিহ ইবনু সালিহ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি আবূ বুরদাহ হতে। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ বুরদার নাম আমির, পিতা আবদুল্লাহ, দাদা কাইস। শুবা ও সুফিয়ান সাওরী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সালিহ ইবনু সালিহ এর সূত্রে। সালিহ ইবনু সালিহ হলেন আল-হাসান ইবনু সালিহের পিতা।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে এবং সহবাসের পূর্বে সেও তাকে তালাক দিলে

١١١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَ تِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنِّيْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلاَقِيْ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ؛ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ : "أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ؟! لاَ؛ حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٣٤) ق.

১১১৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে রিফাআ আল-কুরাযীর স্ত্রী এসে বললো, আমি রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে বাত্তা তালাক অর্থাৎ তিন তালাক দেয়। তারপর আমি বিয়ে করি আবদুর রাহমান ইবনু যুবাইরকে কিন্তু তার সাথে কাপড়ের পাড়ের মত (অকেজো পুরুষাঙ্গ) ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রিফাআর নিকটে আবার ফিরে যেতে চাও? কিন্তু তা হবে না, তুমি যতক্ষণ না তার মধু আস্বাদন করবে এবং সে তোমার মধু আস্বাদন করবে (তারপর তালাক দিবে)।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৩৪), নাসা-ঈ

ইবনু উমার, আনাস, রুমাইসা অথবা গুমাইসা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মত দিয়েছেন। কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলে এবং তার সাথে সহবাসের পূর্বেই এই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিলে সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যে পর্যন্ত না তার সহবাস হবে।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ যে লোক হিলা করে এবং যে লোক হিলা করায়

١١١٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيُّ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٣٥).

১১১৯। আলী (রাঃ) ও জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা উভয়ে বলেছেন, যে লোক হিলা করে এবং যে লোকের জন্য হিলা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৩৫)

ইবনু মাসউদ, আবূ হুরাইরা, উকবা ইবনু আমির ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা মা'লুল (সনদে সূক্ষ্ম ত্রুটি আছে) বলেছেন। আর এভাবে বর্ণনা করেছেন আশআস ইবনু আব্দুর রাহমান মুজালিদ হতে, তিনি আমির হতে, তিনি আল-হারিস হতে, তিনি আলী ও আমির হতে, তিনি আলী ও আমির হতে, তারা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, এ হাদীসের সনদ প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, মুজালিদ ইবনু সাঈদকে ইমাম আহ্মাদ ও অন্যরা যঈফ বলেছেন। মুজালিদ-আমির হতে, তিনি জাবির (রাঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে ইবনু নুমাইর বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। প্রথম সূত্রটিই অনেক বেশি সহীহ্। এ হাদীসটি মুগীরা, ইবনু আবূ খালিদ ও অন্যরা শাবী হতে, তিনি হারিস হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

١١٢٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحلل له.

- صحيح انظر ما قبله.

১১২০। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক হিলা করে এবং যে লোকের জন্য হিলা করা হয় উভয়কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ কাইস আল-আওদীর নাম আবদুর রাহমান, পিতা সারওয়ান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী মত দিয়েছেন। এই মত ফিক্হবিদ তাবিঈদেরও। একই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনু মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও। ওয়াকীও একইরকম মত দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই বিষয়ে আহলুর রায়ের মত ছুড়ে ফেলে দেয়া কর্তব্য। ওয়াকী বলেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, হিলার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে কোন লোক বিয়ে করার পর তাকে নিজের বিবাহধীনে রাখতে চাইলে তা জায়িয নয়। নতুনভাবে এই মহিলার সাথে তার বিয়ে হতে হবে।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ মুত্আ বিয়ে হারাম

١١٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

عَبْدِاللهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٦١) ق.

১১২১। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খাইবারের যুদ্ধের দিন নারীদের সাথে মুত্‌আ বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৬১), বুখারী, মুসলিম

সাবরা আল-জুহানী ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈগণ আমল করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে 'মুত্‌আর অনুমতি আছে' বলে বর্ণিত আছে। কিন্তু এটা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন বলে তাকে জানানো হলে তিনি তার মত প্রত্যাহার করেন। মুত্‌আ বিয়ে বেশিরভাগ আলিমের মতে হারাম। একথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাকও।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ শিগার বিয়ে নিষিদ্ধ

١١٢٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ –وَهُوَ الطَّوِيلُ–، قَالَ : حَدَّثَ الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ

شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً؛ فَلَيْسَ مِنَّا".

– صحيح : "المشكاة" (٢٩٤٧ – التحقيق الثاني)، "صحيح أبي داود" (٢٣٢٤).

১১২৩। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইসলামে 'জালাব', 'জানাব' বা 'শিগার' কোনটারই স্থান নেই। যে লোক ছিনতাই বা লুণ্ঠন করল সে লোক আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

– সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (২৯৪৭), সহীহ আবূ দাউদ (২৩২৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আনাস, আবূ রাইহানা, ইবনু উমার, জাবির, মুআবিয়া, আবূ হুরাইরা ও ওয়াঈল ইবনু হুজর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٢٤– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

– صحيح : "ابن ماجه: (١٨٨٣) ق.

১১২৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার নিষিদ্ধ করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮৮৩), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করেছেন। তারা শিগার (অদল-বদল) প্রথায় বিয়েকে জায়িয বলে মনে করেন না। শিগারের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই শর্তে তার মেয়েকে অন্য ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেওয়া যে, বিনিময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার মেয়ে অথবা বোনকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবে এবং এদের মধ্যে কোন মোহরের আদান-প্রদান হবে না। এ ধরণের বিয়েকে 'নিকাহে শিগার' বলে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও

ইসহাক বলেছেন, নিকাহে শিগার বাতিল, এটা জায়িয নয়, এমনকি মোহর নির্ধারণ করলেও। আতা ইবনু আবূ রাবাহ্ বলেছেন, উভয়ই নিজ নিজ বিয়েকে ঠিক রাখবে এবং উভয়ের স্ত্রীর জন্য "মোহরে মিসাল' নির্দিষ্ট হবে। কূফার আলিমদেরও এই মত।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সতীন হিসেবে বিয়ে করা বৈধ নয়

١١٢٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِالأَعْلَى : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

– صحيح : "الإرواء" (٢٨٨٢)، "ضعيف أبي داود" (٣٥٢).

১১২৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে (সতীনরূপে) বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

– সহীহ, ইরওয়া (২৮৮২), যঈফ আবূ দাউদ (৩৫২)

বর্ণনাকারী আবূ হারীযের নাম আব্দুল্লাহ ইবনু হুসাইন। নাস্‌র ইবনু আলী আব্দুল আ'লা হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাস্‌সান হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

– সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (১৯২৯), নাসা-ঈ

আলী, ইবনু উমার, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ সাঈদ, আবূ

উমামা, জাবির, আইশা, আবূ মূসা ও সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

– صحيح : "الإرواء" (٦/٢٨٩)، "صحيح أبي داود" (١٨٠٢).

১১২৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে অথবা কোন মহিলাকে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে এবং ছোট বোনের সাথে বড় বোনকে এবং বড় বোনের সাথে ছোট বোনকে একত্রে (সতীনরূপে) বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

– সহীহ্, ইরওয়া (৬/২৮৯), সহীহ্ আবূ দাউদ (১৮০২)

ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসদ্বয়কে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী সকল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করার কথা বলেছেন। কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা খালার সাথে একত্রে (সতীনরূপে) বিয়ে করা যে বৈধ নয় তাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই। কোন মহিলাকে যদি কোন ব্যক্তি তার খালা অথবা ফুফুর সাথে একত্রে বিয়ে করে তবে পরের বিয়েটি বাতিল হয়ে যাবে। সকল আলিমই এ কথা বলেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর দেখা পেয়েছেন শাবি (রাহঃ) এবং তার নিকট হতে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন। শাবী এক রাবীর মধ্যস্থতায়ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদঃ ৩২॥ বিয়ে 'আকদ (বিধিবদ্ধ) হওয়ার সময় শর্তারোপ

١١٢٧- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْيَزَنِيِّ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا؛ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٥٤) ق.

১১২৭। উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদেরকে (বিয়ের চুক্তির) যে সকল শর্ত পালন করতে হয় তার মধ্যে সেসব শর্তই সবচেয়ে বেশি পালনীয় যার দ্বারা কোন মহিলাকে তোমরা হালাল কর।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৫৪), বুখারী, মুসলিম

উপরের হাদীসের মত আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মূসান্না-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আবদুল হামীদ ইবনু জাফরের সনদসূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে উমার (রাঃ)-ও অন্তর্ভুক্ত আছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোন মহিলাকে বিয়ে করার সময় কোন লোক এই শর্ত করে যে, তার শহর হতে তাকে অন্য কোথাও সে নিয়ে যেতে পারবে না, তবে তার শহর হতে তাকে অন্য কোথাও স্বামী নিয়ে যেতে পারবে না। কিছু সংখ্যক আলিমেরও এই অভিমত। একথা বলেছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-ও। আলী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার শর্ত নারীর শর্ত হতে বেশি অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর উপর 'তাকে তার শহর হতে অন্য কোথাও

নিয়ে যেতে পারবে না' এরকম শর্ত দিলেও স্বামী তা মেনে নিতে বাধ্য নয়। এই মত একদল আলিম গ্রহণ করেছেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কোন কোন কূফাবাসী আলিমেরও।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ কোন লোক তার দশজন স্ত্রী থাকাবস্থায় মুসলমান হলে

١١٢٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٥٣).

১১২৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে সময়ে গাইলান ইবনু সালামা আস-সাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন সে সময়ে তার দশজন স্ত্রী ছিল, যাদের তিনি বিয়ে করেছিলেন জাহিলী যুগের মধ্যে। তার সাথে সাথে তারাও মুসলমান হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এদের মধ্যে যে কোন চারজনকে বেছে নেয়ার নির্দেশ দেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৫৩)

আবূ ঈসা বলেন, মামার-যুহ্‌রী হতে, তিনি সালিমের পিতার সূত্রেও একইরকম বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেনঃ আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। যুহরী হতে শুআইব ইবনু আবূ হামযা ও অন্যান্যদের বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই সহীহ্‌। ইমাম বুখারী বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু সুওয়াইদ সাকাফী হতে পেয়েছি। এতে আছে, গাইলান ইবনু সালামা ইসলাম গ্রহণ করলেন, সে সময় তার দশজন স্ত্রী ছিল। এই বর্ণনাটিই সহীহ্‌। ইমাম বুখারী আরো বলেন, যুহরী সালিমের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা হলঃ

"সাকীফ গোত্রের কোন এক লোক তার স্ত্রীদের তালাক প্রদান করলো। উমার (রাঃ) তাকে বললেন, পুনরায় তোমার স্ত্রীদেরকে তুমি ফিরিয়ে আনবে। অন্যথায় (সামূদ জাতির এক অভিশপ্ত ব্যক্তি) যেভাবে আবূ রিগালের কবরে পাথর মারা হয়েছিল, সেভাবে আমিও তোমার কবরে পাথর মারব।" আবূ ঈসা বলেন, আমাদের সাথীদের মতে, গাইলান ইবনু সালামার হাদীস অনুসারে আমল করতে হবে। তাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও অন্তর্ভুক্ত।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ কোন লোক তার অধীনে দুই বোন স্ত্রী থাকাবস্থায় মুসলমান হলে

١١٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ".

- حسن : "ابن ماجه" (١٩٥١).

১১২৯। ইবনু ফাইরূয আদ-দাইলামী (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং আমার অধীনে দুই বোন স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'দু'জনের মধ্যে যাকে ভালো লাগে তাকে বেছে নাও।

— হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৯৫১)

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ

أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟ قَالَ : "اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ".

– حسن : انظر ما قبله.

১১৩০। ফাইরূয দাইলামী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি, আমার অধীনে দুই বোন একত্রে স্ত্রী হিসেবে আছে। তিনি বললেনঃ তাদের মধ্যে যাকে খুশি তুমি বেছে নাও।

– হাসান, দেখুন পূর্বের হাদীস।

এই হাদীসটি হাসান। আবূ ওয়াহ্ব আল-জাইশানীর নাম আদ-দাইলাম, পিতার নাম হাওশা।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ কোন লোক গর্ভবতী দাসীকে ক্রয় করলে

١١٣١– حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ".

– حسن : "الإرواء" (٢١٣٧)، "صحيح أبي داود" (١٨٧٤).

১১৩১। রুআইফি ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ও আখিরাতের উপর যে লোক ঈমান রাখে সে লোক যেন নিজের পানি (বীর্য) দিয়ে অন্যের সন্তানকে সিক্ত না করে।

– হাসান, ইরওয়া (২১৩৭), সহীহ আবূ দাউদ (১৮৭৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এটি বিভিন্ন সূত্রে রুআইফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে কোন লোক কোন গর্ভবতী দাসী ক্রয় করলে সন্তান জন্মের পূর্বে সে লোক তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। আবূদ দারদা, ইবনু আব্বাস, ইরবায ইবনু সারিয়া ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ যুদ্ধবন্দিনীর স্বামী থাকলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ কি-না?

١١٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَنَزَلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٨٧١).

১১৩২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক মহিলাকে আওতাস যুদ্ধের দিন বন্দী করলাম। তাদের মধ্যে অনেকেরই স্বামী ছিল তাদের নিজ সম্প্রদায়ে। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানালেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হল ঃ 'কারো বিয়ে বন্ধনে যেসব স্ত্রীলোক আবদ্ধ আছে তারাও তোমাদের জন্য হারাম; অবশ্য যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়' (সূরা ঃ নিসা– ২৪)।

– সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (১৮৭১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সূত্রগুলো এরূপ– সাওরী উসমান আল বাত্তী হতে, তিনি আবুল খালীল হতে, তিনি আবূ সাঈদ হতে তিনি। হাম্মাম কাতাদা হতে, তিনি সালিহ আবুল খালীল হতে, তিনি আবূ আলকামা আল-হাশিমী হতে, তিনি আবূ সাঈদ হতে। আবুল খালীলের নাম সালিহ্, পিতার নাম আবূ মারইয়াম।

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ ব্যভিচারিনীর উপার্জন হারাম

١١٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٩٠) ق.

১১৩৩। আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারিনীর উপার্জন এবং গণক ঠাকুরের উপঢৌকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৫৯০), বুখারী, মুসলিম

রাফি ইবনু খাদীজ, আবূ জুহাইফা, আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَّا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ কোন লোক তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব যেন না দেয়

١١٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -قَالَ قُتَيْبَةُ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ؛ وَقَالَ أَحْمَدُ-: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٧٢) ق.

১১৩৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক যেন তার অন্য ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয় প্রস্তাবের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর যেন নিজের বিয়ের প্রস্তাব না দেয়।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২১৭২), বুখারী, মুসলিম

কুতাইবা বলেছেন, এ বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আবূ হুরাইরা (রাঃ) পৌঁছিয়েছেন এবং ইমাম আহমাদ বলেছেন, তাঁর নিকট হতে তিনি সরাসরি বর্ণনা করেছেন। সামুরা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, এ হাদীসের অর্থ হলঃ কোন মহিলার নিকট যদি কোন লোক বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় সে যদি তাতে সম্মত হয় তবে ঐ মহিলার নিকট অন্য কোন লোকের বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কোন অধিকার নেই। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, এ হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছেঃ কোন মহিলার নিকটে কোন লোক বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর পর সে তা গ্রহণ করলে এবং তাতে আগ্রহ দেখালে এ অবস্থায় তার নিকট অন্য লোকের বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো উচিত হবে না। হ্যাঁ, যদি প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবের পক্ষে ঐ মহিলা আকৃষ্ট কি-না তা না যানা গেলে এরকম পরিস্থিতিতে তার নিকট অন্য কোন ব্যক্তির প্রস্তাব পাঠাতে কোন সমস্যা নেই। ফাতিমা বিনতু কাইস (রাঃ)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসই এর দলীল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে বললেন, তার নিকট আবূ জাহ্ম ইবনু হুযাইফা ও মুআবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেনঃ আবূ জাহ্মের হাতের লাঠি

নারীদের হতে সরে না এবং মুআবিয়া নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তি, তার কোন ধন-সম্পদ নেই। বরং তুমি উসামাকে বিয়ে কর।

আমাদের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের কোন একজনের সাথে বিয়েতে আবদ্ধ হওয়ার সম্মতি চাননি। তিনি তা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট অন্য ব্যক্তির প্রস্তাব করতেন না। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

١١٣٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَىٰ وَلاَ نَفَقَةً، قَالَتْ : وَوَضَعَ لِيْ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ؛ خَمْسَةً شَعِيْرًا، وَخَمْسَةً بُرًّا، قَالَتْ : فَأَتَيتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرتُ ذٰلِكَ لَهُ؟ قَالَتْ : فَقَالَ : "صَدَقَ"، قَالَتْ : فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ، ثُمَّ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيْكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ، وَلٰكِنِ اعْتَدِّيْ فِيْ بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ؛ فَعَسَىٰ أَنْ تُلْقِيَ ثِيَابَكِ وَلاَ يَرَاكِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ، فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ؛ فَآذِنِيْنِيْ"، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِيْ؛ خَطَبَنِيْ أَبُوْ جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ، قَالَتْ، فَأَتَيتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ؛ فَرَجُلٌ شَدِيْدٌ عَلَى النِّسَاءِ"، قَالَتْ : فَخَطَبَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَزَوَّجَنِيْ، فَبَارَكَ اللّٰهُ لِيْ فِيْ أُسَامَةَ.

صحيح : "الإرواء" (٢٠٩/٦)، "صحيح أبي داود" (١٩٧٦) م.

১১৩৫। আবূ বাকর ইবনু আবূ জাহম (রাহঃ) বলেন, ফাতিমা বিনতু কাইসের নিকট আমি ও আবূ সালামা ইবনু আবদুর রাহমান গেলাম। তিনি আমাদের বললেন, তাকে তার স্বামী তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে কিন্তু সে তার জন্য থাকার ও ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা করেনি তবে আমার জন্য তার চাচাতো ভাইয়ের নিকট পাঁচ কাফীয যব ও পাঁচ কাফীয আটা মোট দশ কাফীযের ব্যবস্থা করেছে। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে অবহিত করলাম। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "সে ঠিকই করেছে"। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন উম্মু শারীকের বাড়ীতে ইদ্দাত পালনের জন্য। আবার তিনি আমাকে বললেনঃ "মুহাজিরদের চলাচল খুব বেশি হয়ে থাকে উম্মু শারীকের বাড়ীতে। অতএব, তুমি ইদ্দাত পালন কর উম্মু মাকতূমের ছেলের বাড়ীতে। তুমি প্রয়োজনে কাপড় পরিবর্তন করলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। কোন লোক যদি তোমাকে তোমার ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তুমি আমার নিকট এসো।" আমার ইদ্দাত শেষ হবার পর আবূ জাহ্ম ও মুআবিয়া উভয়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে জানালাম। তিনি বললেনঃ মুআবিয়া দরিদ্র লোক, তার তেমন কোন ধন-সম্পদ নেই। আর স্ত্রীদের প্রতি আবূ জাহ্ম খুবই কঠোর। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, তারপর আমার নিকট উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) প্রস্তাব করেন এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে বিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অশেষ কল্যাণ ও বারকাত দান করেছেন উসামার মাধ্যমে।

– সহীহ, ইরওয়া (৬/২০৯), সহীহ আবূ দাউদ (১৯৭৬), মুসলিম

এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি আবূ জাহ্মের সূত্রে সুফিয়ান সাওরীও বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাও আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ "তুমি উসামাকে বিয়ে কর।" আবূ ঈসা বলেন, আমি এই হাদীসটি নিম্নোক্ত সূত্রেও পেয়েছিঃ

মাহ্মূদ-ওয়াকী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি আবূ বাকর ইবনু আবূ জাহ্ম হতে।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস, ইরওয়া (১৮৬৪)

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ আযল প্রসঙ্গে

١١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ، فَزَعَمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى؟ فَقَالَ : "كَذَبَتِ الْيَهُودُ؛ إِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ؛ فَلَمْ يَمْنَعْهُ".

– صحيح : "الآداب" (٥٢)، "صحيح أبي داود" (١٨٨٤).

১১৩৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আযল করতাম। কিন্তু এটাকে 'জীবন্ত কবর দেয়ার' নামান্তর মনে করে ইয়াহূদীরা। তিনি বললেনঃ ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলে কেউই তা বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।

– সহীহ, আল-আ-দাব (৫২), সহীহ আবূ দাউদ (১৮৮৪)

উমার, বারাআ, আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ :

كُنَّا نَعْزِلُ؛ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٢٧) ق.

১১৩৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকাকালে (আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবদ্দশায়) আযল করতাম।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯২৭), বুখারী, মুসলিম

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। তার নিকট হতে এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আযল করার অনুমতির পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বলেছেন, স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার পর আযল করা জায়িয, কিন্তু দাসীর নিকট অনুমতির প্রয়োজন নেই।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ আযল করা মাকরূহ্

١١٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : "لِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ".

قَالَ أَبُوْ عِيْسَىٰ : زَادَ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ فِيْ حَدِيْثِهِ : وَلَمْ يَقُلْ : لاَ يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ، قَالاَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا- "فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ؛ إِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا".

-صحيح : "الآداب" (٥٤، ٥٥)، "صحيح أبي داود" (١٨٨٦)م.

১১৩৮। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আযল করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বললেনঃ তোমাদের মাঝে কোন লোক তা করে কেন? (অধস্তন বর্ণনাকারী) ইবনু আবূ উমারের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আরো আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি' "তোমাদের মাঝে কোন লোক যেন তা না করে।" তারপর উভয়ের (কুতাইবা ও ইবনু আবূ উমার) বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, 'আল্লাহ তা'আলা সেসবকে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন যেসব জীবন সৃষ্টি হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত হয়ে আছে।"

– সহীহ, আল-আ-দাব (৫৪, ৫৫), সহীহ আবূ দাউদ (১৮৮৬), মুসলিম

জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। বিভিন্ন সূত্রে আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর নিকট হতে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আযল করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যরা অপছন্দ করেছেন।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ বাকিরা ও সাইয়্যিবা স্ত্রীর মধ্যে পালা বন্টন

١١٣٩– حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ –قَالَ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ! وَلَكِنَّهُ–، قَالَ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩١٦) ق.

১১৩৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেনঃ সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে, নিজের স্ত্রী থাকার পরেও কোন লোক কুমারী নারীকে বিয়ে করলে একাধারে সাত দিন সে তার সাথে অবস্থান করবে এবং সায়্যিবা (অকুমারী) নারীকে বিয়ে করলে একাধারে তিন দিন তার সাথে অবস্থান করবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯১৬), বুখারী, মুসলিম

উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আইয়্যুব হতে তিনি আবূ কিলাবা হতে তিনি আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মাওকূফভাবেও কিছু বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কোন কোন আলিম এ হাদীস মোতাবেক আমল করেছেন। তারা বলেছেন, নিজের স্ত্রী থাকার পরেও কোন লোক কুমারী নারীকে বিয়ে করলে সাত দিন তার নিকট অবস্থান করবে, তারপর উভয়ের মধ্যে সঠিকভাবে পালাবণ্টন করবে। সায়্যিবা (অকুমারী) মহিলাকে যদি সে লোক বিয়ে করে তবে তিনদিন তার সাথে অবস্থান করবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। কতিপয় তাবিঈ বলেন, নিজ স্ত্রী থাকাবস্থায় কোন লোক কুমারী নারীকে বিয়ে করলে তিন দিন এই শেষোক্তের নিকট অবস্থান করবে এবং সায়্যিবা নারীকে বিয়ে করলে তার নিকট দুইদিন অবস্থান করবে। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে প্রথমোক্ত অভিমতটি।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ স্ত্রীদের মধ্যে আচরণে সমতা রক্ষা করা

١١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ

يَعْدِلْ بينهما؛ جَاءَ يوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٦٩).

১১৪১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোকের নিকট দু'জন স্ত্রী আছে সে লোক যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে কিয়ামাতের দিন সে লোক তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙ্গা অবস্থায় উপস্থিত হবে।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৬৯)

এই হাদীসটি মুসনাদ হিসাবে কাতাদার সূত্রে হাম্মাম ইবনু ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেছেন। কাতাদার সূত্রে হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈও এটিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, এটা মারফূ হিসাবে শুধু হাম্মামের সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। আর হাম্মাম একজন বিশ্বস্ত ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারী।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ মুশ্‌রিক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করলে

١١٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٠٩).

১১৪৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যাইনাবকে প্রথম

বিয়ে বহাল রেখেই আবুল আস ইবনুর রাবীকে ছয় বছর পর ফিরিয়ে দিয়েছেন, নতুন করে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২০০৯)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এর কারণ প্রসঙ্গে আমরা কিছু জানি না। সম্ভবতঃ এই বিষয়টি দাউদ ইবনু হুসাইনের স্মরণশক্তির দুর্বলতার জন্যেই উৎপত্তি হয়েছে।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ বিয়ের পরবর্তীতে সহবাস ও মোহর নির্ধারণের আগে স্বামী মৃত্যুবরণ করলে

١١٤٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٩١).

১১৪৫। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে প্রশ্ন করা হলঃ এক লোক এক মহিলাকে বিয়ের পর তার মোহর না ঠিক করে এবং তার সাথে সহবাস না করেই মৃত্যুবরণ করল, তার জন্য কি হুকুম আছে? ইবনু

মাসঊদ (রাঃ) বললেন, মহিলাটি তার পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের সম-পরিমাণ মোহর পাবে, তার কমও পাবে না বেশিও পাবে না। তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য সে মহিলাটি ইদ্দাত পালন করবে এবং সে (তার) ওয়ারিসের অধিকারীও হবে। তখন মাকিল ইবনু সিনান আল-আশজাঈ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যে ধরণের ফায়সালা করেছেন, আমাদের বংশের মেয়ে ওয়াশিকের কন্যা বিরওয়াআ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই ফায়সালা করেছেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এটা শুনে খুবই আনন্দিত হন।

– সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৯১)

আল-জাররাহ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীসের মত ইয়াযীদ ইবনু হারূন ও আবদুর রাযযাক-সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এর সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি তার নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-ও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য একদল সাহাবী, যেমন আলী ইবনু আবূ তালিব, যাইদ ইবনু সাবিত, ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রাঃ) বলেছেন, কোন স্ত্রীলোককে কোন লোক বিয়ে করে মোহর নির্ধারণ ও সহবাসের আগে মৃত্যুবরণ করলে সে মীরাস পাবে কিন্তু মোহর পাবে না এবং সেই মহিলাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে। একথাটি ইমাম শাফিঈও ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ওয়াশিকের কন্যা বিরওয়াআর হাদীস (সহীহ্) হিসেবে প্রমাণিত হলে তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ ফায়সালা হবে এটাই। মিসর গিয়ে শাফিঈ (রাহঃ) নিজের প্রথম অভিমতটি বাতিল করেন এবং এ হাদীস অনুযায়ী মত গ্রহণ করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٠ - كِتَابُ الرِّضَاعِ
অধ্যায় ১০ ঃ শিশুর দুধপান

١) بَابُ مَا جَاءَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ যে সকল লোক বংশগত সূত্রে হারাম সে সকল লোক দুধপানের কারণেও হারাম

١١٤٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ".

– صحيح : "الإرواء" (٦/٢٨٤).

১১৪৬। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সকল লোককে আল্লাহ তা'আলা বংশগত সম্পর্কের কারণে (বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে) হারাম করেছেন, একইভাবে সে সকল লোককে দুধপানের কারণেও (বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে) হারাম করেছেন।

– সহীহ, ইরওয়া (৬/২৮৪)

আইশা, ইবনু আব্বাস ও উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও আলিমগণ আমল করতে সম্মতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন রকম মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

١١٤٧. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلاَدَةِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٣٧) ق.

১১৪৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে সকল লোককে আল্লাহ্ তা'আলা জন্মসূত্রে (বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে) হারাম করেছেন, সে সকল লোককে দুধপানের কারণেও হারাম করেছেন।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৩৭), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যান্য বিদ্বানগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। এ বিষয়ে তাদের মাঝে কোন মতভেদ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لَبَنِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ পুরুষের মাধ্যমে নারী দুগ্ধবতী হয়

١١٤٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ"، قَالَتْ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟! قَالَ : "فَإِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٤٨) ق.

১১৪৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এসে ভিতরে প্রবেশের জন্য আমার নিকট অনুমতি চাইলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তাকে ভিতরে আসতে অনুমতি প্রদানে সম্মত হইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তিনি তোমার চাচা, তিনি তোমার নিকট আসতে পারেন। আইশা (রাঃ) বললেন, আমাকে তো স্ত্রীলোক দুধপান করিয়েছেন, পুরুষ লোক তো আমাকে দুধ পান করাননি। তিনি বললেনঃ তিনি তোমার চাচা, তিনি তোমার নিকট আসতে পারেন।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৪৮), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করতে বলেছেন। পুরুষ আত্মীয়কেও তারা দুধপান প্রসঙ্গে মাহরাম বলেছেন। আইশা (রাঃ)-এর হাদীসই এই ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি। এই বিষয়ে একদল আলিম সুযোগ রেখেছেন (দুধ-মা ও দুধ-বোন ছাড়া অন্য কেউ মাহরাম নয়)। কিন্তু প্রথম মতটিই অনেক বেশি সহীহ্।

١١٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، وَالْأُخْرَى غُلَامًا : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ؟ فَقَالَ : لَا؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.

– صحيح الإسناد.

১১৪৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে প্রশ্ন করা হল, এক ব্যক্তির কাছে দুইজন দাসী আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি কন্যা সন্তানকে দুধ পান করিয়েছে এবং অন্যজন একটি ছেলে সন্তানকে দুধ পান করিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে এই ছেলেটি কি ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি বলেন, না। কেননা, তারা দুইজন তো একজন পুরুষের দ্বারাই দুগ্ধবতী হয়েছে।

– সনদ সহীহ

লাবনুল ফাহল (পুরুষের মাধ্যমে দুধ) কথার তাৎপর্য এই (অর্থাৎ বীর্য পতনের মাধ্যমে নারীর স্তনে দুধের সঞ্চার হয়)। আর ইহাই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের মূল ভিত্তি। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক।

٣) بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ এক-দুই চুমুক দুধ পান করলেই বিয়ে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয় না

١١٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٤١) م.

১১৫০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক-দুই চুমুক দুধ পান (বিয়ের বৈধতাকে) হারাম করে না।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৪১), মুসলিম

উম্মুল ফাদল, আবূ হুরাইরা, যুবাইর ইবনুল আউয়াম ও ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক সূত্রে হাদীসটি

বর্ণিত হয়েছে। সূত্রগুলো এই– ১। হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। ২। মুহাম্মাদ ইবনু দীনার হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর হতে, তিনি যুবাইর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রটি অরক্ষিত। হাদীস বিশারদদের মতানুসারে আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের মারফতে আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনু আবী মুলাইকা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। তিনি আরও বলেন, আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, যুবাইরের সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। আইশা (রাঃ) বলেন, কুরআনে "সুনির্দিষ্টভাবে দশ চুমুক" মর্মে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, পরে 'পাঁচবার' রহিত হয়েছে এবং পাঁচবার' -এর বিধান কার্যকর থাকে। এটাই কার্যকর থাকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত।

আইশা (রাঃ) হতে আরো একটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ ফাতাওয়াই প্রদান করতেন আইশা (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রী।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৯৪২)

এই কথা বলেন ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (রাহঃ)-ও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমাদ (রাহঃ) বলেন, হুরমাত সাধারণতঃ এক-দুইবার দুধ পান করাতে প্রতিষ্ঠিত হবে না। তিনি আরো বলেন, যদি আইশা (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী কোন লোক পাঁচ চুমুক দুধ পানের মত গ্রহণ করে তবে এটা সবচেয়ে শক্তিশালী মত হবে। এ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করা তার দুর্বলতা বলে বিবেচিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল সাহাবী ও তাবিঈ বলেছেন, দুধের পরিমাণ কম অথবা বেশি যেটাই হোকনা কেন তা শিশুর পেটে যাওয়া মাত্রই বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম

হয়ে যাবে। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, আওযাঈ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ওয়াকী (রাহঃ) এবং কূফাবাসীগণ।

আবদুল্লাহ ইবনু আবূ মুলাইকার উপনাম আবূ মুহাম্মাদ, পিতার নাম উবাইদুল্লাহ এবং দাদার নাম আবূ মুলাইকা। তাকে তাইফের বিচারপতি হিসেবে ইবনু যুবাইর (রাঃ) নিয়োগ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ দুধপান প্রসঙ্গে একজন মহিলার সাক্ষ্য

١١٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ -قَالَ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، وَلَكِنِّي لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ-، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ : إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ : إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا -وَهِيَ كَاذِبَةٌ-! قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّيْ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَعْرَضَ عَنِّيْ بِوَجْهِهِ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ : "وَكَيْفَ بِهَا، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! دَعْهَا عَنْكَ".

- صحيح : "الإرواء" (٢١٤٦)خ.

১১৫১। উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। তারপর আমাদের নিকট একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল, তোমাদের দুজনকেই আমি দুধ পান করিয়েছি। আমি (উকবা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, অমুকের কন্যা অমুককে আমি বিয়ে করেছি। আমাদের নিকট এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল, "তোমাদের দুজনকেই আমি দুধ পান

করিয়েছি"। সে মিথ্যাবাদিনী। বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথায়) তিনি আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এলাম, তিনি আমার কাছ থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম, সেতো মিথ্যাবাদিনী। তিনি বললেনঃ "তুমি কিভাবে এর সাথে বিয়ে বহাল রাখতে পার! অথচ সে বলেছে, সে দুধ পান করিয়েছে তোমাদের দুজনকেই। সুতরাং তুমি তাকে ছেড়ে দাও (তালাক দাও)।

– সহীহ, ইরওয়া (২১৪৬), বুখারী

এই অনুচ্ছেদে ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই হাদীসটি উকবা (রাঃ) হতে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উবাইদা ইবনু আবূ মারইয়ামের নাম সেখানে উল্লেখ নেই এবং "তুমি তাকে ছেড়ে দাও" এ কথাটিরও উল্লেখ নেই। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈ মত প্রকাশ করেছেন। তারা একজন মহিলাকে দুধপানের সম্পর্ক প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য অনুমোদন করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দুধপান প্রমাণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়, তবে সেই মহিলাকে শপথও করাতে হবে। এই মত গ্রহণ করেছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। আর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ একজনের বেশি সাক্ষী না পাওয়া যায়। এই অভিমত ইমাম শাফিঈর। ওয়াকী (রাহঃ) বলেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য দুধপানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তবে দুজনকেই সতর্কতার জন্য আলাদা করে দিতে হবে।

٥) بَابُ مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ فِي الصِّغَرِ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ দুই বছরের কম বয়সের শিশু দুধপান করলেই বিয়ের সম্পর্ক হারাম হয়

١١٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٩٤٦).

১১৫২। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের বোঁটা হতে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ না গেলে দুধপানের নিষিদ্ধতা কার্যকর হয় না (অর্থাৎ দুধপান জনিত কারণে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয় না)।

– সহীহ্, ইবনু মাজাহ (১৯৪৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যরা আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে, কোন শিশু দুই বছরের কম বয়সে দুধ পান করলেই বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে। কিন্তু দুই বছরের পর দুধ পান করলে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে না।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সধবা মহিলাকে দাসত্বমুক্ত করা হলে

١١٥٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا؛ لَمْ يُخَيِّرْهَا.

صحيح : "الإرواء" (١٨٧٣)، "صحيح أبي داود" (١٩٣٥) م-

لكن قوله : "لو كان" مدرج من قول عروة. ول(خ) منه الجملة الأولى.

১১৫৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী একজন ক্রীতদাস ছিল। বারীরাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীনতা দান করলেন (দাসত্ব হতে মুক্তির পর বিয়ের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার বা ছিন্ন করার)। বারীরা নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগ করেন (বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করেন)। যদি সে লোকটি (স্বামী) স্বাধীন হতো তাহলে তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও তাকে (বারীরাকে) এ স্বাধীনতা প্রদান করতেন না।

– সহীহ, ইরওয়া (১৮৭৩), সহীহ, আবূ দাউদ (১৯৩৫), স্বামী যদি স্বাধীন হতো ব্যাক্যাংশটি উরওয়ার নিজস্ব। হাদীসের প্রথম অংশটি বুখারীতেও আছে।

١١٥٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

– شاذ : بلفظ :حرا" والمحفوظ : "عبدا" "ابن ماجة" (٢٠٧٤).

১১৫৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল স্বাধীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাকে) ইখতিয়ার প্রদান করলেন।

– বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিল এই শব্দে হাদীসটি শাজ। দাসছিল এই বর্ণনাটি সংরক্ষিত। ইবনু মাজাহ (২০৭৪)

আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। হিশাম ইবনু উরওয়া তার পিতার সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, বারীরার স্বামী দাস ছিল। ইক্‌রিমা বর্ণনা করেছেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি বারীরার স্বামীকে দেখেছি, সে ছিল গোলাম, তাকে মুগীস নামে ডাকা হত। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও একইরকম বর্ণিত হয়েছে।

একদল আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তারা বলেন, কোন বাঁদী কোন আযাদ ব্যক্তির বিবাহধীন থাকলে এই অবস্থায় তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিলে সে (স্ত্রী) বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার ইখতিয়ার

পাবে না। হ্যাঁ তার স্বামী যদি গোলাম হয় এবং সে (স্ত্রী) দাসত্বমুক্ত হয় তবে সে ইখতিয়ার পাবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মত এটাই।

একাধিক রাবী আমাশ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন, আইশা (রাঃ) বলেন, "বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় বারীরাকে (বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার) ইখতিয়ার দেন।" আসওয়াদও বলেছেন, বারীরার স্বামী আযাদ ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের মত এটাই।

١١٥٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَاللّٰهِ لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا؛ وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ؛ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ.

– صحيح : ق.

১১৫৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বারীরাকে গোলাম হতে মুক্তি দেয়ার সময় তার কৃষ্ণাঙ্গ স্বামী মুগীরা গোত্রের গোলাম ছিল। আল্লাহ্র শপথ! আমি যেন মাদীনার রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে তাকে (মুগসিকে) বেড়াতে দেখছি আর তার চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সে যেন তাকে ফিরিয়ে না দেয় সেই উদ্দেশ্যে বারীরাকে সম্মত করাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারীরা তা করেনি।

– সহীহ, বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। সাঈদের পিতার নাম মাহ্রান এবং তার উপনাম আবুন নাযর।

٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ বাচ্চার মালিক বিছানা

١١٥٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

– صحيح : ق.

১১৫৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিছানার মালিকই বাচ্চার মালিক এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

– সহীহ, বুখারী, মুসলিম

উমার, উসমান, আইশা, আবূ উমামা, আমর ইবনু খারিজা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, বারাআ ইবনু আযিব এবং যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ আমল করেছেন। উপরোক্ত হাদীসটি যুহরী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আবূ সালামা হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَىٰ الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের ভাল লাগলে

١١٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللّٰهِ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَبَ، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ

وَخَرَجَ، وقَالَ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقبلت؛ أَقْبَلَتْ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أحدكم امْرَأَةً فأعْجبته؛ فليأتِ أهله؛ فَإِنَّ معها مِثْلَ الَّذِيْ مَعَهَا".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٣٥).

১১৫৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি মহিলাকে দেখার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইনাব (রাঃ)-এর ঘরে যান এবং নিজের চাহিদা পূর্ণ করেন (সহবাস করেন)। তারপর বাইরে এসে বলেনঃ কোন মহিলা যখন আগমন করে সে শাইতানের বেশে আগমন করে। অতএব, কোন মহিলাকে দেখার পর তোমাদের কোন লোকের যদি তাকে ভাল লাগে তবে সে যেন নিজ স্ত্রীর নিকট যায়। কেননা, ঐ মহিলার যা আছে তার (স্ত্রীর)-ও তা আছে।

– সহীহ, সহীহা (২৩৫)

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈর পিতার নাম সানবার।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

١١٥٩. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ؛ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (١٨٥٣).

১১৫৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যদি কাউকে অন্য কোন লোকের

প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।

– হাসান সহীহ, ইবনু মাজাহ (১৮৫৩)

মুআয ইবনু জাবাল, সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম, আইশা, ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা, তাল্‌ক ইবনু আলী, উম্মু সালামা, আনাস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাসান গারীব।

١١٦٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيْهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ؛ فَلْتَأْتِهِ؛ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ".

– صحيح : "المشكاة" (٣٢٥٧)، "الصحيحة" (١٢٠٢).

১১৬০। তলক ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার নিকট আসে, এমনকি সে চুলার উপর রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।

– সহীহ, মিশকাত (৩২৫৭), সহীহা (১২০২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার

١١٦٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا؛ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا".

– حسن صحيح : "الصحيحة" (٢٨٤).

১১৬২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।

– হাসান সহীহ, সহীহা (২৮৪)

আইশা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١١٦٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ -فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً-، فَقَالَ : "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ؛ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ؛ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ؛ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ؛ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ : فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا

يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ".

– حسن : "ابن ماجه" (١٨٥١).

১১৬৩। সুলাইমান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াস (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, বিদায় হাজ্জের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং ওয়াজ-নাসীহাত করলেন। এ হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ নাও। তোমাদের নিকট তারা বন্দীর মত। তাছাড়া তোমাদের আর কোন অধিকার নেই তাদের উপর, কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয় (তবে ভিন্ন কথা)। তারা যদি তাই করে তাহলে তাদের বিছানাকে আলাদা করে দাও এবং সামান্য প্রহার কর, মারাত্মক প্রহার নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদেরকে নির্যাতনের অজুহাত খুঁজতে যেও না। জেনে রাখ! তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার আছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি ঠিক সেরকমই অধিকার আছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যেসব লোককে তোমরা মন্দ বলে জান তাদেরকে যেন অন্দর মহলে ঢুকার অনুমতি না দেয়। জেনে রাখ! তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। "আওয়ানুন ইনদাকুম" অর্থাৎ 'তোমাদের নিকট বন্দী'।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ গুহ্যদ্বারে সংগম করা নিষেধ

١١٦٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ

الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ".

– حسن : "المشكاة" (٣١٩٥).

১১৬৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সংগম করে (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

– হাসান, মিশকাত (৩১৯৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। ওয়াকীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ আত্মমর্যাদাবোধ প্রসঙ্গে

١١٦٨. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ : أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ".

– صحيح : ق.

১১৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার গাইরাত (সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোধ) আছে এবং মু'মিনেরও

গাইরাত আছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের জন্য যা হারাম করে দিয়েছেন, সে তাতে লিপ্ত হলে আল্লাহ্ তা'আলার গাইরাতে আঘাত লাগে।

– সহীহঃ বুখারী, মুসলিম

আইশা ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতেও অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে এবং এ সূত্রটিও সহীহ্। আল হাজ্জাজ আস্-সাওয়াফের পিতার নাম মইসারাহ, ডাক নাম আবূ উসমান আর হাজ্জাজের ডাক নাম আবূস সাল্‌ত, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ একজন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ মহিলাদের একাকী সফর করা মাকরূহ্

١١٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا؛ إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا، أَوْ أَخُوْهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٩٨) م،خ.

১১৬৯। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ও আখিরাতের উপর যে সকল মহিলা ঈমান রাখে, তার সাথে তার পিতা অথবা তার ভাই অথবা তার স্বামী অথবা তার ছেলে অথবা তার কোন মাহ্‌রাম আত্মীয় না থাকলে সে সকল মহিলার জন্য তিন দিন বা তার বেশি সময় (একাকী) সফর করা বৈধ নয়।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২৮৯৮), বুখারী, মুসলিম

আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "কোন মহিলা যেন এক দিন ও এক রাতের পথও অতিক্রম না করে তার সাথে কোন মাহ্রাম আত্মীয় না নিয়ে (একাকী)"।

এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। কোন মাহরাম আত্মীয় ব্যতীত কোন মহিলার একাকী ভ্রমণকে তারা মাকরূহ্ বলেছেন। কোন মহিলার ধন-সম্পদ আছে কিন্তু কোন মাহরাম আত্মীয় নেই, সে মহিলা এরকম পরিস্থিতিতে হাজ্জের সফরে বের হতে পারবে কি-না এই বিষয়ে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল আলিম বলেন, হাজ্জ আদায় করা সে মহিলার জন্য ফরজ নয়। কেননা, রাস্তা অতিক্রমের যোগ্যতা থাকার শর্তের মধ্যে মাহরাম আত্মীয় সাথে থাকার শর্ত অন্তর্ভুক্ত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "এই ঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত যে লোকের সামর্থ্য আছে"। অতএব, তারা বলেন, যখন তার কোন মাহরাম আত্মীয় নেই তখন এই ঘর (কা'বা) পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্যও তার নেই। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের। আর একদল আলিম বলেছেন, যাতায়াতের রাস্তা যদি বিপদ মুক্ত হয় তবে সে ভিন্ন লোকের সাথে হাজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে যেতে পারে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক ও শাফিঈ।

١١٧٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٩٩) ق.

১১৭০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মাহরাম আত্মীয় ব্যতীত একাকী যেন কোন মহিলা এক দিন ও এক রাতের দূরত্বও অতিক্রম না করে।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২৮৯৯), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ

অনুচ্ছেদঃ ১৬॥ যার স্বামী অনুপস্থিত তার সাথে দেখা করা নিষেধ

١١٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ : "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

– صحيح : "غاية المرام" (١٨١) ق.

১১৭১। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! মহিলাদের সাথে তোমরা কেউ অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না। আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ সে তো মৃত্যু (সমতুল্য)।

– সহীহ, গায়াতুল মারাম (১৮১), বুখারী, মুসলিম

উমার, জাবির ও আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। অবাধে স্ত্রীলোকদের সাথে মেলা-মেশার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একইরকম হাদীস আরও আছে। তিনি বলেনঃ 'একজন স্ত্রীলোকের সাথে একজন পুরুষ একাকী থাকলে তাদের মধ্যে শাইতান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে

যোগ দেয়"। "হাম্উ" অর্থ হচ্ছে 'স্বামীর ভাই'। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাবীর সাথে দেবরকেও একাকী থাকতে নিষেধ করেছেন।

١٧) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (শাইতান প্রবাহিত রক্তের ন্যায় বিচরণ করে)

١١٧٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ"، قُلْنَا : وَمِنْكَ؟!! قَالَ : "وَمِنِّي؛ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُ".

صحيح : الطرف الأول يشهد له ما قبله وسائره في "الصحيح"، "صحيح أبي داود" (١١٣٣ - ٢١٣٤)، "تخريج فقه السيرة" (٦٥).

১১৭২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, সে সকল মহিলাদের নিকট তোমরা যেও না। কেননা, তোমাদের সকলের মাঝেই শাইতান (প্রবাহিত) রক্তের ন্যায় বিচরণ করে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আমার মধ্যেও। কিন্তু আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ।

– সহীহ, এই হাদীসের প্রথম অংশকে পূর্বের হাদীস সমর্থন করে। পূর্ণ হাদীসটি সহীহতে আছে। সহীহ, আবূ দাউদ (১১৩৩-২১৩৪), তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ (৬৫)।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব বলেছেন। মুজালিদ ইবনু সাঈদের স্মরণশক্তি সম্পর্কে একদল মুহাদ্দিস সমালোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ"-এর ব্যাখ্যায়

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, তার নিকট হতে আমি নিরাপদে থাকি বা আত্মরক্ষা করতে পারি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করেন। সুফিয়ান আরো বলেন, কেননা, শাইতান কখনও অনুগত হয় না বা ইসলাম গ্রহণ করে না। যে সকল মহিলাদের স্বামী তাদের নিকট উপস্থিত নেই এমন স্ত্রীলোকদেরকেই 'মুগীবাত' বলে। 'মুগীবাহ' শব্দের বহুবচন 'মুগীবাত'।

١٨) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (শাইতান মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করে)

١١٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ".

– صحيح : "المشكاة" (٣١٠٩)، "الإرواء" (٢٧٣)، "التعليق على ابن خزيمة" (١٦٨٥).

১১৭৩। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহিলারা হচ্ছে আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। সে বাইরে বের হলে শাইতান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

– সহীহ, মিশকাত (৩১০৯), ইরওয়া (২৭৩), তা'লীক আলা ইবনি খুযাইমা (১৬৮৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١٩) بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (স্বামীকে কষ্ট দেয়া নিষেধ)

١١٧٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا؛ إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِينِ : لاَ تُؤْذِيهِ؛ قَاتَلَكِ اللّٰهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ؛ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٤١).

১১৭৪। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পৃথিবীতে কোন স্ত্রীলোক যখনই তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখনই (জান্নাতের) বিস্তৃত চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্যে তার (ভাবী) স্ত্রী বলে, হে অভাগিনী! তাকে কষ্ট দিও না। তোমাকে আল্লাহ তা'আলা যেন ধ্বংস করে দেন! তোমার নিকট তো তিনি কিছু সময়ের মেহমান মাত্র। শীঘ্রই তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আমাদের নিকট চলে আসবেন।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৪১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা এটি জেনেছি। ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশের সিরিয়ার মুহাদ্দিসগণ হতে বর্ণিত হাদীসগুলো অনেক বেশি সহীহ্, কিন্তু হিজায ও ইরাকের মুহাদ্দিসদের নিকট হতে তার বর্ণনার মধ্যে অনেক প্রত্যাখ্যাত রিওয়ায়াত আছে।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١١ - كِتَابُ الطَّلاَقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১১ ঃ তালাক ও লিআন

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَلاَقِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ তালাকের সুন্নাত পদ্ধতি

١١٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ : قُلْتُ : فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ : فَمَهْ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٢٢) ق.

১১৭৫। ইউনুস ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, এক লোক তার স্ত্রীকে হায়িয থাকাবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনু উমারকে চেন? সে তার স্ত্রীকে হায়িয থাকাবস্থায় তালাক দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উমার (রাঃ) (এর বিধান প্রসঙ্গে) প্রশ্ন করেন। তিনি তাকে নিজ স্ত্রীকে ফেরত নিতে হুকুম দিলেন। বর্ণনাকারী উমার (রাঃ) বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) প্রশ্ন করলাম, এ তালাকও কি গণনা করা হবে? তিনি

বললেনঃ কেন হবে না! তুমি কি মনে কর, যদি কোন লোক অপারগ হয় বা আহম্মকি করে (তাতে কি তালাক কার্যকর হবে না)।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০২২), বুখারী, মুসলিম

١١٧٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ -مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ-، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَقَالَ : "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْحَامِلاً".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٢٣) م.

১১৭৬। সালিম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) তার স্ত্রীকে হায়িয থাকা অবস্থায় তালাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমার (রাঃ) এর বিধান জানতে চাইলেন। তিনি বললেনঃ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরত নেওয়ার হুকুম দাও। অতঃপর সে যেন তাকে তুহরে (পবিত্র অবস্থা চলাকালে) অথবা গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০২৩), মুসলিম

ইবনু উমারের সূত্রে ইউনুস ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনু উমার হতে সালিম (রাহঃ) বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। তালাকের সুন্নাত (আইনানুগ) পদ্ধতি প্রসঙ্গে তাদের মত হলঃ যে তুহরে সঙ্গম করা হয়নি সেই তুহরে তালাক দেওয়া। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, তুহর অবস্থায় তিন তালাক দিলে তাও সুন্নাত নিয়মে হয়ে যাবে। এই মত ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের। আর একদল আলিম বলেছেন, সুন্নাত পদ্ধতি মুতাবেক তালাক হবে এক তালাক দেওয়া হলে কিন্তু একসাথে তিন তালাক দেওয়া হলে তা হবে না। এই মত সুফিয়ান

সাওরী ও ইসহাকের। গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসঙ্গে তাদের মত হল, যে কোন সময়ই তাকে তালাক দেয়া যায়। এই মত শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের। অন্য এক দল আলিম বলেছেন, প্রতি মাসে এক তালাক করে দিবে (তিন তালাক একসাথে দিবে না)।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ স্বাধীনতা প্রদান প্রসঙ্গে

١١٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ؛ أَفَكَانَ طَلاَقًا؟!

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٥٢).

১১৭৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা বা না থাকার) স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে গ্রহণ করলাম। এতে কি তালাক হল?

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৫২)

একইরকম হাদীস আইশা (রাঃ) হতে মাস্‌রুকের বরাতে আবূয্ যুহা হতে বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। স্ত্রীকে যদি তার স্বামী তার সাথে থাকা বা না থাকার স্বাধীনতা দেয় তবে এর ফলাফল কি হবে সে বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। উমার ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, স্ত্রী নিজের প্রতি (স্বামী হতে পৃথক হওয়ার) ইখতিয়ার প্রয়োগ করলে তবে তাতে এক বাইন তালাক হবে। তাদের আরো একটি মত উল্লেখ আছে যে, তাতে এক রিজঈ তালাক হবে। আর যদি স্বামীর সাথে থাকাকেই স্ত্রী ইখতিয়ার করে তবে কোন তালাক হবে না। আলী (রাঃ) বলেছেন, সে নিজেকে বেছে নিলে এক বাইন তালাক হবে এবং স্বামীকে বেছে নিলে

এক রিজঈ তালাক হবে। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) বলেন, তিন তালাক হবে যদি সে নিজেকে ইখতিয়ার করে এবং এক তালাক হবে যদি সে স্বামীকে ইখতিয়ার করে। উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর মতকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ ফিকহ্‌বিদ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ গ্রহণ করেছেন। এই মত গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণও। কিন্তু আলী (রাঃ)-এর মতকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহঃ) গ্রহণ করেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দাত চলাকালে বাসস্থান ও ভরণ-পোষণ পাবে না

١١٨٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ".

قَالَ مُغِيرَةُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ؛ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ؛ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ؟! وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ - أَيْضًا - عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا؟ فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ

يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً، وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ، قَالَتْ : وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٣٥، ٢٠٣٦).

১১৮০। শাবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কাইসের মেয়ে ফাতিমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেনঃ তুমি বাসস্থান এবং ভরণ-পোষণ কোনটাই পাবে না। মুগীরা (রাহঃ) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে একজন মহিলার কথায় ছেড়ে দিতে পারি না। সে স্মরণ রেখেছে না ভুলে গেছে তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তিনি তালাকপ্রাপ্তার জন্য উমার (রাঃ) বাসস্থান ও খরচ-পাতির ব্যবস্থা করেছেন।

শাবী (রাহঃ) হতে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কাইসের মেয়ে ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট এলাম এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফায়সালা দিয়েছেন তাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, তাকে তার স্বামী শেষ তালাক দিলে তিনি বাসস্থান ও খরচ-পাতির জন্য তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান ও খরচ-পাতির ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত দেননি। দাউদের বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি (ফাতিমা) বলেন, উম্মু মাকতূমের ছেলের ঘরে আমাকে ইদ্দাত পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৩৫, ২০৩৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাসান বাসরী, আতা ইবনু আবূ রাবাহ ও শাবীর মতে তালাকপ্রাপ্তাকে স্বামীর জন্য আবার তার বিয়ের বন্ধনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ না থাকলে সে (স্ত্রী) ইদ্দাতকালের জন্য বাসস্থান ও খরচ-পাতি পাবে না। ইমাম আহমাদ ও

ইসহাকও একথা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী, যেমন উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, ইদ্দাত কালের জন্য তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বাসস্থান ও খরচ-পাতি পাবে। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী ফাকীহ্গণ। ইমাম মালিক, লাইস ইবনু সা'দ ও শাফিঈ আরো বলেছেন, সে বাসস্থান পেলেও খরচ-পাতি পাবে না। শাফিঈ আরো বলেন, আমরা তার বাসস্থান পাওয়ার কথাটি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ীই বলেছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "তোমরা (ইদ্দাতকালে) তাদের বাসস্থান হতে তাদেরকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়। তবে তারা সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়লে তবে ভিন্ন কথা"

(সূরা ঃ তালাক– ১)।

আলিমগণ বলেন, এখানে পুরুষের পরিবার-পরিজনের সাথে অসভ্য আচরণ করাকেই 'অশ্লীলতা' বলে বুঝানো হয়েছে। তারা ফাতিমাকে বাসস্থান ও খরচ-পাতির ব্যবস্থা না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার স্বামীর সাথে অসদাচরণ করেছিলেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, এ ধরণের তালাকপ্রাপ্তা মহিলার খরচ-পাতির ব্যবস্থা করাটা স্বামীর উপর বাধ্যতামূলক নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে ফাতিমা বিনতি কাইস সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস।

٦) بَابُ مَا جَاءَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ বিয়ের আগেই তালাক দেয়া প্রকৃতপক্ষে কোন তালাক নয়

١١٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٤٧).

১১৮১। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম সন্তান যে সকল জিনিসের মালিক নন সে সকল জিনিসের মানত জায়িয নয়, সে যার মালিক নয় তাকে সে মুক্তি দিতে পারে না এবং তার সাথে যার বিয়ে হয়নি তাকে সে তালাকও দিতে পারে না।

– হাসান সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৪৭)

আলী, মুআয ইবনু জাবাল, জাবির, ইবনু আব্বাস ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ অনুচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি হাদীস বর্ণিত আছে সেগুলোর মধ্যে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী মত দিয়েছেন। এই মত দিয়েছেন আলী ইবনু আবূ তালিব, ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান বাসরী, সাঈদ ইবনু জুবাইর, আলী ইবনু হুসাইন, শুরাইহ, জাবির ইবনু যাইদ প্রমুখ একাধিক ফিকহ্‌বিদ সাহাবী ও তাবিঈও। ইমাম শাফিঈ একইরকম কথা বলেছেন।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, কোন এলাকার কোন নির্দিষ্ট মহিলাকে বিয়ে করার কথা উল্লেখ করে তালাক দিলে সে তালাক কার্যকর হবে (কেউ যদি বলে, আমি অমুক বংশ বা অমুক এলাকার অমুক মেয়ে বিবাহ করলে সে তালাক, এ ক্ষেত্রে বিয়ে বিধিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে)। শাবী, ইবরাহীম নাখঈ ও অপরাপর আলিম বলেন, তালাক অবতীর্ণ হবে যদি সময় নির্দিষ্ট করে বলা হয়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও মালিক ইবনু আনাসও। তারা বলেন, সঠিকভাবে কোন মহিলার নাম, অথবা সঠিক সময় নির্ণয় করে, অথবা কোন শহরের নাম স্পষ্টভাবে বলা হলে, যেমন আমি অমুক শহরের অমুক মেয়ে বিয়ে করলে (সে তালাক), এসব অবস্থায় তালাক কার্য্যকর হবে।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাক (রাঃ) কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন লোক যদি এরূপ করে তবে আমি বলি না যে, তার

জন্য ঐ মহিলাটি হারাম হবে। আহমাদ (রাহঃ) বলেন, সে যদি বিয়ে করে তবে আমি তাকে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করার হুকুম দেই না। ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী ইসহাক (রাহঃ) নির্দিষ্ট নারীর ক্ষেত্রে তালাক সংঘটিত হওয়ার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ বিয়েকে জায়িয মনে করেন। তিনি বলেন, যদি ঐ মহিলাকে শপথ করার পরও সে লোক বিয়ে করে তবে আমি একথা বলি না যে, তার জন্য ঐ মহিলাটি হারাম হবে। আর ইসহাক (রাহঃ)-এর মত অনির্দিষ্ট নারীর ক্ষেত্রে আরও উন্মুক্ত। এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারাককে প্রশ্ন করা হল যে, সে শপথ করে বলেছে যে, সে বিয়ে করবে না, করলে তালাক হয়ে যাবে। পরে দেখা গেল যে, সে বিয়ে করতে চাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে বিয়ের সুযোগ আছে বলে যেসব ফিকহ্‌বিদ মত দিয়েছেন, তাদের মতের অবলম্বনে এই লোক কি বিয়ে করতে পারবে? এর উত্তরে ইবনুল মুবারাক বললেন, যদি এসব ফিকহ্‌বিদের মতের প্রতি সে লোক এই সমস্যায় জড়িত হওয়ার পূর্বে আস্থাবান হয়ে থাকে তাহলে সে লোকের তাদের মত গ্রহণের সুযোগ আছে। কিন্তু পূর্ব হতেই যে লোক তাদের এ মত পছন্দ করেনি এবং সে যখন পরবর্তীতে এ সমস্যায় জড়িয়ে পড়লো তখন তাদের মত গ্রহণ করতে চায়, তাদের মত গ্রহণের সুযোগ তার আছে বলে আমি মনে করি না।

٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ স্ত্রীকে মনে মনে তালাক দেয়ার ধারণা করলে

١١٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "تَجَاوَزَ اللّٰهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا؛ مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٤٠) ق.

১১৮৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে পর্যন্ত আমার

উম্মাত কোন মনের কথা প্রকাশ না করে অথবা সে অনুযায়ী কাজ না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তা উপেক্ষা করেন (ক্ষমা করেন)।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৪০), বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মত দিয়েছেন। কোন লোক তার মনে মনে তালাকের কথা ভাবলে তা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلاَقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ প্রকৃতপক্ষে অথবা ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দেওয়া

١١٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٣٩).

১১৮৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে বললেও এবং ঠাট্টাচ্ছলে বললেও যথার্থ বলে বিবেচিত হবেঃ বিয়ে, তালাক ও রাজআত (তালাক প্রত্যাহার)।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৩৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মত দিয়েছেন। আবদুর রামানের পিতা হাবীব এবং দাদা আরদাক আল-মাদানী। আমার মতে ইবনু মাহাক অর্থাৎ মাহাকের ছেলের নাম ইউসুফ।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ খোলার বর্ণনা

١١٨٥/١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ -وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ-، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ.

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ -أَوْأُمِرَتْ- أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٥٨).

১১৮৫/১। মুআওবিয ইবনু আফরার মেয়ে রুবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি 'খোলা' (তালাক) করান। তাকে এক হায়িযকাল সময় ইদ্দাতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন অথবা নির্দেশ দেওয়া হয়।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৫৮)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, রুবাই বিনতু মুআওবিয (রাঃ)-এর হাদীসে 'তাকে এক হায়িযকাল সময় ইদ্দাত পালনের নির্দেশই' সহীহ।

١١٨٥/٢- أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ : أَنْبَأَنَا عَلِيُّ ابْنُ بَحْرٍ : أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

- صحيح : انظر ماقبله.

১১৮৫/২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাবিত ইবনু কাইস (রাঃ)-এর স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে খোলা (তালাক) নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক হায়িযকাল সময় ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন ।

– সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন এ হাদীসটি হাসান গারীব। আলিমদের মধ্যে খোলা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত পালনের মেয়াদ প্রসঙ্গে মত পার্থক্য আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার মত খোলা গ্রহণকারিণী মহিলাকেও ইদ্দাত পালন করতে হবে তিন হায়িযকাল সময়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসী আলিমগণ, আহমাদ ও ইসহাকের মতও তাই। অপর একদল সাহাবী ও বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, এক হায়িযকালই হচ্ছে খোলা গ্রহণকারিণীর ইদ্দাতের সময়। ইসহাক (রাহঃ) বলেন, কোন লোক এই মত গ্রহণ করলে সেটাই হবে শক্তিশালী মাযহাব।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ খোলা দাবিকারিণী নারী প্রসঙ্গে

١١٨٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ بْنِ عُلْبَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "الْمُخْتَلِعَاتُ: هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".

– صحيح : "الصحيحة" (٦٣٣)، "المشكاة" (٣٢٩٠) التحقيق الثاني.

১১৮৬। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ খোলা তালাক দাবিকারিণী নারীরা মুনাফিক।

– সহীহ, সহীহা (৬৩৩), মিশকাত তাহকীক ছানী (৩২৯০)

এ হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদসূত্রে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। এর সনদ খুবএকটা মজবুত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ "যে সকল নারী স্বামীর নিকট হতে কোন বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই খোলা তালাক গ্রহণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না"।

١١٨٧. أَنْبَأَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٥٥)

১১৮৭। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামীর নিকট হতে যেসব নারী কোন বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৫৫)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মারফূভাবে নয়।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ মহিলাদের সাথে উদার ব্যবহার

١١٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا؛ كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا؛ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ".

– صحيح : "التعليق الرغيب" (٣/٧٢-٧٣)م.، خ نحوه.

১১৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহিলারা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মত। তুমি যদি সেটাকে সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি ফেলে রাখ (সোজা করার চেষ্টা না কর) তবে তার বাঁকা অবস্থায়ই তুমি ফায়দা উঠাতে পারবে।

– সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৩/৭২-৭৩), মুসলিম, বুখারী অনুরূপ

আবূ যার, সামুরা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন এবং এর সনদসূত্র উত্তম।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ স্ত্রীকে পিতার নির্দেশে তালাক দেওয়া প্রসঙ্গে

١١٨٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَنبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَنبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ : "يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ! طَلِّقِ امْرَأَتَكَ".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٠٨٨).

১১৮৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার বিবাহিত এক স্ত্রী ছিল যাকে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু তাকে আমার পিতা পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন তাকে তালাক প্রদানের জন্য। কিন্তু আমি তা অস্বীকার করি। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আমি উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ হে উমারের– পুত্র আবদুল্লাহ! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও।

– হাসান, ইবনু মাজাহ (২০৮৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমরা এই হাদীসটির সাথে শুধুমাত্র ইবনু আবূ যিব-এর সূত্রেই পরিচিত হতে পেরেছি।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ কোন নারী যেন তার বোনের তালাক প্রার্থনা না করে

١١٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : "لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْفِئَ مَا فِيْ إِنَائِهَا".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (١٨٩١).

১১৯০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন নারী যেন বোনের পাত্র খালি করে নিজের পাত্র পূরণের জন্য তার তালাক প্রার্থনা না করে।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৮৯১)

উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ গর্ভবতী বিধবার ইদ্দাত সন্তান জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত

١١٩٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَّعِشْرِينَ -أَوْ خَمْسَةٍ وَّعِشْرِينَ - يَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ؛ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ : "إِنْ تَفْعَلْ؛ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٢٧).

১১৯৩। আবুস সানাবিল ইবনু বা'কাক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সুবাইআ (রাঃ) সন্তান প্রসব করেন তার স্বামী মারা যাবার তেইশ বা পঁচিশ দিন পর। তিনি নিফাস হতে পবিত্র হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কেউ কেউ সেটাকে খারাপ বলে মনে করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেনঃ সে ইচ্ছা করলে এটা করতে পারে, কেননা, তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেছে।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০২৭)

এ হাদীসটি আরো একটি সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবুস সানাবিল (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে মাশহূর ও গারীব। আবুস সানা বিলের নিকট হতে আল-আসওয়াদ হাদীস শুনেছেন কি-না তা আমাদের জানা নেই। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, আবুস সানাবিল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরও বেঁচে ছিলেন কি-না তা আমাদের জানা নেই।

এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মত দিয়েছেন যে, যদি কোন গর্ভবতী মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে তার সন্তান জন্মের সাথে সাথে তার বিয়ে করা হালাল (জায়িয), যদিও তার ইদ্দাত (চার মাস দশদিন) পূর্ণ না হয়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। অপর একদল সাহাবী ও অন্যদের মতে "দুই মেয়াদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর মেয়াদ" হবে তার ইদ্দাতকাল। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অনেক বেশি সহীহ্।

١١٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ : بَلْ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ، وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِيْ -يَعْنِيْ : أَبَا سَلَمَةَ-، فَأَرْسَلُوْا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ-؟ فَقَالَتْ : قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

– صحيح : "الإرواء" (٢١١٣)، "صحيح أبي داود" (١١٩٢) ق.

১১৯৪। সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, গর্ভবতী বিধবা স্ত্রীলোকের ইদ্দাত প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস ও আবূ সালামা ইবনু আবদুর রাহমান (রাঃ) আলোচনা করলেন, যে স্বামীর মৃত্যুর পরপর সে সন্তান প্রসব করে (তার ইদ্দাত কখন পূর্ণ হবে)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, দুই মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদই হবে তার ইদ্দাতকাল। আবূ সালামা (রাঃ) বললেন, সন্তান জন্মের সাথে সাথে তার বিয়ে করা বৈধ হবে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি আমার ভাইয়ের

ছেলে আবূ সালামার সাথে একমত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রাঃ)-এর নিকট বিষয়টি সমাধানের জন্য (লোক) পাঠান। তিনি বললেন, সুবাইয়া আসলামিয়া তার স্বামী মারা যাবার অল্পদিন পরই সন্তান প্রসব করে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফাতওয়া জানতে চাইলে তিনি তাকে বিয়ের অনুমতি দেন।

– সহীহ, ইরওয়া (২১১৩), সহীহ আবূ দাঊদ (১১৯৬),

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ যে নারীর স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দাত

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى : أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ الثَّلَاثَةِ:

١١٩٥. قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٍ -أَوْ غَيْرِه، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

– صحيح : "الإرواء" (٢١١٤)، "صحيح أبي داود" (١٩٩٠ – ١٩٩١) ق.

আবূ সালামা (রাঃ)-এর মেয়ে যাইনাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি অধস্তন বর্ণনাকারী হুমাইদ ইবনু নাফিকে নিম্নোক্ত তিনটি হাদীস প্রসঙ্গে জানিয়েছেন।

১১৯৫। তিনি (যাইনাব) বলেছেনঃ (এক) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর পিতা আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর আমি তার নিকট গেলাম। তিনি কস্তুরি মিশ্রিত হলুদ বর্ণের খালূক নামক সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন। তিনি একটি বালিকার গায়ে তা মাখালেন, তারপর তা নিজের উভয় গালে লাগালেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার সুগন্ধি মাখার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি তা শুধুমাত্র এজন্যই মাখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত দিবসের উপর যে মহিলা ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা জায়িয নয়। শুধুমাত্র স্বামীর জন্য শোক পালন হবে চার মাস দশ দিন।

সহীহ, ইরওয়া (২১১৪), সহীহ আবূ দাউদ (১৯৯০, ১৯৯১), বুখারী, মুসলিম

١١٩٦. قَالَتْ زَيْنَبُ : فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ؛ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا لِيْ فِي الطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ؛ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

– صحيح : المصدر نفسه.

১১৯৬। (দুই) যাইনাব (রাহঃ) বলেন, জাহ্শের মেয়ে যাইনাব (রাঃ)-এর ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমি তার নিকট গেলাম। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার সুগন্ধি মাখার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর যে মহিলা ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা জায়িয নয়। শুধু স্বামীর জন্য শোক পালন হচ্ছে চার মাস দশ দিন।

– সহীহ, প্রাগুক্ত

١١٩٧. قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا؛ أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ"، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ : "لاَ"، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّمَا هِيَ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا}، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ".

– صحيح : المصدر نفسه.

১১৯৭। (তিন), যাইনাব (রাহঃ) বলেন, আমি আমার মা উম্মু সালামা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। ইদানীং তার দুই চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে। আমরা তার চোখে সুরমা লাগাতে পারব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না। মহিলাটি দুই কি তিনবার এই প্রশ্ন করল এবং প্রতি বারেই তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ না। তারপর তিনি বললেনঃ এটা তো মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার। জাহিলী যুগে তোমাদের কোন মহিলাকে এক বছর পর্যন্ত শোক পালন শেষে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে ইদ্দাতকে সমাপ্ত করতে হত।

– সহীহ, প্রাগুক্ত

মালিক ইবনু সিনানের কন্যা এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর বোন ফুরাইআ ও উমার (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা (রাঃ) হতেও

এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, যাইনাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যান্য আলিম মত দিয়েছেন। তাদের মতে যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে সে মহিলা ইদ্দাতের সময় সুগন্ধি ও সাজসজ্জা বর্জন করবে। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে যিহারকারী সহবাস করলে

١١٩٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؛ قَالَ : "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ".

– صحيح : المصدر نفسه.

১১৯৮। সালামা ইবনু সাখর আল-বায়াযী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যিহার করার পর কাফফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তি প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমতাবস্থায় তার একটি মাত্র কাফ্ফারাই হবে।

– সহীহ, প্রাগুক্ত

আবূ ঈসা বলেন এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম মত দিয়েছেন। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (একই কাফ্ফারা হবে)। অপর কিছু আলিম বলেন, যিহার করার কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করলে দু'টি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। এই মত দিয়েছেন আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দীও।

١١٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ؟ فَقَالَ : "وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ -يَرْحَمُكَ اللّٰهُ-؟!"، قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، قَالَ : "فَلَا تَقْرَبْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللّٰهُ بِهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٦٥).

১১৯৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক যিহারের পর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। তারপর সে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার স্ত্রীর সাথে আমি যিহার করেছি এবং কাফফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমায় রাহাম করুন! তোমাকে কোন্ জিনিস এ কাজে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের অলংকার দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যা হুকুম করেছেন তা পালনের পূর্বে আর তার ধারে-কাছেও যেও না।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৬৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ যিহারের কাফফারা

١٢٠٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ : أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ : أَنْبَأَنَا

أَبُوْ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ : أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ -أَحَدَ بَنِيْ بَيَاضَةَ- جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ؛ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً، فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَعْتِقْ رَقَبَةً"، قَالَ : لَا أَجِدُهَا، قَالَ : "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ : لَا أَسْتَطِيْعُ، قَالَ : "أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا"، قَالَ : لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو : "أَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ". -وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا-؛ إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٦٢).

১২০০। আবূ সালামা ও মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রাহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বায়াযা গোত্রের সালমান ইবনু সাখর আনসারী তার স্ত্রীকে রামাযান মাসের জন্য তার মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করল (যিহার করল)। এই মাসের অর্ধেক গত হওয়ার পর এক রাতে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ একটি গোলাম আযাদ কর। সে বলল, এটা করার সামর্থ্য আমার নেই। তিনি বললেনঃ একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বলল, আমার সামর্থ্য নেই এটা করার। তিনি বললেনঃ ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও। সে বলল, এটা করারও আমার সামর্থ্য নেই। তখন ফারওয়া ইবনু আমর (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে এই খেজুরের ঝুড়িটা দাও যাতে ষাটজন মিসকীনকে সে খাওয়াতে পারে। আরাক এমন বড় ঝুড়িকে বলা হয় যাহাতে ১৫ অথবা ১৬ সা’ খেজুর ধরে।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৬২)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীস অনুযায়ী যিহারের কাফ্ফারা নির্ধারণের ব্যাপারে আলিমগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সালামানকে সালামা আল-বায়াযীও বলা হয়।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ লিআনের বর্ণনা

١٢٠٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِيْ إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِيْ إِلَىٰ مَنْزِلِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيْلَ لِيْ : إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلاَمِيْ، فَقَالَ : ابْنُ جُبَيْرٍ؟ ادْخُلْ مَا جَاءَ بِكَ إِلاَّ حَاجَةٌ، قَالَ : فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ! الْمُتَلاَعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ! نَعَمْ؛ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَىٰ امْرَأَتَهُ عَلَىٰ فَاحِشَةٍ؛ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ؛ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ؛ سَكَتَ عَلَىٰ أَمْرٍ عَظِيْمٍ؟! قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ؛ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْآيَاتِ الَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ النُّوْرِ : {وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ} حَتَّىٰ خَتَمَ الْآيَاتِ، فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلاَ

الْآيَاتِ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ مَا صَدَقَ، قَالَ : فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ : فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ : أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ : إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ : أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

– صحيح : "صحيح أبي داود: (١٩٥٥) م.

১২০২। সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুসআব ইবনু যুবাইরের শাসনামলে এক জোড়া লিআনকারী (দম্পতি) প্রসঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করা হলঃ তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে কি-না। আমি এই প্রসঙ্গে কি বলব তা সঠিক অনুমান করতে পারলাম না। আমি আমার ঘর হতে বেরিয়ে সোজা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর ঘরের দরজার সামনে এলাম এবং তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। আমাকে বলা হল, তিনি দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি ভিতর হতে আমার কথা শুনে বললেন, ইবনু জুবাইর? ভিতরে প্রবেশ কর। নিশ্চয়ই কোন জরুরী বিষয় নিয়ে তুমি এসেছ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ভিতরে গেলাম। তিনি তার বাহনের হাওদার নিচের মোটা কাপড় বিছিয়ে তার উপর শুয়ে ছিলেন। আমি বললাম, হে আবদুর রাহমানের পিতা! লিআনকারী দম্পতিকে কি একে অপর হতে আলাদা করতে হবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম অমুকের ছেলে অমুক প্রশ্ন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে

তাঁকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমাদের মাঝে কোন লোক তার স্ত্রীকে খারাপ কাজে (যিনায়) জড়িত দেখে তখন সে কি করবে, এ প্রসঙ্গে আপনি কি মত পোষণ করেন? যদি সে মুখ খুলে তবে একটা ভয়ানক কথা বলল, আর সে চুপ থাকলে তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুপ রইল।

বর্ণনাকারী (ইবনু উমার) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে নীরব রইলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। তিনি (ফিরে যাওয়ার পর) আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনাকে যে বিষয়ে ইতিপূর্বে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে আমি নিজেই জড়িয়ে পড়েছি। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ "নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে সকল লোক যিনার অভিযোগ তোলে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের আর কোন সাক্ষী থাকে না তবে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে চারবার আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলবে..... যদি সে সত্যবাদী হয়" (৬-১০)।

তিনি লোকটিকে ডেকে এনে তাকে এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনান, তাকে উপদেশ দিয়ে ভালোভাবে বুঝান। তিনি তাকে বললেনঃ দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি হতে অনেক হালকা। তিনি বললেন, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! তাকে আমি মিথ্যা অপবাদ দেইনি। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাকেও উপদেশ দিয়ে উত্তমভাবে বুঝালেনঃ দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি হতে খুবই হালকা। স্ত্রীলোকটি বলল, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! সে সত্য কথা বলেনি।

বর্ণনাকারী (ইবনু উমার) বলেন, তারপর প্রথমে পুরুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করালেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নাম সহকারে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি (অভিযোগের ব্যাপারে) সত্যবাদী। তিনি পঞ্চম বারে বললেন যে, তিনি (আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে) মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে লিআন করান। সে চারবার আল্লাহ্ তা'আলার

নাম উচ্চারণ সহকারে শপথ করে সাক্ষ্য দিল যে, তার বিরুদ্ধে উঠানো অভিযোগে সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী। সে পঞ্চম বারে বলল, সে (স্বামী) সত্যবাদী হলে তবে তার নিজের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। তারপর তাদের বিয়ে বন্ধন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিন্ন করে দিলেন।

– সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৯৫৫), মুসলিম

সাহল ইবনু সা'দ, ইবনু আব্বাস, হুযাইফা ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٢٠٣. أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ : أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : لاَعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأُمِّ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٦٩) ق.

১২০৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিআন করল। তাদের বিয়ে বন্ধনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৬৯), নাসাঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেন।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদঃ ২৩॥ স্বামী মৃত্যুর পর স্ত্রী কোথায় ইদ্দাত পালন করবে?

١٢٠٤. حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ : أَنْبَأَنَا مَعْنٌ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ

ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ -وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-، أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ؛ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً؟ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "نَعَمْ"، قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ -أَوْ فِي الْمَسْجِدِ-؛ نَادَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، -أَوْ أَمَرَ بِي- فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ : "كَيْفَ قُلْتِ؟"، قَالَتْ : فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَ : "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ؛ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذٰلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَىٰ بِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه (٢٠٣١).

১২০৪। যাইনাব বিনতু কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে মালিক ইবনু সিনান (রাঃ)-এর মেয়ে এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর বোন ফুরাইআ (রাঃ) জানিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন একটা প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে যে, ইদ্দাতের জন্য তার নিজের বংশ খুদরা গোত্রে যেতে পারেন কি-না। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক গোলামের খোঁজে গিয়েছিলেন। তিনি যখন পত্যাবর্তন করতেছিলেন তখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তারা সেখানে তাকে মেরে ফেলে। ফুরাইআ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার বাবার বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে আবেদন করলাম। কেননা, আমার জন্য আমার স্বামী তার নিজস্ব কোন ঘর রেখে যাননি, এমনকি ভরণ-পোষণের খরচপাতিও নয়। ফুরাইআ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাঁ বললেন। তিনি বলেন, তারপর আমি ফিরে চললাম। আমি শুধু (তাঁর) হুজরা অথবা মাসজিদের নিকটে পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবার ডাকলেন বা আমাকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। আমাকে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তুমি কি বলেছিলে? ফুরাইআ (রাঃ) বলেন, আমার স্বামী সম্পর্কে পূর্বে আমি যে ঘটনা বলেছিলাম তাঁর নিকট তা আবার বল্লাম। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার ঘরেই থাক ইদ্দাত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। ফুরাইআ (রাঃ) বলেন, আমি এখানে ইদ্দাত পালন করলাম চার মাস দশদিন। তিনি বলেন, তারপর উসমান (রাঃ) খালীফা হওয়ার পর তিনি আমার কাছে লোক পাঠিয়ে এ বিষয়টি জানতে চাইলেন। আমি এ প্রসঙ্গে তাকে জানালাম। তিনি এর অনুসরণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছেন।

– সহীহ, ইবনু মাজাহ (২০৩১)

এ হাদীসটি কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ মত দিয়েছেন। তাদের মতে, ইদ্দাতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালনকারী স্বামীর ঘর হতে যাবে না। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। রাসূলুল্লাহ সাল্ল ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে অপর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ বলেন, (মহিলা তার ইচ্ছামত যে কোন জায়গায় ইদ্দাত পালন করতে পারে। স্বামীর ঘরে ইদ্দাত পালন না করলেও কোন সমস্য নেই। আবূ ঈসা বলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অনেক বেশি সহীহ্।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٢ - كِتَابُ الْبُيُوْعِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অধ্যায় ১২ঃ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ সন্দেহজনক জিনিস পরিহার করা

١٢٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: "اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذٰلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِيْ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ؛ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اِسْتِبْرَاءً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ؛ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِّنْهَا؛ يُوْشِكُ أَنْ يُّوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَّرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى؛ يُوْشِكُ أَنْ يُّوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٨٤) ق.

১২০৫। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া াল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দুটির মাঝে অনেক সন্দেহজনক বিষয় আছে। তা হালাল হবে না হারাম হবে সেটা অনেকেই জানে না। যে লোক এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো নিজের দ্বীন এবং মান-ইজ্জাতের হিফাযাতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবে সে নিরাপদ হল। যে লোক এর কিছুতে

লিপ্ত হল তার হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ারও সংশয় থেকে গেল। (উদাহরণস্বরূপ) নিষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে যে লোক পশু চড়ায়, তার এতে প্রবেশের ভয় আছে। জেনে রাখ! প্রতিটি সরকারেরই কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহ্ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা হল 'তাঁর হারাম করা বিষয়গুলো'।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৯৮৪), বুখারী, মুসলিম

হান্নাদ ওয়াকী হতে, তিনি যাকারিয়্যা ইবনু আবী যাইদা হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি নু'মান ইবনু বাশীর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। একাধিক বর্ণনাকারী নু'মান (রাঃ)-এর সূত্রে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢) باب ما جاء في أكل الربا
অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সূদ গ্রহণ প্রসঙ্গে

١٢٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٧٧).

১২০৬। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -সূদখোর, সূদ দাতা সূদের সাক্ষীদ্বয় ও সূদের (চুক্তি বা হিসাব) লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৭৭)

উমার, আলী, জাবির ও আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الْكَذِبِ وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ মিথ্যা ও প্রতারণা ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি

١٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي الْكَبَائِرِ، قَالَ : "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ".

- صحيح : "غاية المرام" (٢٧٧) ق.

১২০৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কাবীরা গুনাহ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অংশী স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষকে মেরে ফেলা এবং মিথ্যা কথা বলা (কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত)।

– সহীহ্, গাইয়াতুল মারাম (২৭৭), বুখারী, মুসলিম

আবূ বাক্‌রা, আইমান ইবনু খুরাইম ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই নামকরণ করেন

١٢٠٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَنَحْنُ نُسَمَّى : السَّمَاسِرَةَ - ، فَقَالَ : "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ؛ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٤٥).

১২০৮। কাইস ইবনু আবী গারাযা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। আমাদেরকে 'সামাসিরাহ' (দালাল) বলা হত। তিনি বললেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! শাইতান ও গুনাহ ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় এসে হাযির হয়। অতএব, ব্যবসায়ের সাথে তোমরা দান-খায়রাতও যুক্ত কর।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৪৫)

বারাআ ইবনু আযিব ও রিফাআ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। কাইস ইবনু আবী গাযারা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। মানসূর, আ'মাশ, হাবীব ইবনু আবী সাবিত, এবং আরও অনেকে আবূ ওয়াইল-এর সূত্রে কাইস ইবনু গারাযা হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের মত হাদীস হান্নাদ হতে, তিনি আবূ মুআবিয়া হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি শাকীক হতে, তিনি কাইস ইবনু আবূ গারাযা (রাঃ) হতে এই সনদেও বর্ণিত আছে। এ সূত্রটিও সহীহ্।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ كَاذِبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ নিজের পণ্য প্রসঙ্গে যে লোক মিথ্যা শপথ করে

١٢١١- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو

ابْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، قُلْنَا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَدْ خَابُوا، وَخَسِرُوا! فَقَالَ : "الْمَنَّانُ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٠٨).

১২১১। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিবসে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা কারা? এরা তো ব্যর্থ ও ধ্বংস হল। তিনি বললেনঃ (তারা হল) উপকার করার পর তার খোঁটাদানকারী, পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধানকারী এবং নিজের পণ্যদ্রব্য মিথ্যা শপথ করে বিক্রয়কারী।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২০৮)

ইবনু মাসঊদ, আবূ হুরাইরা, আবূ উমামা ইবনু সা'লাবা, ইমরান ইবনু হুসাইন ও মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ بِالتِّجَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সকালে ব্যবসায়ের কাজে বের হওয়া

١٢١٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا"، قَالَ : وَكَانَ إِذَا

بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا؛ بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً؛ بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

– صحيح : دون قوله : "وكان إذا بعث سرية ﷺ إلخ" فإنه ضعيف، "الروض النضير" (٤٩٠)، "صحيح أبي داود" (٢٣٤٥)، "أحاديث البيوع"، "الضعيفة" (٤١٧٨)

১২১২। সাখ্‌র আল-গামিদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতের ভোর বেলার মধ্যে তাদেরকে বারকাত ও প্রাচুর্য দান করুন।" বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি কোথাও কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন তাদেরকে দিনের প্রথম অংশেই পাঠাতেন। সাখ্‌র (রাঃ) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ীদের পাঠাতে ইচ্ছা করলে তাদেরকে দিনের প্রথম অংশেই পাঠাতেন। ফলে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হন।

– সহীহ্, 'তিনি ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বাহিনী দিনের প্রথম অংশেই প্রেরণ করতেন—' অংশটুকু যঈফ রাওযুন নাযীর (৪৯০), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩৪৫), বেচা-কেনার হাদীস, যঈফা (৪১৭৮)

আলী, ইবনু মাসউদ, বুরাইদা, আনাস, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সাখ্‌র আল-গামিদী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি মাত্র হাদীসই আমরা সাখ্‌র (রাঃ)-এর নিকট হতে জেনেছি। এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী শুবা হতে, তিনি ইয়া'লা ইবনু আতা হতে পরম্পরায় বর্ণনা করেছেন।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَىٰ أَجَلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি

١٢١٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيْظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ؛ ثَقُلَا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ، فَقُلْتُ : لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيْدُ؛ إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِيْ - أَوْ بِدَرَاهِمِيْ -!، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "كَذَبَ! قَدْ عَلِمَ أَنِّيْ مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ، وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ".

- صحيح : "أحاديث البيوع".

১২১৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনের দু'টি মোটা কিতরী কাপড় ছিল। যখন তিনি বসতেন তখন তাঁর দেহের ঘামে কাপড় দু'টি ভিজে ভারী হয়ে যেত। একবার কোন এক ইয়াহূদীর সিরিয়া হতে কাপড়ের চালান এলে আমি বললাম, আপনি যদি তার নিকট হতে সুবিধামত সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে লোক পাঠিয়ে একজোড়া কাপড় কিনে নিতেন। তিনি তার নিকট লোক পাঠালেন। ইয়াহূদী বলল, আমি জানি সে (মুহাম্মাদ) কি করতে চায়। সে আমার মাল অথবা নগদ অর্থ হস্তগত করার পরিকল্পনা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে মিথ্যা বলেছে। তার ভাল করেই জানা আছে যে, তাদের মধ্যে আমি বেশি আল্লাহ ভীরু এবং সবচেয়ে বেশি আমানাত ফিরতদাতা।

– সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস

ইবনু আব্বাস, আনাস ও ইয়াযীদের কন্যা আসমা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। এ হাদীসটি শুবা উমারা ইবনু আবী হাফসা হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ তায়ালিসী বলেন, এই হাদীস প্রসঙ্গে শুবাকে একদিন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করব না যে পর্যন্ত না তোমরা উঠে গিয়ে হারামী ইবনু উমারার মাথায় চুমা দিচ্ছ। তখন তারা তার মাথায় চুম্বন করল। উক্ত মাজলিসেই হারামী (রাহঃ) হাযির ছিলেন। আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী হারামীর প্রতি সম্মান দেখানো ছিল এই কথার উদ্দেশ্য।

١٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعُثْمَانَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ؛ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَخَذَهُ لأَهْلِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٣٩).

১২১৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাবার সময় তাঁর লৌহবর্ম বিশ সা' খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল। তা তিনি নিজ পরিবারের জন্য নিয়েছিলেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৩৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٢١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، (ح) قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رُهِنَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَخَذَهُ لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ : "مَا

أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ تَمْرٍ، وَلاَ صَاعُ حَبٍّ"؛ وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٣٧) خ.

১২১৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম যবের রুটি ও বাসী চর্বি নিয়ে। তখন এক ইয়াহূদীর নিকট বিশ সা' খাদ্যশস্যের বিনিময়ে তাঁর লৌহবর্মটি বন্ধক ছিল। তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য তা নিয়েছিলেন। আমি একদিন তাঁকে বলতে শুনলামঃ মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পরিবার-পরিজনের নিকট কোন রাতে না এক সা' পরিমাণ খেজুর আর না এক সা' পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। এ সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিল।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪৩৭), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كِتَابَةِ الشُّرُوْطِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ লেনদেনের শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করা

١٢١٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ – صَاحِبُ الْكَرَابِيْسِيِّ – الْبَصْرِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ لِيَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ : أَلاَ أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟! قَالَ : قُلْتُ : بَلَى، فَأَخْرَجَ لِيْ كِتَابًا : "هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً؛ لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، وَلاَ خِبْثَةَ؛ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٢٥١).

১২১৬। আবদুল মাজীদ ইবনু ওয়াহ্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল-আদ্দা ইবনু খালিদ ইবনু হাওযা (রাঃ) আমাকে বললেন, যে চুক্তিপত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখে দেন তা কি তোমাকে পড়ে শুনাব ? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমার সামনে তিনি একটি পত্র বের করলেন। তাতে লিখা ছিলঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আল-আদ্দা ইবনু খালিদ ইবনু হাওযা একটি গোলাম বা দাসী কিনলো (এটি তার দলীল), যার কোন অসুখ নেই, যা পলায়নপর নয় এবং চরিত্রহীনও নয়। এ হলো এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়"।

– হাসান, ইবনু মা-জাহ (২২৫১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এই হাদীসটি শুধু আব্বাদ ইবনু লাইসের সূত্রেই জেনেছি। একাধিক হাদীস বিশারদ তার নিকট হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ মোদাব্বার গোলাম বিক্রয়

١٢١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ. قَالَ جَابِرٌ : عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

– صحيح : "الإرواء" (١٢٨٨)، "أحاديث البيوع" ق.

১২১৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আনসার বংশের এক লোক মৃত্যুবরণ করল তার গোলামকে মুদাব্বার করার পর। সে লোকটি আর কোন সম্পদ রেখে যায়নি ঐ গোলামটি ব্যতীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে বিক্রয় করলেন। তাকে কিনলেন নুআইম ইবনু

আবদুল্লাহ ইবনু নাহহাম (রাঃ)। জাবির (রাঃ) বলেন, সে ছিল কিবতী বংশোদ্ভূত গোলাম। সে ইবনু যুবাইর (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রথম বছর মৃত্যুবরণ করেন।

– সহীহ্, ইরওয়া (১২৮৮), বেচা-কেনার হাদীস, বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এটা বিভিন্ন সূত্রে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। তারা মুদাব্বার গোলাম বিক্রয়ে কোন সমস্যা আছে বলে মনে করেন না। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মাকরূহ্ বলেছেন। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও আওযাঈ।

মালিক মৃত্যুবরণ করার পর গোলাম আযাদ হবে, এই শর্তে কোন গোলাম আযাদ করাকে "মোদাব্বার" বলা হয়। –অনুবাদক

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ বাজারে পৌঁছার পূর্বে শহরের বাইরে গিয়ে পণ্যদ্রব্য কেনা নিষেধ

١٢٢٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٨٠)م.

১২২০। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, পণ্যদ্রব্য আমদানী করে আনা কাফিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে পণ্য ক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৮০), মুসলিম

আলী, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ, ইবনু উমার (রাঃ)-সহ আরো একজন সাহাবী হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٢١- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ؛ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ؛ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٧٨) م.

১২২১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বাজারে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন। (ব্যবসায়ীদের) কোন ব্যক্তি যদি এগিয়ে গিয়ে তার পণ্যদ্রব্য কিনে, তবে বাজারে পৌঁছার পর বিক্রেতা বিক্রয় বাতিল করার স্বাধীনতা পাবে।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৭৮), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, আইয়্যুবের বর্ণিত হাদীস হিসেবে হাদীসটি হাসান গারীব। আর ইবনু মাসউদের হাদীসটি হাসান সহীহ্। পণ্যদ্রব্য বাজারে আসার আগেই বাজারের বাইরে গিয়ে তা কেনাকে একদল বিশেষজ্ঞ আলিম মাকরূহ্ বলেছেন। তারা মনে করেন এটা এক প্রকারের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্য আলিমগণ।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ শহরের লোকেরা গ্রামাঞ্চলের লোকদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করবে না

١٢٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قُتَيْبَةُ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : "لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٧٥) ق.

১২২২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহরাঞ্চলের লোকেরা গ্রামাঞ্চলের লোকদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করবে না।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৭৫), নাসা-ঈ

তালহা, জাবির, আনাস, ইবনু আব্বাস, হাকীম ইবনু আবূ ইয়াযীদ তার পিতার সূত্রে, আমর ইবনু আওফ (রাঃ) এবং আরো একজন সাহাবী হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٢٣– حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. "لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوْا النَّاسَ؛ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٧٦) ق.

১২২৩। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহরের মানুষগণ গ্রামের মানুষদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করবে না। লোকদেরকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এক দলের মাধ্যমে অন্য দলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৭৬), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। আর জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। গ্রাম-গঞ্জের লোকের পক্ষে

শহরে বসবাসকারীদের বিক্রয় করাকে তারা মাকরূহ্ বলেছেন। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ এ ধরণের বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। এ ধরণের বিক্রয় করাকে ইমাম শাফিঈ মাকরূহ বলেছেন। তবে কেউ যদি তা বিক্রয় করে তবে তা জায়িয হবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

١٤) بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মুহাকালা ও মুযাবানা ধরণের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

١٢٢٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

– صحيح : "الإرواء" (٢٣٥٤).

১২২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাকালা ও মুযাবানা ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

– সহীহ্, ইরওয়া (২৩৫৪)

ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, যাইদ ইবনু সাবিত, সা'দ, জাবির, রাফি ইবনু খাদীজ ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। মুহাকালা বলা হয় ক্ষেতের ফসলকে সংগৃহীত গমের বিনিময়ে বিক্রয়কে। আর মুযাবানা বলা হয় শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের (অসংগৃহীত) খেজুর বিক্রয়কে। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মাকরূহ্ বলে মত দিয়েছেন মুহাকালা ও মুযাবানা ধরণের ক্রয়-বিক্রয় করাকে।

١٢٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

يَزِيْدَ : أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ : الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ.

– صحيح : "ابن ما جه" (٢٢٦٤).

১২২৫। আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবূ আইয়্যাশ যাইদ (রাহঃ) বার্লির বিনিময়ে গম বিক্রয় করা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি সা'দ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেনঃ তখন তিনি (সা'দ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত উত্তম? তিনি (যাইদ) বললেন, গম। তারপর তিনি (সা'দ) এ ধরণের বিক্রয় করা নিষেধ করলেন তিনি আরও বললেন, আমি তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা যায় কি-না সেই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি। তিনি তাঁর পাশের লোকদের প্রশ্ন করলেন যে, খেজুর শুকালে কি (ওজনে) কমে যায়? তারা বললেন, হ্যাঁ। তারপর এ ধরণের বিক্রয়কে তিনি নিষিদ্ধ করে দিলেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৬৪)

হান্নাদ বর্ণনা করেছেন ওয়াকী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি যাইদ আবূ আইয়্যাশ (রাহঃ) হতে, তিনি বলেন, সা'দ (রাঃ)-কে আমরা প্রশ্ন করলাম.....উপরের হাদীসের মত।

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ এবং আমাদের সাথীরাও।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ফল পরিপুষ্ট বা ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

١٢٢٦– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ،

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.

– صحيح : "أحاديث البيوع".

১২২৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খেজুরের লাল বা হলুদ বর্ণ না আসা পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

– সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস

١٢٢٧- وَبِهٰذَا الإِسْنَادِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ؛ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

– صحيح : المصدر نفسه.

১২২৭। একই সনদ সূত্রে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীষ জাতীয় ফসল (ধান, গম ইত্যাদি) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ তা পেকে সাদা না হয়।

– সহীহ্ প্রাগুক্ত

আনাস, আইশা, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, জাবির, আবূ সাঈদ ও যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূ[illegible]ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়[illegible]াল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আ[illegible]েম অ[illegible]ল করেছেন। ফল[illegible] পক্ক হওয়ার আগেই বিক্রয় করা তাদের মতে মাকরূহ্। এই মত পোষণ করেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও।

١٢٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَفَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ،

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢١٧).

১২২৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কাল রং ধারণ না করা পর্যন্ত আঙ্গুরকে এবং হৃষ্টপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শস্যকে বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

– সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২১৭)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটাকে শুধু হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্রেই মারফূ হিসেবে জেনেছি।

এ অধ্যায়ের বাকী ৬০টি অনুচ্ছেদ পরবর্তী খণ্ডে দেওয়া হলো

وختاما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহী-ম

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হুসাইন বিন সোহ্‌রাব ও ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহ্‌মান কর্তৃক অনূদিত বইসমূহ সংগ্রহ করুন।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস– আল্লামা মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আলবানীর তাহ্‌ক্বীক্বকৃত বইসমূহের অনুবাদ

১। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নামাযের নিয়মাবলী — ৪৫/=
২। রিয়াদুস সালেহীন (১ম খণ্ড) — ১৫১/=
৩। রিয়াদুস সালেহীন (২য় খণ্ড) — ১৫১/=
৪। রিয়াদুস সালেহীন (৩য় খণ্ড) — ১৫১/=
৫। রিয়াদুস সালেহীন (৪র্থ খণ্ড) — ১৫১/=
৬। রিয়াদুস সালেহীন (বাংলা) (একত্রে) — ৬০১/=
৭। রিয়াদুস সালেহীন (আরবী-বাংলা) (একত্রে) — ৬০১/=
৮। যঈফ আত্-তিরমিযী (১ম খণ্ড) — ১৬১/=
৯। যঈফ আত্-তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ১৬১/=
১০। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (১ম খণ্ড) — ২১৫/=
১১। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ২১৫/=
১২। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৩য় খণ্ড) — ২১৫/=
১৩। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৪র্থ খণ্ড) — ২১৫/=
১৪। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৫ম খণ্ড) — ২১৫/=
১৫। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৬ষ্ঠ খণ্ড) — ২৮১/=
১৬। আহ্‌কামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন — ১২০/=
১৭। বুলূগুল মারাম –মূলঃ হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) — ২২১/=
১৮। তাকভিয়াতুল ঈমান –মূলঃ আল্লামা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ) — ৫০/=
১৯। কিতাবুত তাওহীদ –মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওহাব — ৬১/=
২০। ইসলামী আক্বীদাহ্ –মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু — ৫১/=
২১। তাজরীদুল বুখারী (১ম খণ্ড) –মূলঃ আবুল 'আব্বাস মাঈনুদ্দীন ইবনু আবী বাক্বার যাবীদী (রাহঃ) — ৩৫১/=
২২। তাজরীদুল বুখারী (২য় খণ্ড) –মূলঃ ঐ — ৩৫১/=
২৩। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি –মূলঃ আল্লামা আবূ বাক্বার জাবির আল-জাযায়েরী — ৩১/=
২৪। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত নিয়াম –মূলঃ মোঃ সালিহ্ ইয়াকূবী — ৫১/=
২৫। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান –মুলঃ মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু — ১০০/=
২৬। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (মূল আরবী, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ) — ৫০১/=
২৭। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ) — ১৬১/=
২৮। আল-মাদানী সহীহ্ আল-বুখারী (১-৬ খণ্ড) –মূলঃ ইমাম বুখারী (রাহ্ঃ) — ২,৩৮৫/=
২৯। সহজ আক্বীদাহ্ (ইসলামে মূল বিশ্বাস) — ৩১/=
৩০। আক্বীদাহ্ ওয়াসিতিয়া –মূলঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহ্ঃ) — ৩১/=

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে পরিবেশিত ও ড. মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত

প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ। পরিচালক- উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র, নিউইয়র্ক।

* তাফসীর ইবনু কাসীর (১ – ১৮ খণ্ড) (পূর্ণ ৩০পারা) — ৩,৫২০/=

এছাড়াও আমাদের পরিবেশিত আরও একটি বই–

* সহীহ্ ও য'ঈফ সুনান আবূ দাউদ (১ম ও ২য় খণ্ড) [তাহ্‌ক্বীক্ব: আলবানী] ৯৭০/=

صحيح سنن الترمذي

(الجزء الثانى)

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

المتوفى سنة ٢٧٩هـ رحمه الله

تحقيق :

محمد ناصر الدين الألباني

ترجمه الى اللغة البنغالية

✯ **حسين بن سهراب**

من كلية الحديث الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

✯ **عيسي ميا بن خليل الرحمن**

ممتاز من كلية الشريعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

طبع ونشر

مؤسسة حسين المدنى بروكاشنى، داكا،

بنغلاديش